রূপ-বন্যা

রাধানাথ

অনন্য প্রকাশন
৬৬, কলেজ স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ : ১লা বৈশাখ, ১৩৭০

প্রকাশক : এইচ, রায়
অনন্ত প্রকাশন
৬৬, কলেজ ষ্ট্রীট
কলিকাতা—১২

মুদ্রাকর : এস. জি, এণ্ড কোম্পানী
২৫।১, ডায়মণ্ডহারবার রোড
কলিকাতা—৮
ফোন নং ৪৫-৮৫৭৭

প্রচ্ছদ : শ্রীদীপ

পরমারাধ্য পিতৃদেব প্রভাসকুমার ঘোষের
স্মৃতির উদ্দেশ্যে।

সোমনাথ যখন ষ্টুডিওতে যেয়ে পৌছল তখন তার ঘড়িতে একটা বেজে দশ মিনিট। শুনল কমলেশ বাবু তখনও আসেন নি। এবার পূজোয় কমলেশবাবু ওর থিয়েটার দেখেছিলেন, এবং ওর পার্ট তাঁর এত ভাল লেগেছিল যে তাকে পদক দিয়ে পুরস্কৃত করা ছাড়াও সিনেমায় চান্স দেবেন বলেছিলেন। ওর মত বয়সের ছেলেদের সিনেমা সম্বন্ধে যে মোহ থাকে তা থেকে সোমনাথও রেহাই পায়নি। স্বাস্থ্যে, সৌন্দর্য্যে যাকে বলে কন্দর্প কান্তি, সাজাতে এসে বৃদ্ধ অবিনাশ বলত,

'তোমার আর পেন্ট-টেন্ট করতে হবে না।' পাশের বাচ্চা ছোকরাকে ডেকে বলতো,

একে একটু পাউডার মাখিয়ে দেত।

তারপর সাজগোজ সেরে অর্জুনের রূপে যখন ষ্টেজে আসত কেউ বলতে পারত না যে ওর মুখে পেইন্ট করা নেই। থিয়েটার অবশ্য দুর্গা পূজোর পর লক্ষ্মী পূজার দিনই হয় বরাবর, সকলেই রেল কলোনীর খেটে খাওয়া মানুষ, মোশন মাষ্টারকে অবশ্য গাধা পিটিয়ে ঘোড়া করতে হয়, সকলেরই ঘর গৃহস্থলী আছে। ছেলেরাই মেয়েদের পার্ট করে। সেবার কি খেয়াল হল কর্ম্মকর্ত্তার। বললেন,

বাড়ীর ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে এবার একটা বই কোরব। শুধু অফিসটুকু বাদে নাওয়া খাওয়া ভুলে গিয়ে মেয়েদের নিয়ে তালিম দিতে শুরু করলেন। ভদ্রলোক গান বাজনা, থিয়েটার বিশারদ বলা যায়। হারমনিয়াম, সেতার, গীটার, আড়বাঁশী সবই প্রায় বাজাতে পারেন। কিন্তু থিয়েটারের মোশন সম্বন্ধে যে জ্ঞানের পরিচয় তিনি দিলেন তাতে সকলে এক বাক্যে

তারিফ না করে পারল না। 'উত্তরা' ছোট বই, উত্তরা অভিমন্যু দুটো চরিত্রই মেয়েরা করছে। আর এত ভাল করছে যে প্রথম দুদিনের রিহার্সালের পর খোলা জায়গায় মহড়া বন্ধ করে দিতে হল, এত সুন্দর অভিনয় করছিল ওরা দুজনে। মোশন মাষ্টার শুধু এক জায়গায় বাধা দিলেন। অর্জুনের চরিত্র যে ভদ্রলোক করছে, অভিনয় সম্বন্ধে তার সাধারণ জ্ঞান ঐ বর্ণ পরিচয় পর্যন্ত। কিন্তু এত সুন্দর একখানা নাটক শুধু একজনের জন্যে মার খেয়ে যাবে। অথচ বাইরের কোন অভিনেতাকে আনাও যায় না। এদের নিয়ম বিরুদ্ধ, সেদিন ওর দাদাকে কি একটা কথা বলতে সোমনাথ এসেছিল এদের ক্লাব ঘরে। মোশন মাষ্টারের নজর গিয়ে পড়ল তার উপর। তারপরই থিয়েটারের সময় কমলেশ বাবুর কাছ থেকে সিনেমার প্রস্তাব।

কমলেশ বাবু ঘরে ঢুকেই বললেন 'কতক্ষণ এসেছ ?'

ঘণ্টা খানেক হবে।

তা আর কি করা যাবে, আমাদের লাইনটাই—এই রকম। কথা খেলাপের রাজত্ব বলতে পার। কি করছ এখন।

পড়ছি। বি, এ final দেব এবার।

আরও পড়বে ত ?

নিশ্চয়।

কিন্তু সুটিং শুরু হলে পড়ায় ক্ষতি হ'বে না ?

তাহলে থাক।

মানে আগে, তোমার কলেজ তারপর অন্য কাজ। চুপ করে থেকে যেন সায় দিল সোমনাথ। কমলেশ বাবু বললেন, এ রকম কিন্তু আর কেউ বলেনি।

সোমনাথ মুখ তুলে চাইল। কমলেশ বাবু আবার বললেন, এই লাইনে যারা আছে সরস্বতীর কৃপা বড় একটা তারা পায় নি। তারপর একটু নাম হলে নিজেরাই তখন শিক্ষক হয়ে বসে।

আজ্ঞে।

বুঝতে পারলে না। পারবে না, তুমি ত একেবারে নতুন। সব বড় আর্টিষ্টের একটা করে ক্লাব আছে, সেখানে তারাই মাষ্টার। কিন্তু কিছু লেখা পড়া জানা না থাকলে ....

হয় না বলছ ত? আবার হয়ও। যেমন তোমাদের চাকরীর কথাই ধর, শিক্ষাগত যোগ্যতা ছাড়া Experienced Hand-এর জন্যও বিজ্ঞাপন দেখবে। এরা সেই Experienced hand.

বেয়ারা দুকাপ চা দিয়ে গেল। সেই দেখে বললেন আবার, দেখ কথায় কথায় আসল কাজই ভুলে যাচ্ছি। চা খাও।

আজ্ঞে চা আমি খাই না।

সেকি হে, তুমি যে আধুনিক জগৎকে হার মানাবে। আমিই তা হলে খেয়ে নিই।

এরপর বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপর ঘন্টা বাজালেন। বেয়ারা এলে তাকে বললেন, মুখার্জি সাব। বেয়ারা চলে গেলে বললেন—

ইনিই আমার প্রধান ডাইরেকটর। যা কিছু জিজ্ঞেস করেন, চটপট উত্তর দেবে। তারপর আমি ত আছিই।

মুখার্জি সাহেব এলেন। ধোপদুরস্ত সাহেবী পোষাক, হাতে পাইপ, ঘরে ঢুকে বললেন,

বড্ড কচি কমলেশ।

সেই জন্যেই ত তোমাকে ডেকেছি।

কিন্তু খোল নলচে সবই ত পাল্টাতে হবে।

জানত 'হাটিতে শিখে না কেহ না খেয়ে আছাড়।'

কিন্তু!

না কোন কিন্তু নয়। ও প্রথম অর্জুনের রোলে এ্যাপিয়ার হয়ে যে খেল দেখিয়েছে।

অর্জুনের পার্ট?

হ্যাঁহে উত্তরা বইয়ের অর্জুন।

তুমি বলছ কি কমল, এতটুকু ছেলে? অর্জুনের পার্ট, আচ্ছা ভাই তুমি এস ত।

সোমনাথ মিঃ মুখার্জির সঙ্গে বেরিয়ে গেল। মিনিট কুড়ি পরে আবার দুজনে ফিরে এল। মিঃ মুখার্জি বললেন,

সরকার সাহেব সায়গলকে আবিষ্কার করেছিলেন, তুমি করলে সোমনাথকে। আমি ওকে নিলুম। তারপর দিন, ক্ষণ স্থান নির্দ্দেশ করে দিতে সোমনাথ চলে এল।

মিঃ মুখার্জির বাড়ী কয়েক দিন পর ঠিক সময় মত সোমনাথ এসেছে। এখানে তিনি দরকার মত রিহার্সাল দেয়ান। এর আগে তিনি আর একবার তার সাথে দেখা করেছিলেন এবং কয়েকটি উপদেশও দিয়ে রেখেছেন। সোমনাথ ঢুকে দেখল ঘর ভর্তি লোক। মেয়ে পুরুষে পাশাপাশি বসে হাসি তামাসা করছে। শালীনতার বালাই বড় একটা নেই বললেই চলে। ও বাইরে চলে এল, বিরাট ফুলের বাগান ঘেরা বাড়ী। বাগানে গিয়ে ফুল দেখতে লাগল। মিঃ মুখার্জি ঘরে ঢুকে একবার দেখে নিয়ে বললেন।

সকলে এসেছ।

হ্যাঁ স্যার।

কিন্তু একজন যেন মিসিং মনে হচ্ছে।

একজন মেয়ে বলল, একটি ছেলে এসেছিল স্যার। ঘরে ঢুকেই বাইরে চলে গেল।

যাবারই কথা। তোমরা সব যে রকম বেশবাসে রয়েছ। কোন ভদ্রলোকের এখানে স্থান না হওয়াই স্বাভাবিক। বলে দরজার কাছে গিয়ে দেখে ডাকলেন।

সোমনাথ।

এই যে, বলে একছুটে উঠে এল বারান্দায়।

কি করছিলে ?

আজ্ঞে কয়েকটা ডালিয়ার কাঠিগুলো সরে গিয়েছিল, ঠিক করে দিলুম।

বাগানের শখ আছে নাকি তোমার।

আজ্ঞে দেশের বাড়ীতে আমাদের বেশ বড় বাগান আছে।

বেশ, তা ঘরে না বসে বাইরে রয়েছ কেন ?

আজ্ঞে ওরা সব যেন কেমন।

কিন্তু ওদের সঙ্গেই তোমাকে কাজ করতে হবে।

তাহলে থাকগে।

কি থাকবে ?

আমি এখানে থাকতে পারব না।

সোমনাথ জীবনে চান্স মানুষের খুব বেশী আসে না। তাছাড়া আমি রয়েছি।

সোমনাথ মুখ নিচু করে দাড়িয়ে রয়েছে। মিঃ মুখার্জি তার পিঠ চাপড়ে বললেন।

চিয়ার আপ, মাই বয়, সব ঠিক হয়ে যাবে।

প্রথম দিনের রিহার্সালের পর সকলেই বুঝতে পারল, অভিনয় সোমনাথের সহজাত প্রবৃত্তি। প্রায় প্রত্যেকের কিছু কিছু ভুল ত্রুটি সে আবিস্কার করল। কিন্তু এমন ভাবে ম্যানেজ করল যাতে কেউই অসন্তুষ্ট হল না। মুখার্জি সাহেব সকলের শেষে বললেন,

এবার আমাদের যা টিম ওয়ার্ক হবে, তাতেই মাত করে দেব।

কমলেশ বাবুর বাড়ী মিটিং বসেছে। মুখার্জি সাহেব, কমলেশ বাবুর দু'জন পরিচিত ভদ্রলোক আছেন ঘরটাতে। কমলেশ বাবু বললেন,

তুমি বল কি মুখার্জি, সোমনাথ তাহলে—

একেবারে মাত করে দিয়েছে। তাছাড়া তোমার রাণী একেবারে কাত।

কি রকম ?

ঐ যে, যে জায়গাটায় স্বামী বিদেশে গিয়েছে। স্বাতী বিচ্ছেদ বেদনা আর সহ্য করতে পারছে না। এলোচুলে বারান্দায় বসে রয়েছে, আলু থালু বেশবাস।

তা সেখানে কি হল ?

স্বাতী একেবারে বুকের কাপড় টাপড় ফেলে গিয়ে বসল। আমি বারণ করেছিলুম ; কিন্তু তোমার, মানে main actress, বেশী কিছু বলতেও পারি না।

তুমি ডাইরেকটর, তোমার কথা শুনতে বাধ্য।

তা ঠিক, তবে, আমিও যেন ওই সময় Box office-এর কথা ভেবেছিলুম।

তা হলে দোষ তোমার বল।

তা যদি বল তাই, কিন্তু সোম যা করলে না।

কি করলে ?

স্বাতি গিয়ে বসতেই ও যেন না না করে চীৎকার করে উঠল।

তাই নাকি !

তারপর শোনই না। একটা বক্তৃতাই দিয়ে ফেললে।

কি রকম ?

বললে স্বাতীকে, আপনি যে ভাবে বসেছেন ওরকম কোন ভদ্রঘরের মেয়েরা বসে না। তাছাড়া আপনার বাড়ীতে শ্বশুর শ্বাশুড়ী, অন্যান্য আরও লোক রয়েছেন। তাদের কি আপনি এই রূপ দেখাতে চান ?

স্বাতী কি বললে ?

স্বাতীর সাদা মুখ ততক্ষণ রক্তজবার মত লাল হয়ে উঠেছে। সে বলল, কি রকম হবে আপনি দেখিয়ে দিন। তোমায় বলব কি

কমল, এর পর ও যা দেখালে না, আমরা সকলে একেবারে হতভম্ব। মানে, স্বাতীকে বসিয়ে, কাপড় চোপড় ঠিক করে আমাকে এসে বলল, একটা সট নিন। নিলুম। এই দেখ।

আরে ব্যাস, এ যে মূর্তিমতি বিষাদ।

তাই বলছি, সোম একেবারে মাত করে দিয়েছে।

কাসটিং করে ফেলেছ।

একরকম।

সোমনাথকে কি দিলে ?

রাকেশই করবে ও।

ওকে বলেছিলে ?

অত কি বলব, যা বলব তাই করবে।

না হে না, পছন্দ না হলে করবে না।

নায়কের রোল করবে না! প্রথম ছবিতেই একেবারে মারদিস্। আসছে ত এখানে।

তাই নাকি!

হ্যাঁ বলেছিলুম দশটার মধ্যে আসতে।

তা দশটা ত বাজে।

সোমনাথ ঢুকল, কমলেশ বাবু বললেন, আবার।

এই যে সোমনাথ, কেমন লাগছে।

আজ্ঞে আমি ত কিছুই জানিনে।

কেন কাসটিং শোননি.

না ত।

বই খানা শুনেছ ত।

আজ্ঞে হ্যাঁ, সেদিন রিহার্সালে শুনেছি।

রাকেশের পার্ট কি রকম লাগল।

ভালই, খুব ভাল।

ওটা কিন্তু তোমাকে করতে হবে।

করব।

যাক বাঁচা গেল।

কিন্তু একটা কথা আছে।

বল।

স্বাতীর পার্ট কে করবে ?

কেন তুমি ত তাকে দেখেছ, তাছাড়া অভিনয়ও ভালই করে। বাজারে নাম আছে।

কিন্তু স্বাতীর চরিত্রে ওঁকে মানাবে না।

মুখার্জি সাহেব বললেন, আরে বাবা আমাদের অত দেখতে গেলে চলে না। তাছাড়া ওর একটা Box Office আছে।

তা হলে আর আমি কি বলব।

ওর সঙ্গে অভিনয় করতে তোমার কোন আপত্তি নেই ত।

আজ্ঞে না। তবে উনি স্বাতীর রোল করলে আমি রাকেশ করব না।

সকলে একেবারে চুপ হয়ে গেল কিছুক্ষণের জন্য। পরে সোমনাথ বলল,

আমি তাহলে এখন যাই, কলেজ রয়েছে, বলে বাইরে চলে গেল।

কলেজ হস্টেলের সাতান্ন নম্বর ঘরে শুয়ে রয়েছে চৈতালী, আর তাকে ঘিরে রয়েছে কলেজের কয়েকজন সহপাঠিনী। একজন বলল,

তুই যদি এ সময় মুষড়ে পড়িস তাহলে ত আমরা নো হয়ার।

চৈতালী বলল, মুষড়ে পড়ার কথা নয়, মাদ্রাজী ডেলিগেটই সব নষ্ট করে দিলে।

রাঙ্গা বলল, না হলে ত ডিবেট প্রায় ইভ্ন চলছিল।

ধীরা বলল, ওদের দোষ নয়। সোম যে রকম এ্যাটাক্ করল তাতে সকলেই প্রায় ওর দলেই ঝুঁকে পড়ল।

চিত্রা বলল, তারপর কেবল তোর জন্যেই মোড় কিছুটা ঘুরেছিল।

চৈতালী বলল, ডিবেট ইজ ডিবেট। পারসোনাল ইমেজকে টেনে এনেই ত ও বাজি মাত করতে চেয়েছিল।

রাঙ্গা বলল, নে এখন চ, বাড়ী যাবি না! কাল ফাইনাল, কালকের জন্যে ভাবিস। চলে যা, তাড়াতাড়ি।

চৈতালী বলল, অসিতের সঙ্গে দেখা করতে হবে, কতক-গুলো ডিফেন্স ভাল করে তৈরী করতে হবে।

ওরা সবাই উঠে পড়ল। কেবল রাঙ্গা আর চিত্রা বসে রইল। ওদের এই ঘর। আজ ওদের কলেজে অল ইণ্ডিয়া ডিবেটিং কমপিটিশন ছিল, বিষয় বর্তমান নারী সমাজ এবং তাদের সাজ-পোষাক। ডিবেটে আজ ছেলেরা পয়েন্ট পেয়েছে বেশী, কারণ অন্য প্রদেশের মেয়েদের মধ্যে যুক্তি থাকলেও তার ব্যবহার ঠিক মত করতে পারেনি। এদিকে সোমনাথ মেয়েদের আধুনিক স্বল্পবাসকে কেন্দ্র করে এমন যুক্তির জাল বুনেছিল যে জজদের মন সেই জয় করে নিয়েছিল। শুধু চৈতালীই যা কিছুটা সামাল দিয়েছে। কিন্তু পথে চলতে চলতে সে ভাবছে, কাল তাদের

পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। কারণ ডিবেটিং-এ পারসোনাল এ্যাটাকের একটা মোহ আছে। যার দ্বারা সহজায় ব্যক্তি মাত করা যায়। আর এও সে ভাবছে সোমনাথের যুক্তিতে যেন তারও সায় আছে। আজকাল যে বেশ বাস পরে মেয়েরা বাইরে বেরোয় তা রুচিসম্মত ত নয়ই, বরং কুরুচির পরিচায়ক। তাতে ইন্ধন জোগাচ্ছে আধুনিক ব্যবসায়ী সম্প্রদায়, কেবল মাজার ওপর একটু আবরণ ছাড়া দেহের প্রায় সবটাই তারা খোলা মেলা রাখবার জন্যে পোষাক তৈয়ারী করছে। ছোট মেয়েদের পরলে ভালই দেখায়। কিন্তু ক্রমশঃ সেটা অভ্যাসে পরিণত হয়ে পড়ছে। স্কুলে-কলেজে, ট্রামে-বাসে সর্ব্বত্র এই স্বল্পবাস পোষাকে মেয়েদের দেখা যাচ্ছে। আধুনিকি করণ ভালই, কিন্তু এই উগ্র সাহেবীয়ানা ভারতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে খাপ খায় না। বাঙ্গালীর ত নয়ই। তার ওপর সোম যখন বলল,

'এটা বিচার অবিচারের কথা নয়। যে কোন নিম্নরুচির লোককে নিয়ে আসুন। আপনারা একজন মেয়েকে ঐ আপনাদের রুচি মাফিক আধুনিক সাজে সাজুন। আর আমি শুধুমাত্র সাজাব একখানা বেনারসী দিয়ে, খোলা থাকবে এলোচুল, গলায় থাকবে সরু একচিলতে সোনার হার, পায়ে আলতা, কপালে ছোট্ট করে একটা সিন্দুরের টিপ, বলুন আপনারা কোনটা সে বেছে নেবে, বলুন বলুন কোনটা সে বেছে নেবে। কোনটা কোনটা! সমস্ত হল ঘর করতালি ধ্বনিতে ভেঙ্গে পড়েছিল। জয়ধ্বনি উঠেছিল বেনারসী শাড়ীর।

তাই ভাবছে চৈতালী সে কি পারবে নিজের দলকে এগিয়ে নিয়ে যেতে! যদি নাই পারে তাহলে তাতে কি তার খুব বেশী দুঃখ হবে!

কই আরতো সে রকম মনে হচ্ছে না। বরং মনে হচ্ছে সে

যেন হেরে যায়, সে যেন ঠিকমত বলতে না পারে। সোমারই যেন জয় হয়।

প্রায় সমবয়সী ওরা দুজন।

আজ প্রায় তিন বছর ওরা একসঙ্গে পড়ছে, মিশছে।

লাজুক ছেলেটি যে হঠাৎ রাতারাতি এরকম নাম করে ফেলবে তা ওরা কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারে নি।

সোমাকে নিয়ে ছেলেদের উল্লাস সেও দেখেছে, কিন্তু তখন সমস্ত শরীরে একটা জ্বালা অনুভব করছিল। পয়েন্টের ব্যবধান বেশী না থাকলেও পরাজয়ের একটা গ্লানি আছে। সেইটাই ছিল তখন। কিন্তু এখন রাতের অন্ধকারে নিজের ঘরে শুয়ে আর সে সব কথা মনে পড়ছে না। এখন মনে হচ্ছে সে যেন হেরে যায়। সোমনাথের কাছে যেন তার পরাজয় ঘটে।

পরদিন সকালে চায়ের টেবিলে বসে চৈতালীর দাদা মিঃ মুখার্জী বললেন।

হ্যাঁরে চিতা, তোদের কলেজে কালকে ডিবেটিং ছিল? চৈতালী চুপ করে রয়েছে দেখে আবার বললেন, আমাকে বলতে হয়, যেতুম দেখতে।

যেয়ে আর কি হত, আমরা তো হেরে গেছি।

সে কিরে? ফাইন্যাল তো আজ দেখছি কাগজে।

কিন্তু ওরা আমাদের হারাবে আজ।

প্রথম থেকেই হারা জেতার কথা ভাবলে জেতা যায় না। তোরা যদি বলিস আমি একজন ভাল প্রফেসর দিয়ে তোদের তালিম দিতে পারি।

তালিম দিয়ে দিয়ে তোমার একটা অভ্যাস হয়ে গেছে দাদা, আমাদের আর রিহার্স্যাল দেয়াতে হবে না।

তাই বলে তোরা সহজেই হার মানবি?

মানলেই বা। আমার তো আর একার হার নয়।

তাহলে আর কি করা। তোদের ডিবেট কাল কটায় আরম্ভ ?

চারটায়, দু-দশ মিনিট দেবাও হতে পারে।

চৈতালী একটু আগেই আজ কলেজে গেল। শুনল বিপক্ষ শিবিরে বিমর্ষ ভাব। কারণ সোমনাথের গত রাত্রে জ্বর হয়েছে। কলকাতা, দিল্লী, বোম্বাই-এর ডেলিগেটরা সব তার বাড়ী গিয়েছে ডাক্তার নিয়ে,—যদি তাকে চাঙ্গা করা যায়।

অধিবেশনের প্রথমেই ওরা আর্জি পেশ করল, তারা শেষে অংশ নেবে। কারণ ওদের কয়েকজন সভ্য অসুস্থ হয়ে পড়েছে।

দর্শকদের মধ্যে চৈতালীর দাদাও রয়েছেন।

মেয়েদের আর্গুমেন্ট শেষ হলে পর পর মাদ্রাজ দিল্লি বোম্বাইয়ের ছেলেরা তাদের বক্তব্য শেষ করার পর সোমনাথ এল। চৈতালী দেখল সোমনাথের মুখখানা টক্‌টকে লাল। ভাবল সোমনাথের ভয় বোধ হয় ছাড়েনি।

কিছুক্ষণ বলবার পর সোমনাথ এক গ্লাস জল খেতে চাইল। তারপর বিরুদ্ধ দলের সমস্ত যুক্তি খণ্ডন করে নিজেও দলের জয়ের পথ সুগম করে দিল।

জয়ধ্বনির মধ্যে সে বসে পড়ল। সকলে ধরাধরি করে ওকে ভিতরে নিয়ে গেল। ডাক্তার এসে পরীক্ষা করে বললেন, জ্বর বেশ বেড়েছে ইমিজিয়েটলি এই ভীড় থেকে রিমুভ করা দরকার।

মিঃ মুখার্জীও ডায়াসে উঠে পড়েছিলেন, ডাক্তারের কথায় বলে উঠলেন, আমি নিয়ে যাচ্ছি।

আপনি ? একজন প্রফেসার প্রশ্ন করলেন।

আমি সোমের আত্মীয়।

বেশ বেশ ! তাহলে তো ভালই হল।

ডাক্তারবাবু আমার সঙ্গে চলুন, মিঃ মুখার্জী আবার বললেন।

সোমনাথকে সকলে ধরাধরি করে গাড়ীতে তুলে দিতে গাড়ী ছেড়ে দিল।

মিঃ মুখার্জীর বাড়ীতে সোমনাথ অচৈতন্য হয়ে ঘুমিয়ে রয়েছে। সোমনাথের দাদাকে নিয়ে মিঃ মুখার্জী ঢুকলেন। একজন নার্স মাথায় আইস ব্যাগ দিচ্ছে। দাদার চোখে জল এসে গেল। ওরা কোন কথা না বলে বাইরে এসে দেখলেন, সোমনাথের মাও এসেছেন। তিনি বললেন,

দিনু, সোম কোথায় ?

ঘরে রয়েছে।

মিঃ মুখার্জী বললেন, আপনি কিছু ভাববেন না মা। ডাক্তারবাবু এসেছিলেন, ভাল হয়ে যাবে।

আমি জানি এরকম কিছু একটা হবেই। রাত নেই দিন নেই, কদিন যা করে বেড়াচ্ছে। তর্ক হবে! ছাই হবে। কই কোথায় ; বলে এগিয়ে গেলেন।

ওরা আবার ঘরে যেয়ে দেখলেন, সোমনাথ চোখ খুলে নার্সের সঙ্গে কথা বলছে। মা এগিয়ে গেলেন।

আমি কোথায় রয়েছি মা ?

জানিনে, তর্ক করা হল ত !

হয়েছে। আমি, আমরা জিতেছি মা।

তাতে কি হবে। দুটো হাত গজাবে !

মিঃ মুখার্জী বললেন, আপনি একটু আস্তে কথা বলুন সোমনাথ অসুস্থ।

তুমি কে ?

আমি,

হ্যা তুমি, তুমি কি ডাক্তার ?

আজ্ঞে না,

ওকে এখানে আনল কে ?

আমি,

কেন, আমার বাড়ী নেই !

আজ্ঞে তখন সময় ছিল না,

না ভেবেছিলে মরে টরে গেলে একেবারে খবর দেবে।

মিঃ মুখার্জি ভাবলেন, নিজের মা ত বটে, ছেলের মরনের কথা কেমন অবলীলায় বলে গেলেন, মুখে বললেন, আজ্ঞে সেকি কথা চৈতালী ঢুকলো। মা তার দিকে ফিরে বললেন, তুমি আবার কে ?

আমি সোমার সঙ্গে এক কলেজে পড়ি।

শুকেযে তোমরা মেরে ফেলবার জন্য নিয়ে গিয়েছিলে তার কৈফিয়ৎ কি ?

সোমনাথ এতক্ষণ চুপ করেই ছিল আর পারল না, ডাকল মা।

তুই চুপ কর।

আপনি না যেতে দিলেই পারতেন; চৈতালী বলে উঠল।

কি করব বল, হাজার ছেলে সবাই বলল,

তা হলে আর আমাদের দোষ দিচ্ছেন কেন ?

মিঃ মুখার্জি বলে উঠলেন, চিতা কি হচ্ছে ?

কি হবে, ওঁর ছেলের অসুখের জন্য আমরা বিন্দুমাত্র দায়ী নই, তুমি অজ্ঞান অবস্থায় তুলে এনে চিকিৎসা করাছ, আর উনি আমাদের যা নয় তাই বলছেন।

ডাক্তারবাবু ঘরের মধ্যে এসেই বললেন, একি ঘরের মধ্যে এত লোক কেন, সব বাইরে যান।

আমি সোমনাথের মা।

মাই হোন আর যেই হোন, রুগীর ঘরে বেশী লোক থাকা ঠিক নয়। আপনারা বাইরে যান।

তুমি কে ?

আমি যেই হই। বাইরে যান দয়া করে।

আমি যাব না।

আজ্ঞে আপনাকেও যেতে হবে।

তোমার কথায় ?

হ্যা, যান, বাইরে যান।

চোখে আচল চাপা দিয়ে মিসেস চ্যাটার্জি বাইরে এলেন, তার পিছু পিছু আর সকলে। মিঃ মুখার্জি বলতে বলতে এলেন,

আপনি কিছু ভাববেন না, উনি খুব বড় ডাক্তার। বিলেত ফেরৎ।

মিসেস চ্যাটার্জ্জি ফিরে দাঁড়ালেন বললেন; বিলেত দেখাচ্ছ, কটা বিলেত ফেরৎকে চেন ?

আজ্ঞে।

আমার বাবা বিলেত ফেরৎ, স্বামী বিলেত ফেরৎ, ভাইয়েরা আমেরিকা জার্ম্মান ফেরৎ। কটা চাই ? তার পর হটাৎ থেমে গিয়ে আবার বললেন, আমি সোমকে নিয়ে যাব।

চৈতালী বলল। জ্বর না ছাড়লে যাওয়া হবে না।

তুমি কে ? ও তুমি।

হ্যা আমি, চৈতালী

কি আলি ?

চীৎকার করে এবার বলল চৈতালী, চৈতালী, শুনতে পেয়েছেন ? বেশ জোর গলায় মিসেস চ্যাটার্জি বললেন, না পাইনি আমার ছেলেকে আমি নিয়ে যাব।

দিননাথ বাবু এতক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিলেন, এবার বললেন।

মা, এরা খুব ভাল, সোমকে এখন ডাক্তার নড়াতে দেবে না।

একটু সুস্থ হলেই নিয়ে যাব, চল আমরা এখন যাই।

যাবার আগে কটমট করে একবার চেয়ে গেলেন মিসেস চ্যাটার্জি চৈতালীর দিকে।

এরপর কয়েকদিন সোমনাথের কলেজের বন্ধুরা মিঃ মুখার্জির বাড়ী যেয়ে খবরাখবর করেছে। বাইরের ছেলেরা দেশে ফিরে যাবার আগে দেখা করে গিয়েছে। তিনদিন পর সোমনাথ নিজের বাড়ী ফিরে এসেছে। এ বাড়ী অবশ্য সোমনাথের মায়ের। সোমনাথের বাবা মারা যাবার সময় তার দাদা মশাই জীবিত ছিলেন। কিছু নগদ টাকা আর এই বাড়ীখানা তিনি মেয়েকে দিয়েছিলেন, সোমনাথের দাদা অবশ্য চাকুরীস্থানেই থাকেন। এই বাড়ীতে সোমনাথ মায়ের সঙ্গে থাকে। দাদার বাসাতেও ওর বেশ কিছু সময় কেটে যায় যখন যায় সেখানে। বাড়ীতে সিভিলিয়ানের স্ত্রী মায়ের কাছে শুধু গঞ্জনা আর লাঞ্ছনা ছাড়া অন্য কিছু বড় একটা ত পায় না।

সোমনাথকে মিঃ মুখার্জি নিজে পৌঁছে দিয়ে গেছেন। সোমনাথের মায়ের কাছে তিনি চৈতালীর হয়ে ক্ষমা চেয়েছেন। কিন্তু মিসেস চ্যাটার্জি যে সন্তুষ্ট হন নি তা তাঁর হাব ভাবে বোঝা গিয়েছিল।

নিজের বাপ ছিলেন জজ, স্বামী সিভিলিয়ান, নিজে স্বাধীন ভাবে এতদিন চলে এসেছেন. ছেলে যে থিয়েটার করে, সিনেমায় নামবার জন্য ঘোরাঘুরী করছে তাতে তাঁর আপত্তি নেই। সিনেমায় হিরোর মা হতে পারলে আজকাল সমাজে মর্যাদা বাড়ে। যা দিন কাল। বড় ছেলেকে নিয়ে খুসী হতে পারেন নি। সে ওই

ছোট রেলের বড় বাবু হয়েই জীবন কাটিয়ে দিল। তার বেশী কোন উচ্চ আকাংখাও নেই। এখন ওই সোমনাথই যা ভরসা।

আজ কমলেশ বাবুর বাড়ী সকলের আসবার কথা। ডাইরেকটরদের বছরে ত্ব'তিন খানা বই করতে পারলেই চলে যায়। কিন্তু টেকনিসিয়ানদের বেশী দিন বসে থাকলে চলে না। সেই জন্যে, তাদের রুজি রোজগারের জন্য ষ্টুডিয়ো ভাড়া দিতে হয়। এদের ইউনিটের সকলে জানতে পেরেছে, সোমনাথ নামক এক নতুন নায়কের বিরোধিতায় তাদের এবারকার নাটক 'মানস কমল' এর কাজ পিছিয়ে গেছে। কয়েকদিন ধরে ওরা কমলেশ বাবুকে বলছে যা হয় কিছু স্থরু করতে কারণ তারা খেটে খাওয়া মানুষ। রুজি রোজগার তাদের প্রায় বন্ধ হতে বসেছে।

মিঃ মুখার্জির অবশ্য সখের ডাইরেকটরী। বাপের অগাধ সম্পত্তি। খাবার লোক নেই। তিনি আর ঐ একমাত্র বোন চৈতালী। ছোটবেলাতেই বাবা মা একদিনের আড়াআড়ী মারা যান। ওদের সম্পত্তি দেখাশুনা করতেন যে উকিল ভদ্রলোক, তিনিই অভিভাবক হয়ে মিঃ মুখার্জি সাবালক হওয়া পর্য্যন্ত রক্ষনাবেক্ষণ করেছেন। তারপর মিঃ মুখার্জি সব বুঝে নিয়েছেন। কমলেশ বাবুর সঙ্গে আলাপ ছিল। তিনিই ওকে এনেছেন সিনেমা লাইনে। ত্ব'বছরের ছোট মেয়ে চৈতালীকে রেখে মা বাবা গত হয়েছিলেন। তাকে মানুষ করতেই মিঃ মুখার্জির আর সংসার করা হলো না।

তাই বলে তিনি যে ব্রহ্মচারী হয়ে আছেন তাও নয়। এ লাইনে কেউই থাকে না।

চম্পা দেবীই প্রথমে কথা বললেন, আপনারা কি এই বইটাই করবেন স্থির করেছেন ?

কেন, তোমার কিছু বলবার আছে নাকি!

না, তবে আমি নায়িকায় পার্ট করতে চাই না।

কেন, কেন ? অমৃতে অরুচি ত ভাল কথা নয় ।

সে জন্য নয়। নায়িকার রোলের পরিশ্রম আর করতে পারছি না।

তাছাড়া করবীকে চান্স দিতে চাই।

তোমার মেয়ে করবী ! সে এখন কি করছে ?

কলেজে পড়ছিল, ছাড়িয়ে নিয়েছি।

ছাড়ল কেন ?

ছেলেরা ভীষণ পিছনে লাগে।

তাহলে ত মিটেই গেল। সোমনাথের আর আপত্তি হবে না। শেষ রায় দিলেন মিঃ মুখার্জী।

চম্পা জিজ্ঞাসা করল, সোমনাথ !

আমাদের নতুন হিরো।

তাঁর আপত্তি ছিল নাকি ?

সে রকম কিছু নয়।

মিঃ মুখার্জি চাপা দিলেন আলোচনাটা, কারণ চম্পার সম্বন্ধেই সোমনাথ আপত্তি করেছিল।

কমলেশ বাবু বললেন, করবী পারবে ত !

দেখুন আপনারা।

তাহলে বিকেলে তাকে মুখার্জির কাছে নিয়ে এস।

এরপর আর কোন বিরোধ দেখা দেয় নি। কিন্তু সিনেমার কাজে বিরোধ দেখা না দিলেও করবীর মনে দেখা দিল দ্বন্দ্ব। করবী যে পরিবেশে মানুষ, সেখানে কোন মেয়েই সুস্থ, সবল স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারে না। তার মা নামকরা অভিনেত্রী। অভিনেত্রীর সম্মান অবশ্য চম্পার আছে। কিন্তু সাংসারিক জীবন তার শূন্য। করবীর বাপের নাম কেউ বলতে পারবে না। যে নাম স্কুলে কলেজে দেওয়া হয়েছিল পরবর্তীকালে করবী জানতে

পেয়েছে সে নাম ঠিক নয়। মাকে জিজ্ঞাসা করে সঠিক উত্তর পায় নি। তাই তার নিভৃত মনের একান্ত কামনা ঘর বাঁধবার। সুটিংএর মাধ্যমে পেল সে সোমনাথের সাহচর্য্য। গুরুর আসনে বসিয়ে মনে মনে যেন সে সোমনাথের পূজা সুরু করে দিল। বাইরে কেহই তা জানল না। স্বাতীর ভূমিকা সে এত ভাল করল যে একমাত্র তার অভিনয়ের জোরেই বই হিট করল। সোমনাথ হয়ে গেল রাতারাতি নায়ক। এরপর ওদের দুজনকে জুটি করে বহু অফার আসতে লাগল। কিন্তু সোমনাথ বলল,—

জান করবী আমার ইচ্ছা কি ?

বলুন

অভিনয় যে আমি করতে পারি তা নিশ্চয় তুমি স্বীকার করবো।

নিশ্চয় করব।

কিন্তু আমি চাই এই লাইনের সব কিছু জানতে। প্রধান ডাইরেকটরী থেকে নিম্নতম সিফটার পর্য্যন্ত। সকলের কি কাজ আমাকে জানতে হবে।

তাহলে কিন্তু অভিনয় করা হবে না।

তাই ত আমি চাই। অভিনয় আমি করব না!

ছেড়ে দেবেন !

না এখন নয়, কিছু টাকা দরকার। সেই পর্যন্ত।

তারপর।

তারপর ছবি তুলব। সেই ছবি নিয়ে ঘুরব দেশ দেশান্তরে। সমগ্র পৃথিবীর লোক আমাকে চিনবে জানবে। আমার ছবির মধ্য দিয়ে।

খুব ভাল হবে।

তুমি বলছ ! দেখ একই মানুষের সংগে বিভিন্নরূপে অভিনয় করতে আমার যেন কেমন লাগে।

কি রকম।

এই আজ তোমার সংগে নায়িকার পার্টে, কাল বোনের রোলে। পরশু মায়ের, তারপর দিন বন্ধুর। কিরকম লাগে না।

কিন্তু তা না হলেত অর্থ আসবে না।

সেইটাই ঠিক কথা। অর্থ আসবে না। না হয় নাই আসবে। একটা লোকের খেতে পরতে আর কতই বা লাগবে।

তা হলে ত কোন কথাই নেই।

পয়সাও আসবে। আমরা যদি রুচি সম্মত, ভাল বই উপহার দিতে পারি।

এরপর কিছু সময় চুপ করে থেকে সোমনাথ আবার বলল, শুনেছি তুমি কলেজে পড়তে। ছাড়লে কেন ?

কোন কথা না বলে করবী স্থির হয়ে বসে রইল। কিছুক্ষণ পরে তার চোখ দিয়ে দু ফোটা জল পড়ল।

সোমনাথ বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল ; তুমি কাঁদছ করবী ?

আমিত.........

না না, আপনার কোন দোষ নেই। সব দোষ আমার, মুখে আচল চাপা দিয়ে করবী ছুটে চলে গেল বাইরে। হতভম্বের মত বসে রইল সোমনাথ তার চলার পথের দিকে চেয়ে। ভাবতে চেষ্টা করল,

সে কি এমন কিছু বলেছে যাতে করবী ব্যাথা পেতে পারে। সাধারণ আলোচনা ছাড়া করবীর পড়াশুনার কথা তুলেছিল। কিন্তু সেই আলোচনার মধ্যে এমন কি থাকতে পারে যাতে করবীর চোখ দিয়ে জল পড়ল !

উঠে পড়ল সোমনাথ। ষ্টুডিয়োর মধ্যে তার নিজস্ব ঘরে

এতক্ষণ করবীর সাথে কথা বলছিল।

মিঃ মুখার্জ্জির ঘরে এসে দেখল তিনি নিবিষ্ট মনে একটা ম্যানুস্ক্রিপটের পাতা ওলটাচ্ছেন।

এস বস,. বলে মিঃ মুখার্জ্জি মুখ তুলে চাইলে সোমনাথ বলল, কোন বই ঠিক করলেন নাকি!

হ্যা, এই বইটা তুলব ভাবছি, 'গাঁ-ঘর'। পল্লীবাংলার সুন্দর একটা ছবি তুলে ধরবার চেষ্টা করেছেন এখানে লেখক।

আমিও পড়েছি বইটা বেশ ভাল বই, আচ্ছা দাদা.........

সুটিংএর অবসরে, কবে, কখন যে সোমনাথ মিঃ মুখার্জ্জিকে দাদা বলতে সুরু করেছে, তা অবশ্য দুজনের কেউই খেয়াল করে নি। ওর দাদা ডাক মিঃ মুখার্জ্জির খারাপ লাগে না, হয়ত, চৈতালী ছাড়া অপর কেউ দাদা বলে ডাকে না বলে, আবার সাহেবীধরণে 'মিঃ মুখার্জ্জি' সম্বোধনে অভ্যস্ত মিঃ মুখার্জ্জির কাছে দাদা ডাক এক মধুর চেতনার সূচনা করেছিল বলে। তাছাড়া উগ্র সাহেবীআনার মধ্যে যে বাঙ্গালীত্বটুকু অবশিষ্ট রয়েছে তাতেই বোধহয় সোমনাথের দাদা ডাক ভাল লেগেছিল। সোমনাথের কথায় মিঃ মুখার্জ্জি মুখ তুললেন।

করবী, একটু আগে কাঁদছিল।

কেন, কেন? সোজা হয়ে বসলেন মিঃ মুখার্জ্জি।

ঠিক বুঝতে পারলুম না।

তুমি কিছু বলনি ত।

ওকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম পড়াশুনা ছাড়লে কেন?

দেখ সোমনাথ, তোমার এই inquisitiveness গুলো ছাড় পরের কথায় তোমার অত দরকার কি বাপু।

না, এমনিই, আপনি কিছু জানেন?

জানি বাবা সব জানি।

আমায় বলুন।

কেন হে, প্রেমে টেমে পড়লে নাকি !

দাদা, সোমনাথের এবারকার দাদা ডাকের মধ্যে এমন একটা কাতর সুর ধ্বনীত হল যে মিঃ মুখার্জ্জি তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন। বলছি বাবা বলছি। ওর মাকে ত চেন

হ্যা চম্পা দেবী।

বাবা কে জান ?

সোমনাথ চেয়ে রইল মিঃ মুখার্জ্জির মুখের দিকে, মিঃ মুখার্জ্জি বললেন, আমি জানিনে, কেউই জানে না। ওর মাও হয়ত জানে না।

কিন্তু,.........

হ্যা ভাই, কলেজে মেয়েরা ঠাট্টা করত। বাপের নাম জিজ্ঞাসা করত। তাই কলেজ ছেড়ে দিয়েছে।

কিন্তু ও কাঁদলে কেন ?

নাঃ এবার তুমি আমাকে অবাক করলে। আরে বাবা, যে মেয়ের জন্মের ঠিক নেই। অথচ কিছু লেখাপড়া শিখেছে, সাধারণ অনুভূতি তার নিশ্চয় একটু প্রখর। বাপের কথা উঠলে দুঃখ হওয়া তার স্বাভাবিক। সোমনাথ উঠে এসে মুখার্জ্জিকে প্রণাম করল।

কি হল আবার।

না, আপনি ঠিকই বলেছেন, করবীর কাছে আমার ক্ষমা চাওয়া উচিত।

দেখ সোমনাথ, তুমি একটু কম ভাল হবার চেষ্টা কর।

একথা কেন বোলছেন ?

এখন যদি তুমি আবার তাকে এসব কথা মনে করিয়ে দাও তা হলে আবার সে কাঁদতে পারে ত।

সোমনাথ একটা চেয়ারে বসে পড়ল। মিঃ মুখার্জ্জি বলতে

লাগলেম, তাই বলছি, ও সব ছাড়, জীবনের চলার পথে ও রকম কত দেখাবে। এখন একটু স্থির হয়ে বস। স্ক্রীপটা ঠিক করি দুজনে।

টেলিফোন বেজে উঠল। রিসিভার তুলে দুবার আচ্ছা আচ্ছা বলে রিসিভারটা রেখে দিয়ে মিঃ মুখার্জি বললেন,

হয়ে গেল।

কি হল ?

চৈতার তলব হয়েছে। বাড়ী যেতে হবে।

সোমনাথ কিছু বলছে না দেখে আবার বললেন,

কিহে তুমি যে কিছু বলছ না।

আজ্ঞে আপনি যে বললেন, বেশী inquisitive না হতে। হোঃ হোঃ করে হেসে উঠে মিঃ মুখার্জি বললেন,

ঠিক জবাব ! Tit for Tat। তবে চৈতাকে একটু ভাল করে চিনলে আর ওকথা বলতে না।

কি রকম ?

ও যদি একবার বুঝতে পারে, কেউ তাকে হেয় করছে তাহলে সহজে ছাড়বে না।

আমার কাছে কিন্তু উনি হেরেছেন একবার।

জানি, তারপর থেকে মেয়েটা যেন একটু রিসার্ভ হয়েছে।

কিন্তু কলেজে উনি খুব Jolly.

তোমার ত ও কলেজ শেষ হয়েছে। তারপর একটু হেসে আবার বললেন, চল, তুমি ত এখন বাড়ী যাবে ? সোমনাথকে তুলে নিয়ে গাড়ীতে ষ্টার্ট দিলেন মিঃ মুখার্জি।

সোমনাথের মা বাড়ীতে পার্টি দিচ্ছেন। সোমনাথের বি, এ, পাশ করবার জন্য যত না, ছেলের সিনেমায় হিরো হওয়াটাই উনি বড় করে দেখছেন। পাশের খবর এ বছর বেরুতে

দেরী হয়েছে। বেশ দেরী। কয়েকটি কলেজে পরীক্ষা ভণ্ডুল হয়েছিল। নানা রকম অভিযোগে সমস্ত পরীক্ষাই প্রায় বাতিল হতে বসেছিল। শেষ পর্য্যন্ত অবশ্য একটা মিটমাট হয়েছে। ছেলের সিনেমার নায়ক হওয়াকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করে মিসেস চ্যাটার্জি একট বড় দাও মারতে চান।

সহরের গণ্যমান্য অনেকেই নিমন্ত্রিত। সোমনাথের কিছু বন্ধু, সিনেমার কয়েকজন চেনা জানাও আছেন নিমন্ত্রিতের দলে। মিঃ মুখার্জি, কমলেশ বাবু, চৈতালী আছে আর আছে করবী, বিশেষ ভাবে নিমন্ত্রিত হয়ে আর একজন আছেন তার মেয়েকে নিয়ে। বাপের একমাত্র মেয়ে। প্রচুর সম্পত্তির মালিক ভদ্রলোক তাই ওর মেয়েকে গাঁথতে চান সোমনাথের জন্য মিসেস চ্যাটার্জি।

করবী ওর কথায় দুঃখ পেয়ে চলে গিয়েছিল সেদিন। তারপর আর সোমাথের সঙ্গে দেখা হয় নি।

প্রচুর আয়োজন। হুইস্কি, বিয়ার, রামের ঢালাও ব্যবস্থা। মিসেস চ্যাটার্জি সোমনাথের সঙ্গে সকলের পরিচয় করিয়ে দিলেন। সোমনাথ বেশ কিছুদিন দাদার কাছে ছিল। মিসেস চ্যাটার্জির বিশ্বাস সভ্যতা ভব্যতা, বিশেষ কিছুই জানে না সে। একক, জোড়ায়, দলবেঁধে মেয়েরা সোমনাথকে অভিনন্দন জানাচ্ছে। চৈতালী একা ঘুরে ঘুরে দেখছে সব কিছু। মিসেস চ্যাটার্জি মুখে কিছু না বললেও চৈতালীর ওপর চটে আছেন। সোমনাথের অসুখের সময় সে তার মুখের ওপর তর্ক করেছিল। একমাত্র করবী একলা একটি টেবিলের সামনে বসে রয়েছে; সোমনাথ দেখতে পেয়ে দুজন কলেজের বন্ধুকে নিয়ে তার কাছে গিয়ে বসল। তারপর পরিচয় করিয়ে দিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে করবীকে গল্প করতে বলে উঠে গেল।

পার্টির কাজ প্রায় শেষ হয়েছে। নিমন্ত্রিতের অনেকেই চলে গেছেন। মিসেস চ্যাটার্জি সোমনাথকে ডাকলেন।

হ্যারে ঐ মেয়েটা কে ?

ঐ ত আমার বইএর হিরোইন।

ওকে নিমন্ত্রণ করতে তোকে কে বলেছিল ?

কেন, কি দোষ করল ও।

ওর কোন বংশ পরিচয় আছে !

নাই থাকল, ও নিজেই ওর পরিচয়।

তাই বলে সামাজিক নিমন্ত্রণে ওকে বলা তোর উচিত হয় নি।

করবী যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে ঘরের দিকে আসছিল সোমনাথকে বিদায় জানাতে। বাইরে থেকে মায়ের প্রত্যেকটি কথা সে শুনেছে।

পর্দ্দা সরিয়ে সোমনাথ দেখল করবী দ্রুত চলে যাচ্ছে। সে 'করবী করবী' বলে ডাকতে ডাকতে ছুটল ; কিন্তু ধরতে পারল না। একটা চলন্ত ট্যাক্সীকে দাঁড় করিয়ে করবী তাতে চড়ে বসল। চলন্ত ট্যাক্সীর দিকে কিছু সময় চেয়ে থেকে সোমনাথ ফিরে এল মায়ের কাছে।

সেদিন ষ্টুডিয়োতে তার ঘরে করবীর দুঃখের কিছুটা উপসম করতে চেয়েছিল সোমনাথ। কিন্তু ফল হল বিপরীত। মায়ের কথা নিশ্চয় করবী শুনেছে ; কি আর করবে সোমনাথ ! ওই ওর ভাগ্যলিপী। জন্মক্ষনে যে অভিসাপ নিয়ে পৃথিবীতে এসেছে, তা থেকে করবীর আর নিস্তার নেই।

সোমনাথ, মায়ের গলা।

ফিরে দাঁড়াল সোমনাথ ! এই দম্ভ ! নিমন্ত্রিত অতিথিকে অপমান করার দুঃসাহস দেখে সে স্তম্ভিত হয়ে গেল। এরজন্য মায়ের কিছুমাত্র অনুশোচনা নেই।

ওকে কি ফেরাতে গিয়েছিলি।

তাই। কিন্তু পারলুম না। এ তুমি কি করলে মা!

ঠিকই করেছি। ও যেন আর তোর জীবনে না আসে।

ও না এলে তোমার ছেলের যে নায়ক সাজা হবে না মা।

কেন হবে না। আরও কত মেয়ে আছে।

হবে না, হবে না। এখন সকলে ওকেই চাইছে। স্বাতীর রোল দেখবার পর আর সব নায়িকারা মুছে গেছে। একটা বইএর পর ওর দাম কত জান মা, চার লাখ টাকা।

কি বলতে চাস তুই।

বলতে চাই তুমি মা হয়ে তোমারই ছেলের নিমন্ত্রিত এক মেয়েকে এমন করে ব্যাথা দিলে। এ আমি ভাবতে পারছি নে।

না পারিস চলে যা আমার সামনে থেকে। এত বড় বংশের নাম ডোবাস নে।

তুমিও ত চেয়েছিলে আমার সিনেমার কাজ।

তখন বুঝতে পারিনি যে অভিনয় করতে হবে কতকগুলো ছোট লোক ইতর বেশ্যার সঙ্গে।

'মা', এই ডাকে বুঝি ক্রোধ ঘৃণা দ্বেষ প্রভৃতি সবগুলি কু-অনুভূতির প্রকাশ হয়ে গেল। সোমনাথ ছুটে বাইরে চলে এল।

মিঃ মুখার্জি এসে ঢুকলেন ঘরে। মিসেস চ্যাটার্জি অগ্নি দৃষ্টিতে তাঁর দিকে চেয়ে বললেন।

তুমি!

হ্যা আমি। আচ্ছা, আপনার পার্টির উদ্দেশ্য ত কিছু জানতে পারলুম না।

উদ্দেশ্য আবার কি। সব চেনা জানা একটু একজায়গায় মিলিত হওয়া।

উহু হু। আমি জানি আপনার উদ্দেশ্য।

কি জানো ?

নিমন্ত্রণ করে এনে অপমান করা।

কি বলছ তুমি।

'ঠিকই বলছি। এত বড় একটা ব্যাপারে সব কিছু আর আপনি একা করতে পারেন না। করা সম্ভব নয়। কিন্তু যাঁরা এসেছিলেন সবাই আপনার নিমন্ত্রিত। যদি কিছু অঘটন ঘটে থাকে তার বিচার পরে করলেও চল্‌ত।

কি বলতে চাও তুমি।

বলতে কিছুই চাইনে। আপনি আমার গুরুজন। অপরকে ছোট করতে গেলে নিজে ছোট হতে হয় একথা বুঝতে পারেন না। না পারছিনে।

পারবেন, পারবেন, ঐ করবীই হয়ত একদিন বুঝিয়ে দেবে।

চলে এলেন মিঃ মুখার্জি ঘর ছেড়ে বাইরে।

ক্রোধে দিশাহারা হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন মিসেস চ্যাটার্জি। এতবড় দুঃসাহস ! আমার বাড়ীতে দাঁড়িয়ে আমাকে অপমান করে যায় ! কিন্তু মান অপমানের জ্ঞান এসব লোকের খুব কমই থাকে। না হলে চাকলাদার সাহেবের মেয়ের সঙ্গে সোমনাথের বিবাহের কথা চিন্তা করতেন না। পুরোপুরি সোসাইটি গার্লের চিন্তাধারায় যে মেয়ে মানুষ তাকে নিশ্চয় সোমনাথ নিজের জীবন সঙ্গীনী করবে না। চাকলাদারের অর্থের লোভই তাঁকে এই কাজে অনুপ্রাণীত করেছিল। ইদানিং যে অর্থনৈতিক দুরবস্থা চলছে দেশের অভ্যন্তরে তাতে মাঝে মাঝে বেশ অসুবিধা অনুভব

করছিলেন মিসেস চ্যাটার্জি। কিন্তু এসব কাজের গতি হবে শনৈ শনৈ। রাগ দ্বেষের বাহ্যিক প্রকাশ দেখালে সব ভেস্তে যায়। আর তাই বোধহয় গেল।

কমলেশ বাবুকে বলে তাঁকে দিয়ে পাইক পাড়ায় সোমনাথ দুটো ফ্লাট ঠিক করল। একটা তার। অপরটায় থাকবে করবী। করবীকে সোমনাথ নতুন করে গড়বে। মুছে ফেলে দেবে ওর অতীত। ওর বর্তমান নিয়ে লোকে কাড়াকাড়ি করবে। পাঁচটা বছর ও করবীকে তপস্যা সুরু করাবে। ফ্লাট দুটো নিজের মনের মত করে সাজিয়ে করবীর খোজ করল।

কমলেশ বাবুর কাছে করবীর মা এসেছিল করবীর পাওনা কিছু টাকা যদি পাওয়া যায় এই আশায়। করবী এ কদিন ষ্টুডিয়োতে আসছে না। সোমনাথ বলল, টাকাটা নিতে হলে করবীকে সই করতে হবে। তাকে নিয়ে আস্থন।

সে আসবে না।

কমলেশ বাবু বললেন, কেন, কি হল আবার।

ও আর সিনেমা থিয়েটার করবে না।

বলকি!

হ্যা আমি অনেক বুঝিয়েছি ও রাজি নয়?

সোমনাথ বলল, ঠিক আছে না করে নাই করবে। টাকা আমাদের রেডি আছে। আপনি ওকে এনে, নিয়ে যান। করবীর সইটা দরকার। জানেন ত আজকাল ইনকাম ট্যাক্সের কি ঝামেলা।

দেখি। বলে চম্পা দেবী চলে গেলেন।

কিহে করবীকে ত ডেকে পাঠালে, টাকা কোথায়!

তা বললে ত হবে না কমল দা, ওর পাওনা টাকা।

এই সপ্তাহে সেলের টাকা পেলেই দিয়ে দেব।

আচ্ছা আসুক ত আগে।

কি ব্যাপার বলত। ওর জন্যে ঘর ঠিক করলে। অথচ বুঝতে পারছি সে কিছু জানে না ?

সব বলব কমলদা, আগে করবীকে আসতে দিন।

বেশ।

ওরা এলে করবীকে আমার ঘরে পাঠিয়ে দেবেন। বলে চলে এল নিজের ঘরে।

প্রায় আধ ঘণ্টা পরে করবী এসে ঢুকল সোমনাথের ঘরে। অতি সাধারণ বেশ বাস। রুক্ষ এলো চুল। মুখ চোখের অবস্থাও ভাল নয়। কিছুক্ষণ আগে বোধহয় কেঁদেছিল। সেই সময় তাকে দেখলে কেউই বলতে পারবে না যে সে এক-হিট ছবির নায়িকা।

এই যে করবী এস, বস। বলেই বাইরে চলে এল সোমনাথ। চম্পা দেবীকে কি কথা বলল সেই জানে। তিনি চলে গেলেন। সোমনাথ নিজের ঘরে ফিরে এল।

জান করবী, আমি একটা প্রতিজ্ঞা করেছি। সোমনাথ এমন একটা সুরে কথা সুরু করল যার ভিতর দিয়ে একটা দৃঢ় ব্যক্তিত্ব আত্মপ্রত্যয় এবং স্বাতন্ত্র প্রকাশ পাচ্ছে। এমন সুর করবী আগে কখন শোনেনি। সে মুখ তুলে চাইল।

আমায় ambition এর কথা তোমাকে বলেছি। তার সঙ্গে আর একটু যোগ করতে হবে।

করবী চেয়ে আছে। আজ যেন নতুন করে বহুবার দেখা একজন মানুষকে দেখছে। যাকে সে গুরুর আসনে বসিয়েছিল। করবী যেন ভুলে যাচ্ছে নিজের প্রতিজ্ঞার কথা। সোমনাথের এমন উসকো খুসকো চুল, কয়েকটা কপালের ওপর এসে পড়েছে। জামার বোতাম লাগান নেই। বুকের প্রায় সবটাই

দেখা যাচ্ছে। সোমনাথ আবার বলল, তোমার মা বললেন, তুমি নাকি আর সিনেমা করবে না।

না।

কিন্তু কিছু একটা করবে ত। মানুষ হয়ে জন্ম নিয়েছ। মানুষের মত কিছু একটা করতে হবে।

কি করব।

আবার যেন করবী ভুলে যাচ্ছে নিজেকে। সে স্থির করেছিল, যে কটা টাকা আছে তাই নিয়ে মাকে নিয়ে চলে যাবে লোকালয়ের বাইরে দূর কোন দেশে। যেখানে কেউ চিনবে না তাদের। জানতে চাইবে না তাদের পরিচয়। সেই দেশের লোক হয়ে তাদের সঙ্গে বাকী জীবনটা কাটিয়ে দেবে। কিন্তু সোমনাথের দিকে চেয়ে তার কথা শুনে নিজের সেই সংকল্পের কথা ভুলে যাচ্ছে।

সোমনাথ বলল, গুড, ভেরী গুড, এই আমি চেয়ে ছিলুম।

চল টাকা নেবে।

টাকা !

হাঁ টাকা। আর একটা কথা করবী, নিজেকে কখনও ছোট মনে করবে না। এই আমার অনুরোধ। তুমি একটু বস আমি আসছি তোমার চেকটা নিয়ে।

সোমনাথ তাকে নিয়ে কি করবে করবী বুঝতে পারছে না। সোমনাথের কোন কথায় সে না বলতে পারল না। সোমনাথকে সে না বলতে পারে না। তার অভিনেত্রী জীবনের সাফল্য—সবটাই নির্ভরশীল ছিল সোমনাথের শিক্ষা। কখনও রাগ দেখিয়েছে, কখন তারিফ করে পিঠ চাপড়েছে। ভেবেছিল এই ভাবেই হয়ত জীবনটা কেটে যাবে। কিন্তু সোমনাথের মায়ের কথায় জীবনের উপর যে বিতৃষ্ণা এসেছিল, সোমনাথের কথায় আবার তা যেন

দূরে সরে যাচ্ছে। আর কি করবে করবী, কি করতে পারে সে! এখন পুরোপুরি নিজেকে ছেড়ে দেবে। তারপর তার ভবিতব্য। ঘর বাধবার আসা হয়ত, স্বপ্নই থেকে যাবে। বিবাহিত জীবন আর সে কামনা করে না। জন্মক্ষণের কলংক পসরা মাথায় নিয়ে সে আবার কোন ভদ্রঘর ভাঙ্গতে যাবে!

চেকটা নিয়ে এসে করবীর হাতে দিয়ে বলল, চল।

কোথায়?

আমি যেখানে নিয়ে যাব।

কোন চিন্তা নয়। আমি তোমার সমস্ত অতীত ধুয়ে মুছে সাফ করে দেব। এই প্রতিজ্ঞা করেই বাড়ী থেকে বেরিয়েছিলুম, আমাকে তুমি নিরাশ কোরোনা করবী।

আবার সেই কণ্ঠস্বর! করবী না বলতে পারল না। সোমনাথের ফ্লাটে যেয়ে উঠল সোমনাথের হাত ধরে।

তারপর তিন বছর চলে গিয়েছে। ওরা নিজেদের জুটিতে তিন খানা বাংলা আর একখানা হিন্দি বই করেছে এই সময় টুকুর মধ্যে। করবী বি, এ, পাশ করে এম, এ, দেবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। দু বছর ওকে পড়িয়েছেন তিনজন প্রফেসার। ইংরাজি শেখাতেন একজন ইংরেজ মহিলা। প্রসাধন করাতেন একজন জাপানী মহিলা।

স্যুটিং ছাড়া করবীকে বাইরে বড় একটা দেখা যেত না। যদিও বেরুত এমন বেশভূষা পরচুল, পেইণ্ট করে বেরুত যে লোকে চিনতে পারত না।

পাঁচখানা ছবী ওদের। প্রত্যেকটি হিট পিকচার। বিদেশী সম্মান ও পুরস্কার করবী পেয়েছে। নিজেকে প্রচ্ছন্ন রেখে করবীকে এগিয়ে দিয়েছে সোমনাথ।

এতদিন পর মিঃ মুখার্জি আর কমলেশ বাবু সোমনাথকে আটকেছেন। আজ তোমাকে বলতেই হবে।

কি ব্যাপার, একেবারে জোড় দাদার যুগপথ আক্রমণ।

করবীকে বাইরে পাওয়া যায় না কেন ?

বাইরে বেরুতেই চায় না।

বাসায়ও দেখা করে না।

দেখা করা বারণ করে দিয়েছিলুম।

আমাদেরও।

আপনাদের কথা পৃথক করে ভেবে দেখিনি কমল দা।

এখন ভেবে বল।

সোমনাথ নিজের বাড়ীয় পার্টির ঘটনা থেকে আরম্ভ করে নিজের প্রতিজ্ঞার কথা বর্ণনা করে বলল,

আর কিছু দিন সময় দিন কমলদা। তারপর আর ওকে আটকাব না। এই সময়টুকু ক্ষমা করুন আমাকে।

কমলেশ বাবু আর মিঃ মুখার্জি নিবিষ্ট মনে শুনলেন সোমনাথের কাহিনী। সোমনাথ থামতে মিঃ মুখার্জি হেসে উঠলেন

আমি তোমাকে Congratulate করছি সোম। তুমি অপূর্ব, অদ্ভুত।

কমলেশ বাবু বললেন, বিয়ে করে ফেলনা ওকে। পারনা করতে ?

পারি পারি, সব পারি কমলদা। কিন্তু করবী আমার বিয়ের কনে নয়।

করবী আমার...আমার . কি বলব ?

আমি বলব, পুরস্কার।

ঠিক বলেছেন মুখার্জিদা, আমার মেহনতের পুরস্কার। তার বেশী কিছু নয়।

কিন্তু করবীরও ত মন বলে কিছু একটা থাকতে পারে।

পারে না, পারবে না, থাকতে দেব না। ও শুধু জ্বলবে সন্ধ্যা তারার মত কেউ ধরতে পারবে না। ধরতে গেলেই মিলিয়ে যাবে।

তা যাক। শোন যা বলছি। 'গাঁ ঘরের' সুটিং আরম্ভ করছি।

কবে থেকে ?

বেশীর ভাগই আউটডোর সুটিং। কুমারডুবী যেতে হবে।

সে আবার কোথায় ?

লেখকের নিজের দেশ। থাকবার সব ব্যবস্থা তিনিই করবেন।

বেশ ভাল হবে। কোলকাতা আর ভাল লাগছে না।

কেন হে।

কেমন যেন এক ঘেয়ে লাগছে। তবু মুখ পাল্টান যাবে।

চারিদিক অন্ধকার। আজ বোধহয় অমাবস্যা, কিম্বা কৃষ্ণপক্ষ চলছে। চাঁদ উঠিতে দেরী হবে। রাস্তার আলোর রশ্মি এসে পড়ছে ওদের বাড়ীর ছাদের গায়,—দেয়ালে। চৈত্রের এই আঁধার রাতের দখিণা বাতাস যেন ঘুম পাড়িয়ে দিতে চাইছে। কিন্তু ঘুমও ঠিক হবে না। বহুদিন পর আজ চৈতালীর সাথে দেখা হয়েছিল। চৈতালী বটানীতে ডক্টরেট পেয়েছে। প্রফেসারী করছে কোন এক কলেজে। সোমনাথের সাথে দেখা হতে ঠাট্টা করে নেমক হারাম বলেছিল। বলেছিল,

কলেজের দিনগুলির কথা না হয় ছেড়েই দিলুম। দাদা যে অসুখের সময় অত করল ··তাকে থামিয়ে সোমনাথ বলেছিল. কিন্তু তোমার দাদার সঙ্গে আমার সব সময়ই দেখা হচ্ছে।

দাদা বলছিল তুমি ভীষণ Selfish হয়েছ। আমি বলছি নেমক হারাম।

জান চৈতালী। মানুষ এক এক সময় এমন একটা আবেগে পরিচালিত হয় যে তখন অন্য কিছু আর মনে থাকে না।

তোমার আজকাল কত নাম। সিনেমার হিরো।

এ আমি চাইনে চৈতালী, কি রকম ভাবে যে দিনগুলি চলে যাচ্ছে ভেবে অবাক হয়ে যাই এক এক সময়।

শুনেছি তোমার নাকি এক ড্রিম গার্ল আছে।

নিশ্চয় শুনবে, লুকোন ত কিছু নেই।

রাস্তায়, এরকম কথা বলা যায় না। চলনা কোথাও বসি।

রাস্তায় আমার বেরুন বিপদ আছে জানত।

তাহলে।

আমার বাসায় এস না একদিন।

যাব।

কবে আসবে।

যেদিন বলবে।

তোমার কলেজ নেই!

না এখন ছুটি আছে কিছুদিন।

তাহলে কালই এস।

কাল আসবে চৈতালী। কলেজ জীবনে বন্ধু ভাবেই কেটেছে। তারপর অসুখের সময় ওদের বাড়ীতে চৈতালীর ব্যাকুলতা সে লক্ষ্য করেছিল। তারপর মধ্যি মাঝে দেখা হলেও এই দু-তিন বছর আর দেখা হয় নি। বেশ আছে ওরা দুজনে।

দাদা আর বোন। এতখানি বয়স হল বিবাহ হল না চৈতালীর। নিজেদের কাজ নিয়েই দুজনে মত্ত হয়ে আছে।

সোমনাথ কি পারে না ওদের কিছু সাহায্য করতে। দাদাকে সংসারী করাতে। চৈতালীর বিবাহে সাহায্য করতে। কিন্তু বিবাহ,—সে খুব ঝঞ্ঝাটে ব্যাপার, ছেলেমেয়ে দেখা, কথা বার্ত্তা পাকা করা, আশীর্বাদ, গায়ে হলুদ, বিবাহ। ফুলশয্যে, না অত সময় কোথায় সোমনাথের, সময় থাকলে না হয় একবার চেষ্টা করে দেখত বেনারশীর সাজে সজ্জিত হয়ে ফোটা চন্দনে আলো করা মুখ খানায় সিঁদুর পরলে কেমন দেখায়। সিঁদুর কি করে পরায় দেখেছে সোমনাথ। একটা সোনার আংটিতে সিঁদুর মাখিয়ে কনের কপালের সিঁথির উপর দিয়ে টেনে নিয়ে গিয়ে পিছনে আংটিটা ফেলে দেওয়া হয়। একি! সোমনাথের হাতখানা যে তার অজ্ঞাত সারে কনের মাথায় সিঁদুর পরাতে উঠে আসছে! চৈতালীর সিঁথির সিঁদুর সেই পরাবে নাকি!

দুর ছাই।

কি হল দাদা ভাই!

মানুর মা গজ গজ করতে করতে কাছে এসে সোমনাথের মুখের ঐ দুটি কথা শুনে জিজ্ঞাসা করল। হাতে একটা বালিশ।

না কিছু হয় নি, তোমার কি হল?

কি হবে! বনমু, হাতে কাজ রয়েছে, দাদাকে বালিশটা তুমি দিয়ে এস আর না হয় চাকুকে দিয়ে পাঠাও। তা নয়।

অতবড় একটা লোককে তুমি হুকুম করলে!

এই নাও। অতবড় কোথায় গো! ঐটুকু বলে মেয়ে?

ওর কত টাকা জান।

আমার জেনে দরকার! তবে হ্যা মেয়ে আমার সোনার চাঁদ। মানুর ছেলে হবে, কিছু চেয়েছিলুম। তা একশো

টাকা পাঠিয়ে দিয়েছে।

এক শো!

না ত বলছি কি!

আর কিছু বলতে হবে না। একটু ফাঁক পেলেই হল অমনি সাতকাণ্ড রামায়ণ শুরু হল, করবী এসে বলল কথাগুলি।

মানুর মা চলে গেল নিচে আবার গজ গজ করতে করতে।

সোমনাথ বলল, বস করবী।

করবী, সোমনাথের সামনে বসল, সোমনাথ শুয়ে রয়েছে। এখন উপুড় হয়ে বালিশের উপর হাত ছুখানা রেখে বলল,

এই বইটার সুটিং শেষ হলেই সিনেমা লাইনে ইতি করব।

সিনেমায় ইতি করব বল না। বল, অভিনয়ে ইতি করবে।

ঠিক, ঠিক বলেছ করবী।

এরপর কি, ডাইরেকটরী।

আচ্ছা তোমার কি রকম লাগছে বলত?

কিসের?

এই অভিনয় করার।

দেখ আজ তোমাকে খুলেই বলব সব। প্রথম দিকে তুমি যা বলেছ, নির্বিচারে সেগুলো মেনে চলেছি।

এবং বেশ নিষ্ঠার সঙ্গেই করেছ।

তারপর পড়াশুনার মধ্য দিয়ে প্রফেসরদের সঙ্গে আলাপ আলোচনায় জাপানী মেয়েদের সঙ্গে মেলা মেশায় একটা জিনিষ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে আমার মনে।

বল, থামলে কেন।

আত্মস্বাতন্ত্র যদি না থাকে তাহলে যেন full satisfaction পাওয়া যায় না।

তুমি কি নিজে কিছু করবার কথা ভাবছ।

না, সেরকম কিছু ভাবছি না।

তবে।

ভাবছি প্রথম তোমার সঙ্গে দেখা হবার পর যে মন আমার ছিল তা যেন আর নেই।

কি ভেবেছিলে আমাকে ?

সামান্য কিছু সময় চুপ করে থেকে করবী বলল, তোমায় বোধহয় ভালবাসতে চেয়েছিলুম।

আরে বাস ! তাই নাকি ! সোমনাথ উঠে বসল।

হ্যাঁ, কিন্তু...

কিন্তু !

তোমাকে নিয়ে ঘর বাধতে চেয়েছিলুন।

কিন্তু আমাকে ত কিছু জানতে দাওনি।

না কারণ' দেখলুম তুমি একটা illusion এর পিছনে ছুটে চলেছ। আমায় নারী সত্বার কোন দাম নেই তোমার কাছে।

কি করে বুঝলে ?

থাক ওসব কথা। একটা কথা তোমাকে আজ জিজ্ঞাসা করব। সঠিক উত্তর দেবে ?

যদি না বলি।

বুঝব, আমাকে তুমি তোমার খেলার পুতুল করেই রাখতে চাও, তার বেশী কিছু নয়।

বেশ সত্যিই বলব।

আচ্ছা, আমাকে নিয়ে তুমি কি করতে চাও ?

ধন্যবাদ তোমাকে। ধন্যবাদ আমার ঈশ্বরকে। এই কথা তোমার মুখ দিয়ে শোনবার জন্য আমি অপেক্ষা করেছিলুম।

কি রকম ?

তোমার পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের বিকাশ আমি দেখতে চেয়েছিলুম।

বুঝতে পারলুম না।

আমি চেয়েছিলুম যে পরিচয় তোমাকে মানুষের সমাজ থেকে দূরে সরিয়ে রাখছে, মানুষ সেই পরিচয় ভুলে যাবে।

যে কোন পরিস্থিতির মোকাবিলা তুমি নিজেই করতে পারবে। কৈফিয়ৎ চাইবার যদি দরকার হয় তা চাইবে তুমি যে কোন অবস্থায়, যে কোন লোকের কাছে। কিন্তু ছোট তুমি আর হবে না।

না ছোট আমি আর হব না। যাকগে ওসব কথা। আমার প্রশ্নের উত্তর পেলুম না।

আগে আমার একটা কথার উত্তর দাও।

বল...

তুমি আমায় ভালবাস ?

এ প্রশ্ন যদি আগে করতে এককথায় উত্তর দিতুম, কিন্তু আজ মনে হচ্ছে।

কি মনে হচ্ছে ?

তুমি ধরা ছোঁয়ার বাইরে।

তোমার মনে কি ঘর বাঁধবার ইচ্ছা জেগেছে।

যদি বলি হ্যাঁ।

আমি সানন্দে সম্মতি দেব।

তোমার কি কিছু চাওয়া নেই আমার কাছে।

আমার সব পাওনা ত আমি পেয়েছি।

কি করে ?

আমি চেয়েছিলুম সমাজে তুমি মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে। শুধু রূপে নয়, সর্ব্ব বিষয়ে।

তুমি কি করবে ?

কিছুদিন বাইরে যাব।

কোথায় ?

ভারতের বাইরে।

আমাকে নিয়ে চল না।

তাহলে তোমার ঘর বাধবার স্বপ্ন কোথায় থাকবে।

পরে হলেও চলবে।

আমাকে কি পরিক্ষা করতে চাও ?

যদি বলি তাই।

বেশ তাই হবে। আর একটা কথা, কাল চৈতালী আসছে।

সেই তোমার কলেজের বন্ধু।

হ্যাঁ।

কি করছেন তিনি এখন ?

প্রফেসরী।

মানুর মা এসে ডাকল, কি সব খাওয়াদাওয়া হবে নাকি।

রাত যে শেষ হয়ে গেল।

করবী বলল, চল যাচ্ছি।

নিচে নামতে নামতে করবী জিজ্ঞাসা করল, কখন আসবেন চৈতালী ?

সময় কিছু বলেনি।

পরদিন সকাল বেলা বাইরে যাবার আগে সোমনাথ করবীকে বলল, চৈতালী যদি আসে, একটু অপেক্ষা করতে বল।

তারপর বেরিয়ে গেল।

করবী বারান্দায় চিকের আড়ালে গিয়ে বসল একখানা বই হাতে করে।

ওদের বাসাটা ঠিক বড় রাস্তার ধারে নয়। বাড়ীর সামনে

একটা পনর কুড়ি ফুটের রাস্তা। সেই পথ ধরে একটু এগিয়ে গেলেই বড় রাস্তায় পড়া যায়। বারান্দায় বসলে সেখানকার প্রাণচাঞ্চল্য বেশ বোঝা যায়। প্রায় নটা নাগাদ একখানা বড় গাড়ী এসে ওদের বাসার সামনে থামল। চৈতালী আর মিঃ মুখার্জি নামলেন। কলিং বেল টিপবার আগেই করবী দরজা খুলে দিল। মিঃ মুখার্জি বললেন,

কি গো, সোম নেই বাড়ীতে ।

না, এক্ষুনি আসবেন। তারপর চৈতালীর হাত ধরে বলল আবার, এস ভাই, সেই সকাল থেকে তোমার পথ চেয়ে বসে আছি।

মিঃ মুখার্জি বললেন, কেন কেন পথ চেয়ে কেন ?

কোন টাইম ত সোম বলেননি আমাকে।

তাহলে সন্ধ্যে, এমন কি রাত্তির অবধি বসে থাকতে ?

তা থাকতে হ'ত বৈকি। বন্ধু বলে কথা। উপরে উঠতে উঠতে বলল কথাগুলি করবী। ওপরে এসে সোমনাথের ড্রইং রুমে বসল সকলে। মিঃ মুখার্জি করবীর দিকে চেয়ে বললেন,

আমি কেন এলুম তাত জানতে চাইলে না করবী।

আমি জানি, নতুন বইএর স্ক্রীপ শুনাবেন।

দেখ, তোমরা যদি সকলে এরকম আগে থাকতে সব জেনে বসে থাক তা হলে আমি ত অচল।

আপনি ততক্ষণ আপনার কাগজপত্তর ঠিক করুন আমরা একটু ভিতরে যাই।

তথাস্তু দেবী।

ছোট বোনকে কেউ দেবী বলে !

বলে, বলে। সময় সময় ছোট পুঁটকে সকলকেই সব বলা যায়। তাছাড়া।

তাছাড়া।

তুমি এখন সারা ভারতের দেবী।

সত্যি দাদা, আর ভাল লাগছে না।

কি ?

এই সব। যেন খোসামোদ মনে হচ্ছে।

চিতা, তোর দাদার রুজি এবার উঠল।

কেন ?

সোম বলছে সিনেমা ছেড়ে দেবে। করবী ত তারই শিষ্যা।

সুতরাং বুঝতেই পারছিস।

সত্যি ভাই চৈতালী। এমন সব আজে বাজে কথা লেখে না।

তবুও ত সোম পত্র পত্রিকাগুলিকে সে রকম আমল দেয় না। এবার বললেন মিঃ মুখার্জি !

চৈতালী জিজ্ঞাসা করল, তা হলে কি হ'ত ?

পাঁচটা কাগজে পাঁচ রকম জীবনী বেরুত।

পাঁচ রকম !

নাত কি, যার যেমন সুবিধে।

চল ভাই চৈতালী, দাদার সঙ্গে কথায় পারা যাবে না ডিরেকটর মানুষ।

ওরা উঠে যাবার কিছু পরেই সোমনাথ এসে গেল।

মিঃ মুখার্জি জিজ্ঞাসা করলেন, কিহে, সকাল বেলাতেই কোথায় গিয়েছিলে ?

মিনিষ্টারের বাড়ী।

কি ব্যাপার ?

একটা লেকচার টুর পেয়ে গেলুম।

বুঝলুম না।

সরকার বিদেশে কয়েকজন লেকচারার পাঠাবে। শুনেই নামটা দিয়ে রেখেছিলুম ; লেগে গেছে।

আরে বাবা, সব খোলসা করে বলত। মাথা মুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না।

আমার ambition ত জান মুখার্জি দা। তোমার এই বইটা হয়ে গেলেই অভিনয়ে ইতি দেব। তাত তোমাকে বলেছি।

সে সব ত জানি, তারপর।

ভারতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে বিদেশে প্রচার চালাবার জন্য সরকার কয়েকজন লোক খুজছিল।

কি করতে হবে ?

বিভিন্ন স্থানে, বিশ্ব বিদ্যালয়ে, ক্লাবে, জলসায় আমাদের বক্তৃতা দিতে হবে। অবশ্য ডিপার্টমেণ্ট থেকে একটা তালিম আমাদের দেবে।

কত দিনের টুর ?

তা তিন মাস, ছমাস, বছর ও ঘুরতে পারে।

করবী কি করবে ?

ও ও যাবে বলছিল।

শুধু সঙ্গিনী হয়ে, না ধর্ম সঙ্গিনী হয়ে ?

না করবী আমার কিছুই হতে পারবে না, শুধু বন্ধু হয়েই থাকবে।

তোমার না থাকতে পারে। করবীর ও ত একটা চাহিদা থাকতে পারে।

দাদা আপনার সঙ্গে সব বিষয়ে খোলাখুলি আলোচনাই করেছি এতদিন। করবীকে আমি নিজের করে ভাবতেই পারি না। এরপর দরজার দিকে চেয়ে মুখ নিচু করে বলল আবার, ঐ করবী আসছে। তাকে যেন কিছু বলনা প্লিজ।

আমার ও তা হলে এইটাই শেষ বই।

কেন। তোমার ত আর আমার মত কোন উদ্ভট কল্পনা নেই!

করবী এসে বলল, কি হল তোমাদের, তর্ক কিসের?

না তর্ক আর কিসের, সব শেষ হয়ে গেল। মিঃ মুখার্জি বললেন,

মানে!

প্লিজ মুখার্জি দা। আজ চৈতালী এসেছে। তোমাদের সঙ্গে একটু আনন্দ করে কাটাতে দাও আজকের দিনটা।

স্ক্রীপটা আর পড়ব না। তুমি পড়ে নিও করবী। আমি ওটা রেখে যাচ্ছি।

সেকি, আপনি কোথায় যাবেন? করবীর প্রশ্ন।

বারে, আমার কি নেনন্তন্ন।

দাদা,...এমন সুরে করবী ডাকিল যে মিঃ মুখার্জি বলে উঠলেন, আচ্ছা বাবা, যাচ্ছিনে, একটুখানি শ্যামবাজারে যাব। একটা কাজ আছে। তোমাদের খাওয়ার আগেই ফিরে আসব।

চারু চায়ের প্লেট নিয়ে এল। মিঃ মুখার্জি খেয়ে নিয়ে চলে গেলেন। করবী, চারুকে জিজ্ঞাসা করল।

দাদাবাবুর খাবার কোথায়?

মান্নুর মা বলল সব জুড়িয়ে গেছে। আবার তৈয়ারী করে নিয়ে আসছে।

ফ্রিজে রাখতে পারে না।

ফ্রিজ টিরিজ মান্নুর মা বোঝে না। এখনই আসবে। করবী নিজের ঘরের দিকে চলতে সুরু করতে চারুও তার পিছু নিল। ঘরে এসে মান্নুর মাকে খাবারের কথা বলতে চৈতালী বলল, একটু আগেই ত সব হয়েছে। ঐ দিয়ে এস। চারু

বলল, তা হলেই হয়েছে। যেমন মানুর মা, তেমনি দাদাবাবু, গরম না হলে খাবেনই না।

দইও গরম ;

মানুর মা খাবারের প্লেট হাতে করে এসে দাড়িয়েছে।

চৈতালীর কথা শুনে বলে উঠল।

হেঃ হেঃ তুমি মা না যেন কেমন এটা কথা বললে।

দই আবার কেউ গরম খায় নাকি !

ঘাড় ঘুরিয়ে করবী বলল, খায় না বুঝি !

নিজেরা গল্প করে দেরী করিয়ে দিচ্ছ। তাতে কিছু হয় না।

মানুর মা সোমনাথের ঘরের দিকে চলে যেতে দুই বান্ধবী হেসে উঠে চলে এল করবীর ঘরে। চৈতালী বলল, সত্যি ভাই করবী। তোমাদের এখানে না যদি আসতুম জীবনের এমন একটা দিক না জানা থেকে যেত।

কি রকম ?

দুজন যুবক যুবতী। তোমরা যে রকম রয়েছ। যা দেখলুম, unique.

মানুর মা এসে বলল, দাদাবাবু ঘুমিয়ে পড়েছেন।

করবী বলল, চোখ বুজে আছে হয়ত, ডেকেছিলে।

হ্যাগো, নাক ডাকছে।

চলত দেখি, শরীর খারাপ হল না ত। যা করে বেড়াচ্ছে কদিন।

সোমনাথের ঘরে এসে দেখল সত্যিই সে ঘুমোচ্ছে। বাইরে থেকে এসে মুখ হাত পা পরিস্কার করে ধুয়ে ফেলা সোমনাথের অভ্যাস। তাও করেনি। চুলের গোছা সারা মাথাময় ছড়িয়ে রয়েছে। গায়ের জামাটা খোলবার ও সময় হয় নি। করবী এগিয়ে গিয়ে কপালে হাত রাখল, বলল।

না গাত ঠাণ্ডাই ঘুমোগ। বেশী রাত করে শুয়েছে কাল।

বোধ হয় ভাল ঘুম হয় নি। চলে এল ওরা করবীর ঘরে চৈতালী জিজ্ঞাসা করল,

আচ্ছা করবী, একটা কথা জিজ্ঞাসা করব ?

করবী চাইল চৈতালীর মুখের দিকে, বলল।

সোমের বন্ধু তুমি। কলেজের বন্ধু। আমার সঙ্গেও ঠিক বন্ধুর ব্যবহার করবে।

আচ্ছা, সোমকে ভালবাসবার কথা তোমার মনে কখনও জাগেনি ?

জেগেছিল, ওকে ভালবেসে নিজের করে নিতে চেয়েছিলুম। কিন্তু ও আমাকে নিয়ে পুতুল খেলায় মেতেছে তখন। তারপর বিদেশী টিউটরের সাহচর্যে মনের গতি আমার সম্পূর্ণ পালটে গেল।

ওর কাছ থেকে কোন সাড়া পাওনি ?

না।

তোমার শোবার ঘরে কোনদিন রাত্রে আসেনি সোম ?

এসেছিল একদিন। চরু দরজা বন্ধ করতে ভুলে গিয়েছিল। ও এসে আমার গায়ের চাদরটা ঠিক করে দিয়েছিল। তারপর একটা তালা চাবি নিয়ে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে চলে গিয়েছিল।

তুমি জেগেছিলে ?

হ্যা।

সাড়া দাওনি ?

না, সাড়া দিলে অত রাতে বক্তৃতা শুনতে হত, তাছাড়া

তাছাড়া ?

আমাকে ও নিজের মনের ইচ্ছা দিয়ে গড়ে তুলতে চেয়েছিল। তার বেশী কিছু নয়।

কিছু বলেনি কোনদিন ?

না, শুধু বলেছে. আমি যদি বিবাহ করে ঘর বাঁধি তা হলে ওর মত সুখী কেউ হবে না।

অদ্ভুত মানুষ।

সত্যিই অদ্ভুত।

দাদার সঙ্গে থেকে প্রায় সমস্ত অভিনেতা অভিনেত্রীর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে। কিন্তু তোমার মত আর কাউকে দেখিনি।

কি রকম ?

ওদের চেনা যায় অভিনেত্রী বলে। নিজের যৌবনকে রূপকে ফুলের মত চটকে সাজিয়ে গুছিয়ে সব বসে আছে। তাদের

চিনতে পারি কিন্তু

কিন্তু ?

তুমিই শুধু ব্যতিক্রম, তোমার চারিদিকে এত প্রলোভন তুমি জয় করলে কি করে ?

সোম না থাকলে বোধহয় পারতুম না।

প্রথম দেখে মনে হয়েছিল, বাড়ী ভুল করিনি ত। এই রকম সাদা মাঠা পোসাকে। এলোচুলে যে তোমাকে দেখব ভাবতেই পারিনি।

কি ভেবেছিলে ?

ভেবেছিলুম, ভারতের এক নম্বর হিরোইনকে দেখব। হয়ত তার রূপের জৌলুসেই চোখ ধাঁধিয়ে যাবে।

তারপর যখন দেখলে অতি সাধারণ একটা মেয়ে

যখন দেখলুম অতি অসাধারণ একটি মেয়ে আমায় অভ্যর্থনা করল, মিলিয়ে নিতে পারলুম না।

কি মিলোতে চেয়েছিলে ?

নিজের মনের অভিনেত্রীর রূপকে।

তুমি না প্রফেসার !

প্রফেসার রাও মানুষ, 'জলসা', 'উল্টোরথ' তারাও পড়ে।

হেসে উঠল দুজনে এক সাথে।

চারু এসে ওদের হাতে কফির কাপ তুলে দিতে চৈতালী বলল, বাঁচালে ভাই। তোমার দিদিমনির সঙ্গে বকে বকে না গলাটা শুকিয়ে উঠেছিল।

হল না ভাই। চারু জানে তাদের দিদিমনি কথা বলতে জানে না।

চারুর মা বলল, তাইত মানুর মাকে বলছিনু, দিদিমনির আজ হল কি ; এত কথা বলছেন।

পাগল টাগল হয়ে গেল হয়ত। কথাগুলি বলে করবী আবার বলল, তোমাদের খাবারের আর কত দেরী।

আর একটু দেরী আছে।

না আর একটুও দেরী থাকলে চলবে না। ভীষণ ক্ষিদে পেয়েছে। বলতে বলতে সোমনাথ ঘরে ঢুকল।

মানুর মা এগিয়ে এসে, বলল, ক্ষিধে ত পাবারই কথা। খাবার নিয়ে গিয়ে দেখলুম ঘুমোচ্ছ, কাল কি ঘুম হয়নি !

ঠিক তা নয়, জান চৈতালী, একটা পরিচ্ছদের আজ শেষ হয়ে গেল দেখে মনের কোথাও কোন জ্বালা যন্ত্রণা ছিল না। তাই ঘুমিয়ে পড়েছিলুম।

চৈতালী বলল, করবী হয়ত বুঝতে পারবে তোমার কথা। কিন্তু আমি কিছুই বুঝলুম না ?

যে কাজ নিয়ে এতদিন ঘোরাঘুরি করছিলুম তার একটা সুষ্ঠু সমাধান হয়ে গেল। তাই অবসাদ এসেছিল।

এবার কি করবে ?

তুমি যা করছ।

মাকে

লেকচারী।

কোথায়! কোন কলেজে?

বলব, বলব, সব বলব, আগে দেখি মানুর মায়ের কত দেরী বলে রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে গেল।

মিঃ মুখার্জি ঠিক সময় মত ফিরে এলেন, এরপর হাসি ঠাট্টা তামাসা আর আনন্দের মধ্যে এমনভাবে সারাটা সময় জমিয়ে রাখল সোমনাথ যে ওদের আসন্ন বিচ্ছেদের কথা সকলেই ভুলে গেল। মিঃ মুখার্জি যাবার সময় বলে গেলেন, ওদের প্রস্তুত হয়ে থাকবার কথা। যে কোন সময় কুমারডুবী যাবার জন্য তলব হতে পারে।

তিন বছর পর আবার করবী বাইরের মুক্ত হাওয়ায় এসে দাড়াল। মন্দার ইউনিটের কুমারডুবী যাবার ডাক এসেছে। সেই আগের করবী আর আজকের এখন কার করবীতে আকাশ পাতাল প্রভেদ। আগের সেই গায়ের রং আর নেই। পদ্ম ফুলের ভীতরকার পাপড়ীর রং নিয়েছে সমস্ত শরীর। বুক, পিঠ, গলা, হাত, কোমরের যে অসামঞ্জস্য গুলো ছিল, সেগুলি যেন শিল্পী তার তুলি দিয়ে ভরিয়ে দিয়েছে। আঙ্গুলগুলো যদি হয় চাঁপার কলি সেই নাকি সব থেকে সুন্দর। আবার সেই কলি যদি হয় মাখমের মত নরম তা হলে কেমন হয়। কোমর যদি হাতের মধ্যে ধরা যায়? পাছা যদি কলসীর কথা মনে করিয়ে দেয়, তা হলেই বা কেমন হয়। জাপানী মহিলা একদিন বলেছিলেন।

লোকের সামনে গায়ের জামা খুল না কোনদিন।

কেন ?

খুন হয়ে যাবে দেখলে।

কারা গো ?

তোমার জন্যে তারা, অথবা তাদের জন্য তুমি।

খিল খিল করে হেসে উঠেছিল করবী।

ওরা বলেছিল, চুল কেটে বব করতে। সোমনাথ রাজি হয় নি, বলেছিল এমনিই ত শাড়ী না পরলে মেমসাহেব মনে হয়। তারপর চুল বব করলে পুরোপুরী মেম বনে যাবে।

করবী বলেছিল, দরকার নেই বাবা মেম হয়ে।

তারপর সোমনাথের দিকে চেয়ে বলেছিল, সোম, তুমি যা করছ না আমাকে নিয়ে,...

সোমনাথ বলেছিল, তুমি বলছ, কিছু করছি তাহলে।

সোমনাথ তখন করবীর সাথে ঐ রকম হেয়ালীর ভাষায় কথা বলত। আর ফুরিয়ে যেত করবীর সব কথা।

আজ সকাল সকাল ফিরেছে সোমনাথ। ওর ঘরে আলো দেখা যাচ্ছে। করবীর কাছে ওরা ঐ দুজন স্ত্রীলোক মানুর মা, আর চারু থাকে সব সময়। সোমনাথের দেশের লোক। বিশ্বাসী। আর আছে একটি ছেলে। সোমনাথদের উকিল কাকার খাস আরদালীর ছেলে। রান্না সব মেয়েরাই করে। ছেলেটি ফাইফরমাস খাটে।

সোমনাথ করবীর ঘরে এসে বসে বলল, আউটডোর স্যুটিংএ গেলে এখন তোমার কোন অসুবিধা হবে নাত ?

কিসের ?

পড়াশুনার।

না, তাছাড়া যদি Continent-এ যাওয়া হয়, তাহলে আর এখন এম, এ দেওয়া হবে না।

নাই হল, বেশী পড়ার কি দরকার আর।

তবু ফিরে এসে পারিত এম, এ টা দিয়ে দেব।

তাই হবে।

তাছাড়া প্রফেসর নন্দীও আসতে পারবেন না কিছুদিন। ফোন করেছিলেন।

তা হলে ত ভালই হয়। কুমারডুবীটা সেরে আসা যাক। অভিনেতা, অভিনেত্রী, টেকনিশয়ান, মেক আপ ম্যান, বেয়ারা খালাসী, কুলি নিয়ে প্রায় পঞ্চাশ ষাট জনের একটা দল এসে হাজির হল কুমার ডুবীতে। গ্রামের পাশেই ছোট্ট একটা নদী। তাতে কাঁচ বর্ণ জল। কিছু দাম দল হাওয়ায় এদিক ওদিক সরে সরে যাচ্ছে। ছোট ডিঙ্গী নৌকা, তাল গাছের ডোঙ্গায় চড়ে ছেলেরা মাছ ধরছে। কেউ জাল নিয়ে, কেউ ছিপে। নদীটায় সাধারণ মাছ নাকি অজস্র। নদীটার একদিক বড় একটা নদীর সঙ্গে যুক্ত। সেখান থেকে ডিম, পোনা, ঢোকে বর্ষার সময়। তারপর বর্ষার পর জল কমতে সুরু করলে ব্যবসায়ী জেলেরা বাধ দিয়ে মাছ আটকে ফেলে। সেইজন্য নদী ছোট হলেও সারা বছর মাছ থাকে। চারিদিকে খোলা মেলা দিগন্ত প্রসারিত মাঠ। লেখকের নিজের দেশ। বিরাট বাড়ী, তিনটে মহল, কাছারী বাড়ী, বার বাড়ী অন্দর। এখন অবশ্য সব একাকার। একটি মাত্র লোক তার ছেলে পুলে নিয়ে থাকে, সেই সব দেখা শুনা করে।

বাড়ীর সবই প্রায় ভাঙ্গা চোরা। তবু লেখক ভদ্রলোক ওদের থাকবার যে ব্যবস্থা করেছেন, তাতে সকলেই সন্তুষ্ট। প্রধান কথা এতগুলো লোকের বাসস্থানের খরচ লাগল না—কমলেশ বাবুর। সেটাও কম নয়।

কাজের অবসরে সকলে সমস্ত গ্রামখানা ঘুরে দেখছে।

গ্রামের বাসিন্দারা বেশ ভদ্র। বহু বিষয়ে ইউনিটের লোকদের সাহায্য করল তারা। গ্রামে ওদের একটা সমিতি আছে। সেই সমিতির নামে সকলকে খাওয়াল ওরা একদিন। সিনেমা লাইনের অভিনয় ওরা কেউই বুঝল না। কোথা দিয়ে যে কেমন করে, কখন ক্যামেরার আলো জলে উঠছে, সাউণ্ড ট্রাকের মধ্যে আওয়াজ উঠেই পরক্ষনেই মিলিয়ে যাচ্ছে, তা বুঝবার ক্ষমতা এদের নেই। কিন্তু তবুও তারা এদের সঙ্গ ছাড়ছে না।

চৈতালী এসেছে এদের সঙ্গে, দাদার সঙ্গে এসেছে। বলেছে কলেজ ছুটি, হাতে কোন কাজ নেই! লোকে ত ছুটি ছাটায় বেড়াতে যায়, তেমনি এসেছি।

চৈতালী আর করবী এদের দেশের মেয়েদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে মিশে গেল। নিজেদের বেশ ভূষাও পালটে ফেলল ওরা, কমলেশ বাবু একদিন বললেন,

কি হে, তোমরা শেষ পর্যন্ত ফিরবে ত।

কেন কেন, ফিরব না কেন।

যে রকম গাঁয়ের ধুলো মাটি গায়ে মাখছে তাতে ভরসা পাচ্ছি নে।

সোমনাথের ও কবিত্বে পেয়েছে। শাল পিয়ালের গাছ তলায় শুয়ে থাকে। ডোঙ্গায় উঠে মাছ ধরে। কুল খেতে যেয়ে কাঁটা বিঁধিয়ে আসে পায়ে। অভিনয় ছাড়া ওকে প্রায় দেখাই যায় না। গ্রামের এক চাষী বুড়ীকে দাদী বলেছে। অনেক সময় সেখানেও থাকে। শহরের মত ফ্যানের উপদ্রব নেই। একজনকে ডাকলে দশজন ছুটে আসে। শোনা গেল সোমনাথ এখানে জমি কিনছে। লেখক ভদ্রলোককে বলেছে, কিছু চাষী জমি ছাড়া ঘর বাঁধবার মত একটু জায়গা দেখতে। রাত্রে সেদিন মিঃ মুখার্জি বললেন, কিহে সোমনাথ, নিজের দেশে ত আছে। আবার এখানে

জমি কিনছ যে।

নিজের দেশে আছে জ্ঞাতিগুষ্টি। আছে দৈনন্দিন খিটিমিটি, কিন্তু কিন্তু!

এই গাঁটি ঠিক আমার মনের মত সাজান। তুমিও ত দেখছ মুখার্জি দা, বল, এরা কত ভাল, কত সরল।

হ্যা তা ত দেখেছিই। তবে বেশী দিন কি এখানে থাকতে পারবে।

বেশী দিন ত থাকব না। ধরুনা, অনেকেই ত দেশের বাইরে একটা ডেরা করে রাখে, শিমুলতলা, মধুপুর .. বৈদ্যনাথধাম, কাশি, বৃন্দাবন, হরিদ্বার, যোগ করলেন মিঃ মুখার্জি।

ঠিক দাদা, সেই রকম একটা কিছু করে রাখব। যখন কিছু ভাল লাগবে না চলে আসব।

খাবার দাবার জোগাড় করায় একটা লোক চাইত!

তাত চাইই।

এখানেই একটা জুটিয়ে নাও।

কি রকম।

দাদীর মেয়েটিকেই রাখ না।

দাদা, এরা অত্যান্ত সরল, ঘুণাক্ষরে এসব কথা শুনলে আবার ক্ষেপে যেতে পারে। আর তা ছাড়া দাদীর ছেলের বৌ ঐ মেয়েটি।

কিন্তু মাথায় ত কই সিঁদুর টিদুর... ..

মুসলমান সকলে সিঁদুর পরে না।

তাই বুঝি।

কিন্তু কি ভাল যে তা তোমায় কি বলব। যাবে আমার সঙ্গে একদিন ওদের বাড়ী

পরশুই ত সব রওনা দিচ্ছি।

তাহলে কালই চল।

বেশ।

দাদীর ছেলে আকবর পরদিন সকাল বেলা এসে ওদের পাচজনকে নিমন্ত্রণ করে গেল। সোমনাথ ছিল না। ঠিক বোঝা গেল না সেই এই নিমন্ত্রণের মুলে আছে কিনা। সকাল বেলা উঠেই বেরিয়েছিল। ঠিক সময়মত এসে হাজির হল। শেষের কয়েকটি শট নিতে বাকী রয়েছে। ঝোপ, ঝাড়, নদী, নারকেল বাগান, খেজুর বাগানের কাজ সারা হলে ওরা সব খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়ল। রাত্রে দাদীর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ ছাড়া উপরী পাওনা রয়েছে ভাষান শোনা। এসব জিনিষ সহরে হয় না। তাই ওরা সব আগে থেকেই প্রস্তুত হচ্ছে।

বিকেলে সকলে দল বেধে গিয়ে উপস্থিত হল। সোমনাথ আগে থেকেই দাদির বাড়ীতে রয়েছে। বিরাট আটচালার দুখানা ঘর। ঘরের চারিদিকে উচু করে দাওয়া। এক এক দিকের দাওয়ায় পঞ্চাশ জন লোক এক সাথে বসে পড়তে পারে। দরজা জানালা কাঠের ছাড়া আর সবই বাঁশ খড় আর মাটির। বাইরের উন্মুক্ত উঠোনে ছোট ছেলে মেয়েরা খেলা করছে। সেখানেই ভাষানের গান হবে। তারই বন্দবস্ত করতে কয়েক জন লোক ব্যস্ত রয়েছে দেখা গেল। উঠোনের দুই পাশে দুটো বড় গোলা। উপরে খড় দিয়ে ছাওয়া। করবী ভেবেছিল ঘরই। কিন্তু দরজা না দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারল ওখানে ধান, ডাল, প্রভৃতি শষ্য থাকে। ভিতর বাড়ীতে বাইরের মত অত বড় না হলেও উঠোন একটা রয়েছে! তার এক ধারে রান্না ঘর, পাশে ভাড়ার। তার পাশে ঢেঁকিশালা।

কয়েকটি হাস মুরগী উঠোনে খুটে খুটে খেয়ে বেড়াচ্ছে। করবী আর চৈতালী ভিতরের দিকে আসতে একজন বৌ সেগুলোকে তাড়া করে নিয়ে গেল। ওদের আশংকা হিন্দুরা যদি

মুরগী দেখে কিছু মনে করে। দাদীর ছেলে গঞ্জে গিয়েছিল। এসে হাজির হল। তার পিছনে দুজন লোক। ওদের হাতে মাটির হাঁড়ী। বোধহয় দই মিষ্টি রয়েছে সে গুলিতে। দাদী ঘরের মধ্যে ছিল। নেমে এসে হাঁড়ী দেখে বলল।

হ্যারে সিরাজ। ঐ অত কটায় কি হবে র‍্যা!

আর পাওয়া গেল না।

তাই বলে .....

করবী আর চৈতালী দাদীর কাছে এসে দাড়াল, বলল করবী, কি পাওয়া গেল না দাদী ?

ঐ দেখ মা, ওই টুকু দই মিষ্টিতে কি করে হবে! চৈতালী এগিয়ে গিয়ে হাড়ী গুলি দেখে বলল,

কত লোক খাবে গো দাদী ?

তা জনা দশেক ত হবেই।

সহরে ঐ খাবার সত্তর আশিজন খাবে।

বলিস কি লা ? তারা কি খায় না!

খায় দাদী। ঠিকমত হজম করতে পারে না ত, তাই কম খায়।

তাই বলে অত কম। তারপর পিছন ফিরে বৌদের দিকে চেয়ে বলল, ওরে অ বৌ, তুই না সহুরে মেয়ে। ইদের কাছে একটু আসবি ত।

চৈতালী বলল, তোমাদেব রান্না বান্না কোথায় হচ্ছে দাদী ?

ঐ রামের বাড়ী, ওরা হিন্দু ত।

কেন ওখানে কেন! আমরা তোমার বাড়ী এসেছি, তোমরা রাধবে। সোমনাথ এসে বলল কথাগুলি।

এই নাও, তোর না হয় তিন কুলে কেউ নেই। সকলেই ত আর তোর মত, ... তারপর কথা ঘুরিয়ে আবার বলল দাদী, বামুন রয়েছেন।

বামুন রয়েছেন।

দাদী তোমার বাড়ী যদি রান্না না হয় তা হলে আমরা কেউ খাব না।

সিকি কথা রে

বেশ আমি আমাদের বামুন ঠাকুরকে আনছি। তুমি জিজ্ঞাসা করে নাও। বলে সোমনাথ চলে গেল বাইরের দিকে।

সেইদিকে চেয়ে থাকবার কিছু পর করবী আর চৈতালীর হাত ধরে বলল, সত্যি নাকি গো মা, তোমরা আমার হাতের ছোঁয়া খাবে? চৈতালী বলল, তোমার হাতের ছোঁয়া যদি না খাই। তাহলে কিছুই খাব না দাদী।

সোম বলল বলে বলছ।

তাই দাদী, ওযে আমাদের মালিক।

তোর বর?

চৈতালী এমন একটা প্রশ্ন শুনে থমকে গেল। পাশেই করবী দাড়িয়ে রয়েছে। কি মনে করবে। উত্তর দিল তাড়াতাড়ি।

না দাদী ও আমাদের কেউ নয়। তবু ওই আমাদের সব।

মিঃ মুখার্জিকে নিয়ে সোমনাথ এসে গেল ওদের কাছে। বলল, এই নাও তোমার বামুন। জিজ্ঞাসা কর।

হ্যা বাবা, তোমরা আমার হাতের ছোঁয়া খাবে?

খেতেই হবে মা। না হলে সোম যদি একবার বিগড়ে যায় আমরা একেবারে পথে বসব।

অন্য জায়গা হলে সকলে একযোগে হেসে উঠতেন, কিন্তু দাদীর সামনে সকলে সেই উচ্ছাস দমন করল। সোমনাথের মাথাটা নিজের বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে দাদী বলল,

হ্যারে তুই কি আর জন্মে আমার ছেলে ছিলি!

কেন, এ জন্মে অন্য কিছু মনে হচ্ছে নাকি।

সিরাজের বৌ এসে দাড়াল। সঙ্গে তার আরও দুজন বৌ। তাদের মুখ দেখা যাচ্ছে না ঘোমটায়। কিন্তু সিরাজের বৌ সহরের মেয়ে। বাপ মোক্তার। স্কুলেও পড়েছে কিছুদিন। হাতে ওদের সরবতের গ্লাস। মিঃ মুখার্জ্জি জিজ্ঞাসা করলেন।

কিসের সরবৎ ?

সোমনাথ বলল, খেয়ে দেখ দাদা। আমি এখানে এসে পর্যান্ত চার পাচ গ্লাস খাই দিনে।

সকলের হাতে সরবতের গ্লাস দিল সিরাজের বৌ। অপর একটা গ্লাস নিয়ে সোমনাথকে বলল।

দাদা, এটা কমল বাবুকে দিয়ে এস।

সোমনাথ সিরাজের বৌকে বাধ্য করেছে তাকে তুমি বলে সম্বোধন করতে। সোমনাথ বলল, আর তোমার বরের ?

সে এসব খায় না।

তা খাবে কেন, চাষা যে।

সোমনাথ সরবতের গ্লাস হাতে করে বাইরে এসে কমলেশ বাবুকে দেখতে পেল না। তিনি তখন চারিদিক দেখে বেড়াচ্ছেন। পল্লীর যে টুকু তিনি জানেন ; সে ওই বইএ পড়ার মধ্য দিয়ে। তার বেশী নয়। একটী মাত্র সমিতির মাধ্যমে একটি গ্রামকে যে এমন সুন্দর করে তোলা যায়, তা তাঁর ধারনাই ছিল না। আজকাল এসবের জন্য সরকার থেকে পুরস্কার দেয়। শ্রেষ্ঠ গ্রাম, শ্রেষ্ঠ সহর, শ্রেষ্ঠ ষ্টেশন, শ্রেষ্ঠ ব্লক। আশ পাশের সব কয়টি বাড়ীই তকতকে ঝকঝকে। গোবর জল আর আলপনায় সমস্ত গৃহস্থ অঙ্গন যেন হাসছে। চারিদিকে শংখ ধ্বনী আর উলুধ্বনীর মধ্যে সন্ধার আগমন ঘোষনা করল। রাস্তাগুলি কাচা হলেও এমন করে একদিকে ঢালু করে দেওয়া হয়েছে যে একটুও জল দাড়ায় না। কোথাও এতটুকু নোংরামী বা অপরিচ্ছন্নতা নেই। সমিতির প্রধান

কর্ম্মকর্তা তাঁকে সব ঘুরিয়ে দেখাচ্ছেন। একটা ছেলে এসে খবর দিল সোমনাথকে। কমলেশ বাবুরা আম বাগানে রয়েছেন।

সোমনাথ গ্লাস হাতে এগিয়ে এল। ওকে দেখতে পেয়ে কমলেশ বাবু এগিয়ে এলেন। গ্লাসটি হাতে নিয়ে একচুমুক খেয়ে নিয়ে বললেন, কোত্থেকে আনলে হে এমন চীজ।

চীজই বটে। তবে আমি আনাই নি। আমার এক বোন তৈরী করেছে।

বটে। তা আর একগ্লাস হয় না।

বোধহয় হয়। এস এদিকে।

সোমনাথ কমলেশ বাবুকে বাইরে বসিয়ে রেখে ভিতরে এসে দেখল, করবী, চৈতালী, মিঃ মুখার্জ্জি, দুটি মেয়ে একজন বৌ দাদীকে ঘিরে বসে রয়েছে আবহাওয়াটা যেন কেমন থমথমে। সন্ধ্যা হয়ে এলেও চারিদিক খোলা মেলা জায়গায় অন্ধকার হতে দেরী আছে। সোম দেখল দূরে দাড়িয়ে আকবরের বৌ তাকে ডাকছে। সে কাছে যেতে বৌ বলল মিঃ মুখার্জ্জিকে দেখিয়ে,

উনি বড়ঠাকুরের কথা তুলেছিলেন।

তাই নাকি! কি সর্ব্বনাশ!

তবে বাইরে লোক। কাজের বাড়ী বলে খুব সামলে নিয়েছেন। কিন্তু সেই থেকে কথা বলছেন না।

সোমনাথ আকবরের বৌকে ইসারা করে 'দাদী' বলে চীৎকার করে বসে পড়ল হঠাৎ।

কি হল দাদা, মা······আকবরের বৌও চীৎকার করে উঠল।

কি রে। ছুটে এল দাদী, আর অন্যান্য সকলে।

সোম কি হয়েছে। দাদা! দাদী সোমনাথের মাথাটা কোলে তুলে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন।

বুকের ভিতর ভীষণ যন্ত্রনা হচ্ছে। বলে আবার মুখটা বিকৃত

করে বলল, 'ওরে বাবা'।

চৈতালী চারিদিকে চেয়ে নিয়ে বলল, এখানে কোন ডাক্তার পাওয়া যাবে না।

তোমরা সব সর মা, বলে মুখ তুলে ডাকলেন দাদী, সিরাজ! এই যে বলে এগিয়ে গেল আকবর।

সোমনাথকে আমার ঘরে তুলে দে।

আকবর সোমনাথকে ধরবার জন্য তার কাছে যেতে সোমনাথ তার পায়ে একটা চিমটি কাটল। তারপর আকবরের গলা ধরে দাদীর ঘরে যেয়ে শুয়ে পড়ল। কমলেশ বাবুর সরবৎ আর খাওয়া হল না। দাদী নিজের ঘরে ঢুকতে আকবরের বৌ বলল।

আপনারা ভাববেন না। দাদার কিছুই হয় নি।

তার মানে, করবী প্রশ্ন করল।

মাকে হাসাবার জন্য দাদা ঐ রকম করছে।

তাই নাকি?

চৈতালী বলল, কিন্তু দাদা হঠাৎ অমন গুম হলেন কেন ভাই।

আমার স্বামীর বড় ভাইএর নাম ঐ

কি?

ওই ওকে যা বলে ডাকেন।

সিরাজ

হ্যা।

তাতে কি হল।

ছোট বেলায় বড় ঠাকুর জলে ডুবে মারা যান। তাই তাঁকে ভুলতে না পেরে ওকে তাঁর নাম ধরে ডাকেন।

সকলে নিস্পন্দ হয়ে শুনছে ছোট্ট এই কাহিনী। বৌ বলতে লাগল, বড় ঠাকুরের কথা কেউ ভুল করেও জিজ্ঞাসা করলে একেবারে সহ্য করতে পারেন না। ডাক ছেড়ে কেঁদে ওঠেন।

তাই বুঝি মিঃ মুখার্জি যখন সিরাজ আর আকবরের কথা জিজ্ঞাসা করলেন

হ্যা একেবারে চুপ হয়ে গেলেন। আপনারা রয়েছেন, তাই বোধহয় কাঁদতে পারেন নি।

বাচলুম বাবা, যা ভয় হয়েছিল। করবী বলল,

চৈতালী বলল, চল ভাই তোমার রান্নাঘর দেখে আসি।

রান্নাঘরে এসে দেখল তিনজন মেয়ে বৌ কাজ করছো করবী বলল, এত যে আয়োজন, খরচ ত তোমাদের বেশ হল।

না ভাই, ওই দই মিষ্টিই যা কেনা হয়েছে। তাছাড়া সবই ঘরের। বলকি! মাছ মাংস সব ?

মাংস আমাদের নিজের। আর সব সমিতি পাঠিয়েছে।

সমিতি ?

হ্যা, গ্রামের ভালমন্দর ভার সমিতির ওপর। কারুর বাড়ী বিশেষ কাজ হলে এমনি দিয়ে যায়, তাছাড়া।

তুজনেই চাইল বৌএর দিকে।

পয়সা দিয়ে কিনতে হয় না। নদীর মাছ। ধরলেই হল।

নিমন্ত্রিত অতিথি অভ্যাগতদের মানুষ পরিতুষ্ট সহকারে খাওয়ায়। খাইয়ে আনন্দ পায়, আরাম পায়। কিন্তু দাদীর বাড়ীর আহার যে এত সুন্দর হতে পারে তা ওরা আগে কিছুমাত্র ধারনাই করতে পারে নি।

ঢেকিছাটা উৎকৃষ্ট বালাম চালের ভাত। পাতের ওপর গাওয়া ঘি যা দেওয়া হয়েছে তা ওরা জীবনে দেখেছে কিনা সন্দেহ। শুধু খাটিই নয়, গন্ধে, বর্ণে তার তুলনা মেলা ভার। শাক ভাজা, বেগুন ভাজা, পটল ভাজা, আলু ভাজা। আসল সোনা মুগের ডালের বাটিতে কয়েকটি পেস্তা বাদাম ভাসছে। প্রত্যেক ডালের বাটিতে একটি করে আস্ত রুই মাছের মাথা; পুটি, নেদস পাবদা

মাছের ঝাল, রুই মাছের বাটির মধ্যে কার বর্ণ কাচা হলুদ আর লাল লংকার সংমিশ্রণ। বিরাটকায় কই মাছের পাথুরী। এতবড কই মাছ শহরে মেলে না' বিরিয়ানী ধরনের মাংস। মাংসের চাটনী, খেজুরের চাটনী, দই মিষ্টি, মিষ্টির মধ্যে রয়েছে ছ রকম নিজেদের হাতে গড়া পিঠা জাতীয় খাবার। অপরগুলি রাজভোগ আর নলিনী গুড়ের জোড়া সন্দেশ। ঝকঝকে থালার সামনে বাটিগুলি সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে। কাঁসার বাটী। হ্যাজাক আলোর রশ্মি সেগুলির ওপর পড়ে সমস্ত ঘর খানায় আলো ছায়ার খেলা খেলছে। দাদী ডাকলেন।

কই গো ছেলেরা, এস সব, রাত হল, এরপর আবার ভাষান শোনা আছে।

কমলেশ বাবু ঘরে ঢুকেই বলে উঠলেন.

সোমনাথ, তোমার কি পাকা দেখা বাবা।

মিঃ মুখার্জি সব দেখে বললেন, এখানে ভাল ডাক্তারখানা আছে ত।

সমিতির সেক্রেটারী মহাশয় বললেন কেন ডাক্তার কি হবে।

এই খাবারের কিছুটা অংশ পেটে যাবে ত! তাহলেই ডাক্তার ডাকতে হতে পারে। তাই বলছি।

সেক্রেটারী মহাশয় বললেন, আপনারা যা পারেন খাবেন।

কমলেশ বাবু বললেন, কিন্তু যেগুলি আমরা একেবারে ছোঁবই না?

সোমনাথ এগিয়ে এল সমাধানের সুত্র হাতে করে, বলল,

একদিনে দাদীর মনের যা পরিচয় পেয়েছি, তাতে বলতে পারি, এই এত সব আয়োজনেও তিনি বোধহয় পরিতৃপ্ত হতে পারেন নি। কিন্তু আমরা হয়েছি। কিছু বেশী করেই হয়েছি। আমি বলছি কি, আমরা খেয়ে যাই দাদী পরিবেশন করুন।

তাহলেই আর নষ্ট হবার সম্ভাবনা থাকবে না।

দাদী বলল, তা হতে পারে, তবে আমি বুড়ো মানুষ, কি করব! ওই বৌরাই দেখবেখন।

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠতে সকলেরই দেরী হয়ে গেল। ওরা উঠে দেখল, জিনিসপত্র সব প্রস্তুত। সকালে খাবার কথা আর কেউই বলল না। কাল রাত্রে দাদীর বাড়ীতে ওদের পাচজন ছাড়া অপর সকলকে সমিতির তরফে আর একবার গাঁয়ের লোকে খাইয়েছে। রওনা হবার আগে কমলেশ বাবু বললেন,

সোমনাথ কোথায়? তাকে ত দেখছিনে।

জিজ্ঞাসাবাদ করতে একজন বলল, ভোর বেলা গাঁয়ের দিকে যেতে দেখেছি।

মিঃ মুখার্জি বললেন, তোমরা সব এগিয়ে যাও। আমি চিত্রা আর করবী দাদীর বাড়ী দেখে যাচ্ছি। বোধ হয় দেখা করতে গেছে।

সকলে রওনা হয়ে গেল, ওরা তিনজন মিঃ মুখার্জির গাড়ীতে উঠে গাঁয়ের ধারে গাড়ী রেখে দাদীর বাড়ী যেয়ে উঠলেন। আকবর ছুটে এল, মিঃ মুখার্জি জিজ্ঞাসা করলেন,

সোমনাথ আছে তোমাদের বাড়ী?

দাদা মাকে একখানা চিঠি দিয়ে গেছে?

চিঠি; চলত দেখি

বাড়ীর ভিতরে সেক্রেটারী মহাশয় চিঠিখানি পড়ে শোনাচ্ছিলেন দাদীকে। ওরা গেলে মিঃ মুখার্জির হাতে চিঠিটা তুলে দিলেন।

দাদী,

মায়ের সম্বন্ধে পৃথিবীতে কত কাব্য, গাঁথা, কত ইতিহাস আছে তা বলে শেষ করা যায় না। আমারও মা আছেন। কিন্তু মা যে কিরকম হয় তা আগে জানতুম না। কারণ আমার মায়ের মত মায়েরা নিজের বুকের দুধ দিয়ে ছেলে মানুষ করে না। তোমার কোলে কাল রাত্রে শুয়েছিলুম। তোমার অতি বড় ব্যথায় সান্ত্বনা দেবার জন্য। তখন বুঝেছিলুম। কাব্যকাহিনীর মায়েরা কি তোমার চেয়েও বড়! তোমার ছেলে, তোমার বৌ, তোমার সংসার,—সবই যেন আমার কাছে স্বপ্ন বলে মনে হচ্ছে। বিংশ শতাব্দীর এই দানবীয় যুগে মানুষ এত ভাল হয় কি করে। এত সুন্দর, এত মনোহর হয় কি করে! উত্তর খুঁজে পেয়েছি। তুমি আছ বলেই না, তোমার সংসার বলেই না। তাই মনে হচ্ছে কাল চলে যাবার সময় তোমার সংগে দেখা করা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। দেখা করলে হয়ত আর ফিরতে পারব না। অথচ আমাকে যেতেই হবে। জানি তুমি লেখাপড়া জান না। কাউকে দিয়ে পড়িয়ে নিও আমার এই চিঠি। আবার হয়ত আসব তোমার কোলে। তখনকি তুমি থাকবে এই মাটির পৃথিবীতে? যদি না থাক, স্বর্গে যাবার আগে পৃথিবীকে বলে যেও, পরজন্মে আমি যেন তোমার নিজের পেটের ছেলে হয়ে আসতে পারি। ইতি—

সোমনাথ

প্রায় একটি বছর এর পর চলে গিয়েছে। ভারতের মাটিতে কত উত্থান পতনের ঢেউ আছাড় খেয়ে পড়েছে। সংস্কৃতির দূত হিসাবে ভারতের বাইরে গিয়ে সোমনাথের দল সুনাম অর্জ্জন করে ফিরেছে। খবরের কাগজে মধ্যে মাঝে ওর লেকচারের খবর বেরিয়েছে। করবীর কোন খবর নেই। মিঃ মুখার্জ্জি আর কমলেশবাবু ধরে নিয়েছেন, সে সোমনাথের সঙ্গেই আছে। বিদেশে গিয়ে এম, এ পরীক্ষার পড়া কি করে করছে তাও আমরা জানিনে। পরীক্ষা হয়ত নাও দিতে পারে। বি, এ পাশ করেছে। ভাল ইংরাজী বলতে পারে। ওদেশেই হয়ত বিবাহ করে বোসতে পারে। অমন সুন্দরী মেয়ে। গাউন পরলে মেম সাহেবই বলা যেতে পারে।

সেদিন বোম্বাই-এর এক কাগজে কমলেশবাবু দেখেছেন, সোমনাথ দেশে ফিরেছে; সেখান কাগজে কাগজে ওর নাম ও ছবি ফলাও করে ছাপা হয়েছে। সেখানে নাকি একখানা বই পরিচালনা করবার তোড়জোড় করছে! কমলেশবাবু মিঃ মুখার্জ্জির ঘরে এসে বললেন।

শুনেছ মুখার্জ্জি, সোম দেশে ফিরেছে।

কই নাত।

বোম্বাইয়ে ছবি তুলবে।

মানে নিজেই নিজের ছবি তুলবে!

না, নিজে ছাড়া আর সকলেই থাকবে বোধ হয়।

ডাইরেকটরই হচ্ছে তা হলে।

তাই ত শুনলুম।

ঝড়ের বেগে সোমনাথ ঢুকে পড়ল ঘরে। একে ত অতি-সুপুরুষ। তার ওপর বছরখানেক সাহেবদের দেশে ঘুরে এল। সাহেব বলে ভুল করা বিচিত্র নয়। তবে এরা দুজনে তাকে বিশেষ ভাবে চেনেন তাই রক্ষা। সোমনাথ ঢুকেই বলল,

দাদা, না দাদা নয়। দাদারা, এক গ্লাস জল খাব। তারপর অপর কাউকে কিছু বলবার অবসর না দিয়ে নিজেই পাশের ঘরে গিয়ে এক গ্লাস জল হাতে করে ফিরে এল। কমলেশবাবু বললেন, কি হে, মদনের হাতে জল খাবেনা নাকি আর ?

না দাদা তা নয়। ওকে ডাকতে সময় যাবে ত, তাই নিজেই নিয়ে এলুম।

কমলেশবাবু বললেন, বস আগে, তারপর বল কোথায় কোথায় ঘুরলে ?

কি কি দেখলে। এবং কি কি করলে ?

কতগুলি মেয়ে উদ্ধার হল।

মিঃ মুখার্জ্জির এই কথাগুলির পর সোমনাথ বলল,

আঃ মুখার্জ্জিদা। দিন দিন তোমার মুখ ভীষণ আলগা হচ্ছে।

যাই হোক। তারপর বল,

সব বলব। এখন দুদিন খালি ঘুমোবো আগে। কমলেশবাবু বললেন, কতদিন ঘুমোও নি হে।

রাত জেগেই দিন কেটেছে তাহলে। যোগ করলেন মিঃ মুখার্জ্জি।

তাঁর কথায় কোন উত্তর না দিয়ে সোমনাথ বলল, চারদিন একটানা প্লেনে। তারপর বোম্বাই-এ নামবার পর তোমাদের ঐ প্রোডিউসাররা একেবারে অতিষ্ঠ করে মেরেছে। তাই পালিয়ে এলুম।

কেন হিরো হয়েই থাক না।

মানে গরুগুলো চরানোর ভার তোমাদের হাতেই থাকবে বলছ। রাখালের কাজটা ছাড়তে চাও না!

উভয়েরই তাতে মঙ্গল। রাখালেরও, গরুরও।

না দাদা, নিজে কিছুটা জানি, আর দেখেও এলুম।

কি রকম?

ধরুন ঠায় পাঁচ ঘণ্টা আপনাদের ষ্টুডিয়োর ঐ বদ্ধ জলার কুণ্ডলীর মধ্যে থেকে টেক, রিটেক আবার টেক, আবার রিটেক করেছি। ওদের দেশে যা দেখলুম।

কিছু বল!

তাই ত বলছি। হলিউডের একটি মেয়ের বর্ণনা,—

মেয়েটির গায়ে কোন মালিন্য নেই, মানে ধুলো বালি-টালি আর কি নেই। বইতে সেই রকম রয়েছে।

তাতে কি হল।

সেই মালিন্যহীনা মেয়ে দেখাতে আটচল্লিশ ঘণ্টা মেয়েটিকে জলে চুবিয়ে রাখা হয়েছিল।

তাই নাকি।

হ্যাঁ, তাও গরম জল, চার-পাঁচটা পিচকিরি দিয়ে অনবরত পাম্প করে তার দেহের সমস্ত মলিনতা তুলে ফেলা হয়েছিল।

তাই আর বদ্ধ জলার গন্ধ শুকতে চাওনা।

না, একেবারেই না।

ওদের কোন মেয়েকে টানতে পারলে না, মিঃ মুখার্জ্জির প্রশ্ন।

টেনেছিলুম, কিন্তু

কিন্তু?

যখন তারা জানতে পারল, আমি একেবারে ছাঁ পোষা রোজগার পাতি অতি সামান্য; তখনই সব সরে পড়ল।

ভালবাসা !

নাই। নাই। ওদের ভালবাসার সঙ্গে টাকা পয়সার খুব নিকট সম্বন্ধ।

করবী কোথায় ?

জার্ম্মানীতে করবী আমাকে ছেড়ে যায়

কি রকম ?

একদিন বিকেলে বেলা বলল, সোম আমি যাচ্ছি।

কোথায় ?

তুমি তো তোমার লেকচার নিয়ে ঘুরবে। আমিও একটু ট্যুর করে দেখব দেশটাকে।

সঙ্গে কেউ থাকবে ত ?

তোমার ভয় নেই, হারিয়ে যাব না। তাছাড়া মিঃ ব্যানার্জ্জি সঙ্গে থাকবেন।

কি করেন ভদ্রলোক ?

'ইনডিয়ান কোন কোম্পানীর রিপ্রেজেনটেটিভ হয়ে এসেছেন ভদ্রলোক ব্যবসা সংক্রান্ত কাজে'

তা হলে ত ভালই

নিজের সঙ্গে করবীর শেষ দিনের কথোপ কথনের গল্প বলে বলল,

তারপর আমি একেবারে ফ্রী।

কমলেশবাবু বললেন, ব্যানার্জ্জিটাকে খবর নাও নি ?

দরকার মনে করিনি, তাছাড়া আমিও চেয়েছিলুম করবী নিজের পথ চিনে নিক।

এদিকে খবর জান ?

কি খবর ?

তোমার বোনের ছেলে হয়েছে।

কমলেশ দা ! সোমনাথ চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল।

আরে বাবা বস্। আকবরের বৌএর ছেলে হয়েছে।

তাই নাকি !

যাবে নাকি দেখতে ?

কি হবে যেয়ে বলত কমলদা, দাদীকে দেখলে হয়ত ভালই লাগবে। তিনিও খুসী হবেন, তবে . ...

ভাবছ কি দরকার আর মায়া বাড়িয়ে।

ঠিক তাই। এমনি কত মা-ঠাকুমার দল জুড়ে রয়েছে সারা দেশে। কত জনার সাথে হয়ত আবার মেলামেশা হবে।

ওখানে জমি কেনবার কি হল ?

সে সব প্রয়োজন এখন stopped.

যাক, উঠবে ত ?

হ্যা উঠব।

খাওয়া দাওয়া কোথায় করবে ?

কেন আমার বাসাটা নেই নাকি।

আছে, তবে আজই একেবারে সেখানে যাবার কি দরকার ? মিঃ মুখার্জি বললেন, আমার বাড়ী চল।

কমলেশ বাবু বললেন, তাই যাও. নিরিবিলি আছে, ঘুম তোমার ভালই হবে।

চৈতালী কলেজ থেকে ফিরে দেখল সোমনাথ ঘুমোচ্ছে। দাদা বাড়ী নেই। অন্য কাউকে কিচ্ছু জিজ্ঞাসা করার কথা তার মনে এল না। অপেক্ষা করতে লাগল বাইরের বিরাট হল-ঘরটায়। সোমনাথকে দেখবার পরই ওর মনের একটি ছোট্ট বাসনা বিরাট শাখা প্রশাখা বিস্তার করে করে বেরিয়ে আসতে চাইল।

মিঃ মুখার্জির ইদানিং কালের কার্য্যকলাপ তাকে ক্ষুন্ন না করলেও সে বেশ চিন্তিত হয়ে পড়েছিল। দাদার কাজকর্ম্ম কিচ্ছু

নেই বললেই চলে। প্রায় সমস্ত দিনই বাইরে থাকে। রাতেও ফিরতে দেরী হয়। কানাঘুষায় শুনতে পাচ্ছে দাদা বিয়ে করবে। মেয়ের কথা যা শুনেছে তাকে চৈতালী চেনে। পুরোদস্তুর সোসাইটির মেয়ে। বাপ বিরাট বড়লোক। কয়েকটা মিলখনির মালিক। এর আগেও কয়েকবার ঐ মেয়ের বিবাহের কথা শুনেছিল। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত বরেরা পিছিয়ে যায়। কারণ অবশ্য যা শুনেছে মোটেই শ্রুতি মধুর নয়। কয়েকবার নাকি নার্সিং হোমে ঘুরে এসেছে ঐ মেয়ে। মেয়েটি কদিন এখানে রাত কাটিয়ে গেছে। তার দাদাও এসেছিল কয়েকদিন। চৈতালীর সঙ্গে আলাপ করতে চেয়েছিল। মুখে মদের গন্ধ পেয়ে চৈতালী আমল দেয় নি। দাদার যা কাজ। যে লাইনে ঘোরাঘুরি করে তাতে সাধারণ ভদ্র জীবন চালান বেশ কঠিন। তাছাড়া বাড়ীর শুচিতা এতদিন ক্ষুণ্ণ হয় নি। কিন্তু ঐ মেয়েটি আসবার পর থেকেই একটা কালো মেঘের আভাস পাচ্ছে চৈতালী।

উঠে পড়ল চৈতালী। সোমনাথের কাছে এসে দেখল সে তখনও ঘুমোচ্ছে। একটা কাগজ টেনে নিয়ে টেবিলের সামনে বসে কিছু লিখতে স্নুরু করল।

সোমনাথ জেগে উঠে দেখল চৈতালীকে। পিছনে শব্দ শুনে চৈতালী পিছন ফিরে দেখে বলল।

বাবা! কাজের লোক, এত ঘুমোও কি করে ?

কদিন একটুও ঘুমোতে পারিনি।

তা বেশ ত ঘুমোও না। এখানে ত কোন গোলমাল নেই।

কটা বাজল ?

আটটা দশ।

কি সর্ব্বনাশ! ছ ঘণ্টা ঘুমিয়েছি!

কখন এসেছ ?

কোথায় ?

এখানে ?

তা প্রায় দুটো হবে।

দাদা কোথায় জান ?

নাত, বাড়ী নেই ?

না।

তাহলে কোন কাজে গেছেন বোধ হয়।

চৈতালী উঠে বাইরে চলে এল ঘর ছেড়ে। কিছু পরেই এক কাপ ধুমায়িত কফি নিয়ে হাজির হল। সোমনাথ বলল।

বাঁচলুম, তুমি কোন কথা না বলে উঠে যেতে ভাবছিলুম কিছু অন্যায় করেছি নাকি। একবার ভাবলুম চলে যাই।

কোথায় যেতে

আমার ডেরায়।

সেই বাড়ীতে।

হ্যা

সেটা ছাড়নি ?

না ছাড়ার কোন কথা ছিলনা ত।

করবী কোথায় ?

সে চলে গেল। টুর করবে ওদেশে কিছুদিন।

একটা কথা বলব ?

মানে . ... ..

বলছি কি করবীর ফ্লাটটা আমাকে দাও না।

সোমনাথ কিছু সময় চৈতালীর মুখের দিকে চেয়ে রইল, তারপর বললি, কি ব্যাপার ; এখানে থাকবে না তুমি ?

থাকা সম্ভব হবে না।

কারণটা জিজ্ঞাসা করতে পারি।

পার, না জানতে চাইলেই বরং আশ্চর্য্য হব। দাদা বিয়ে করছে।

তাই নাকি, কই দাদা ত আমাকে কিছু বললেন না।

না বলাই স্বাভাবিক।

কেন ?

দাদা যে বিয়ে করবে, তা কোনদিন ভাবিনি। আমার মনে হচ্ছে ও বিয়ে করতে বাধ্য হচ্ছে।

সব খুলে বলা যায় না ......

না, তাছাড়া, আমার অনুমান। অনুমানের উপর নির্ভর করে কিছু বলা ঠিক হবে না।

কিন্তু বৌদি এলে ত ভালই হবে তোমার, একজন দোষর হবে।

হত হয়ত। যদি অন্য মেয়ে হত।

চেন নাকি মেয়েকে ?

মিনাক্ষী।

মিনাক্ষী, মিনাক্ষী। মিনা, মানে চট্টরাজের মেয়ে ?

হ্যা

কিন্তু তোমার দাদাকে যতদূর জানি তিনি ত.....

ন দাদা সে রকম নয়, তবে মনে হচ্ছে দাদা রেহাই পাবে না।

কি বলতে চাইছ.........

কিছু বলতে চাইনে সোম। আমি শুধু এখান থেকে চলে যেতে চাই।

একেবারে যাবে ?

এখন যে সব চিন্তা করতে পারছি নে। দাদাকে সময় দিতে চাই।

কিসের ?

ও যদি বুঝতে পারে, আমাকে ওর দরকার, তাহলে সামলে যেতেও পারে।

যা ভাল বোঝ

কাল তাহলে তোমার ওখানে যাচ্ছি।

যেও। আমাকে কিন্তু মুখার্জ্জিদাকে একবার বলতে হবে।

বল।

তাই হবে।

নিঝুম ঘরে সোমনাথ একা শুয়ে রয়েছে। বিদেশে যাবার সময় মানুর মা আর চারুকে ছাড়িয়ে দিয়ে যায় নি। ছেলেটিও ছিল। প্রত্যেককে নিয়ম মত টাকা পাঠাত। ওরা সকলেই বাড়ীতে ছিল। মানুর মা কয়েকদিনের জন্য মেয়ের কাছে গেছে। দু এক দিনের মধ্যেই আসবার কথা। কিছু না খেয়েই শুয়ে পড়েছে সোমনাথ। চারু বলেছিল, কিছু খাও ভাই।

না চারুদি, কদিন ভাল ঘুম হয় নি, আজ দুপুরে বেশ ঘুমিয়েছি। রাত্রেও ঘুমোব। তোমরা খেয়ে নাও।

সেই শুয়েছে। চারিদিক নিস্তব্ধ। রাস্তায় রিক্সাগুলোর শব্দ শুনতে পাচ্ছে। বাস বোধ হয় বন্ধ হয়ে গেছে। রাত বোধ হয় বেশ হয়েছে। যান বাহন চলাচল বন্ধ না হলে এ পাড়ায় রিকসা বড় একটা আসে না। সামনের সোমবার থেকে নিজের কাজে ডুবে যাবে। ছোট ছোট বই তুলবে প্রথম। বার তের কি তার ও কম রীলের। যদি উতরে যায়, সুনাম করতে পারে, তারপর বড়র চিন্তা করা যাবে। ভারতীয় সিনেমার বাজার খুব মন্দা। তাছাড়া কোন বই যে কি ভাবে মার খাবে আগে থাকতে কিছুই বলা যায় না। বই ভাল হল। ডাইরেকটারের নাম হল। কিন্তু ঐ প্রশংসা কুড়িয়েই সন্তুষ্ট হতে হল। টাকা পয়সা কিছুই হল না। অর্থ কিছু চাই বৈকি! আর সে এমন কিছু প্রতিজ্ঞা করে বসেনি যে আজীবন ব্রহ্মচারী হয়ে থাকবে। করবীটা পালিয়ে গেল। না, ঠিক পালান বলা চলে না। ও চেয়েছিল একটা অবলম্বন।

সোমনাথের কাছে তা পায় নি। স্বামী, সংসার, সন্তান যা নারী মাত্রেরই কামনা তা দিতে পারেনি সোমনাথ। তাই চলে গেল। সুখী হোক করবী। মায়ের অহেতুক কথায় গড়ে তুলতে চেয়েছিল নিজের মনের মত করে। তা করবীর হয়েছে। সোমনাথের আশা করবী পূরন করেছে। অন্য মেয়ের মত গড্ডালিকা প্রবাহে যে ভেসে যায় নি তার জন্য সোমনাথ ভগবানকে ধন্যবাদ দেয়। করবী সোমনাথকে বিবাহ করতে চায়নি বা চেয়ে ভূল করেনি। সেজন্য করবীকে ধন্যবাদ দেয়। ও যা চেয়েছিল করবী তাই হয়েছে। সুতরাং! না করবীর কথা আর ভাববে না। এখন শুধু নিজের কথা। কাল আবার চৈতালী আসছে। সে আবার কিছু চাইবে নাত! করবী কিছু চায়নি। বংশ পরিচয় হয়ত বাধা দিয়ে থাকতে পারে। কিন্তু চৈতালীর সে বাধা নেই। সোমনাথের সঙ্গে তার বহু দিনের পরিচয়। চৈতালী ছ্যাবলা নয়। তাছাড়া শিক্ষিতা, লেকচারার। কিন্তু একটা ভাবনা থেকেই যাচ্ছে। চৈতালী কুমারী তার কলেজের বান্ধবী। তার মনে কোন গোপন কথা আছে কিনা কে বলবে? লোকে বলে মেয়ে মানুষের মন দেবতাও বুঝতে পারেন না। কিন্তু গোপন কথা না হয় নাই জানাল। গোপনতা যদি প্রকাশ হয়ে পড়ে! চৈতালী সোমনাথের মনের মানুষ হতে পারেত! এক সঙ্গে থাকতে থাকতে একটু একটু করে ভাব। তারপর ভালবাসা। করবী হয় নি। সে ছিল সোমনাথের মানষিক রূপের প্রতিক। ছবিকে যেমন শিল্পী তার বিভিন্ন পর্য্যায়ে একটু একটু করে গড়ে তোলে করবী ছিল তার কাছে সেই রকম। তার বেশী কোন কথা সোমনাথ কোনদিন ভাবতে পারেনি। কিন্তু চৈতালীর কথা আলাদা। তার সামনে কোন বাধা বন্ধন নেই। না। মাথাটা গরম হয়ে উঠেছে। দরজা খুলে বাইরে এসে মুখ চোখ ঘাড় ভাল করে ধুয়ে নিয়ে ঘরে যেয়ে শুয়ে পড়ল। এবার আর ঘুম আসতে দেরী হল না।

পরদিন সকাল বেলাতেই চৈতালী এসে হাজির হল। হাতে তার একটীমাত্র স্যুটকেশ। ট্যাক্সী বিদায় করে দিতে সামনেই দেখল সোমনাথ দাঁড়িয়ে। স্যুটকেশটা নিজের হাতে তুলে নিয়ে সোমনাথ বলল, চল।

ওপরে এসে করবীর ঘরে ঢুকে বলল সোমনাথ।

একটু সব দেখে শুনে নাও।

মানুর মা এসে দাঁড়াল। মেয়ের কাছ থেকে সে আজ সকালেই এসেছে। তার দিকে চেয়ে সোমনাথ বলল আবার।

এই যে মানুর মা আছে, সব দেখিয়ে দেবে।

ঠিক আছে।

দাদাকে বলে এলে ?

না, দাদা কাল রাতে ফেরেনি।

কলেজ যাবেত ?

যাব। এখন ওইটুকুইত সম্বল। তুমি বেরুবে নাকি ?

এই একটু।

কখন ফিরবে ?

দুপুর হতে পারে।

তাহলে একসঙ্গে খেতুম দুজনে।

বেশ আমি যাচ্ছি।

এখনই ?

না। আমার ঘরে। কিছু কাজ করব।

সোমনাথ চলে এল নিজের ঘরে। যে স্ক্রীপটা ঠিক করেছে, সেটা পালটাতে হবে কিছু কিছু। খাতা কলম নিয়ে ডুবে গেল নিজের কাজের মধ্যে। বাইরে যাবার কথা ভুলে গেল।

মানুর মা এসে যখন ডাকল, সোমনাথ বলল, আর একটু দেরী আছে মানুর মা।

মান্নুর মা কয়েক বার দেখে গেছে, সোমনাথ কাজ করছে। কিছু পরে চৈতালী এসে বলল, বাইরে গেলে না।

না, ঘরের কাজটাই আগে সারলুম।

তোমার কি আরও দেরী হবে ?

কত বাজল। টেবিলের উপর থেকে নিজের ঘড়িটা তুলে নিয়ে দেখে বলে উঠল, ইস। ভীষণ অন্যায় হয়ে গেছে চৈতালী, কিছু মনে কোরোনা।

না, মনে করবার কি আছে।

চল।

স্নান করবে না ?

না, তোমার দেরী হয়ে যাবে।

না দেরী হবে না। তুমি স্নান সেরে এস।

খাবার টেবিলে বসে সোমনাথ বলল, জান চৈতালী স্নানের কথায় একটা কথা মনে পড়ে গেল।

চৈতালী চাইল মুখ তুলে। সোমনাথ বলতে লাগল, ওদের দেশে স্নান খুব কম লোকেই করে ; অবগাহন স্নান ওরা জানে না বললেই হয়। ভীষণ ঠাণ্ডাত।

কিছু পরে চৈতালী বলল, তুমি খুব কম খাও দেখছি।

তুপুরের খাওয়াটা কমই খাই। না হলে কাজ করতে পারিনা।

আচ্ছা সোম, তোমার দাদার, মায়ের খবর কিছু রাখ ?

না।

দাদার খবর নিতুম মাঝে মাঝে, মায়ের কাছে,

আর যাই না।

মা রয়েছেন ত।

মাই রয়েছেন। কিন্তু ছেলেদের জন্যে তাঁর অসুবিধা হয় না।

দাদার সঙ্গে দেখা কোরো।

যাব একবার।

খুব অমায়িক ভদ্রলোক।

কি করে জানলে।

তোমার সেই অসুখের দিনই বুঝেছিলুম। তাছাড়া আরও কয়েক বার দেখা হয়েছে।

কি রকম আছেন জান ?

ভালই আছেন। ওঁর মেয়ে আমার কলেজে পড়ে।

আচ্ছা তুমি খাও। আমি উঠি।

সোমনাথ উঠে পড়তে চৈতালীর খাওয়ার স্পৃহা চলে গেল। এই লোকের কাছে সে এসেছে। সাধারণ ভদ্রতাটুকুও নেই। সামনে একজন বসে খাচ্ছে, আর ও অবলীলায় উঠে গেল। আবার ভাবল সোমনাথ ওই ভাবেই অভ্যস্ত। তাছাড়া নানারকম কাজের মতলব মাথায় ঘুরছে। বসে গল্প করে খাবার সময় কোথায় ওর। নিজের বাড়ীতে চৈতালী একাই খায়। মিঃ মুখার্জী বেশীর ভাগ দিনই বাইরে খান। এখানে সোমনাথের সাথে গল্পের মধ্য দিয়ে খাওয়া, এক নতুন স্বাদের আভাস পাবে ভেবেছিল। বেশ ভালই লেগেছিল এতক্ষণের এই নতুন পরিবেশ। নতুন আবহাওয়ায়, নতুন করে খাওয়া। তাই সোমনাথ উঠে পড়তে চৈতালীর খাবার স্পৃহা চলে গেল। উঠতে যাবে, মানুর মা এসে পড়ল। বলল, ওমা তুমি উঠছ নাকি !

আর খেতে ভাল লাগছে না মানুর মা।

পাশ দিয়ে, খাবার সময় মানুষজন গেলেই খারাপ লাগে, আর দাদাবাবু ত তোমার সাথেই বসে খাচ্ছিল।

নানা, তাতে কি হয়েছে।

আমি জানি দিদি, তবে ওর সঙ্গে থাকলে তোমারও অভ্যাস হয়ে যাবে। ওর সাথে খেতে কারুরই ভাল লাগে না।

আস্তে বল, মানুর মা, তোমার দাদাবাবু শুনতে পাবেন।

দাদাবাবু কি আছে নাকি। কখন চলে গেছে।

চৈতালী বসে পড়ল, মানুর মা বলল, তোমার ত কিছুই খাওয়া হয়নি

চৈতালী গতকাল থেকে বিশেষ কিছুই খায়নি। এখানে এসেও চা আর কাফি ছাড়া কিছু খায়নি। ওরা জলখাবারের কথা বলেছিল। কিন্তু লজ্জায় চৈতালী না বলেছিল। মানুর মা নতুন করে আবার গরম সব খাবার নিয়ে এল।

চৈতালী বলল, ওগুলো কি হবে ?

তোমার ঐ থালা সরিয়ে রাখ, আমরা খাবখন।

এগুলো গরম আছে খাও। আমি গল্প করি।

খাবারে হাত দিয়ে চৈতালী বলল, একটা কথা বলব মানুর মা !

এই দেখ, আমাকে আবার জিজ্ঞাসা করে কথা বলবে নাকি।

না, বলছিলুম কি, দাদাবাবুকে এরকম করে খাওয়াওনা কেন ?

ও বা বা, সেই ছেলে বলে বেশী খেলে সব বমি হয়ে যাবে।

কিন্তু এত কম।

ও, করবী দিদিমণি কত বলেছেন, কিছুতেই শোনে না।

মিঃ মুখার্জীকে তাঁর বাড়ীতে না পেয়ে সোমনাথ ষ্টুডিয়োতে গিয়ে হাজির হল। সেখানেও নেই। কমলেশ বাবু আর আসছেন না। এখন ষ্টুডিয়োতে কাজ কম। নিজে বই ফাইনান্স করা ছেড়েছেন। সোমনাথকে পেয়েছিলেন। তাকে ভাঙ্গিয়ে কিছুদিন চলেছিল। তারপর সেও চলে গেল। মিঃ মুখার্জিও আর আসেন না ষ্টুডিয়োতে। কমলেশবাবু আর একা কি জন্যে আসবেন ! সোমনাথ বেরিয়ে পড়ল। দাদার বাসায় যাবে। যখন পৌছল বেলা প্রায় তিনটে। সোমনাথের বৌদি বেরুচ্ছিলেন। ছোট মেয়ে

চার্চ স্কুলে পড়ে। তাকে নিয়ে আসেন প্রত্তিদিন এই সময়। সোমনাথ গাড়ীতে তুলে নিল। বৌদি বললেন—

বাবা কতদিন পর এলে দিপু মিনা বলে। কাকু তাদের ভুলে গেছে।

সত্যি বৌদি কটা বছর যে কোথা দিয়ে চলে গেল বুঝতেই পারলুম না।

এখন কি করছ ?

নিজেই একটা বই করব ভাবছি।

অভিনয় ছেড়ে দিলে ?

তা বলতে পার।

তোমার দাদা বলছিল, বাইরে গেছ।

হ্যা বৌদি প্রায় বছরখানেক ছিলুম ওদেশে।

কি আনলে বৌদির জন্যে ?

কিছুই আনতে পারিনি। কি কি জিনিষ নিয়ে আসা permissible জানতুম না ত। তাই কিছুই আনা হয়নি।

মার সঙ্গে দেখা করেছ ?

এই ত সবে ফিরলুম।

বাতে ভীষণ কষ্ট পাচ্ছেন।

তোমাদের কাছে আসেন না।

না! এখানে এলে অসুবিধা হয়। তাছাড়া অতগুলো চাকর বাকর থাকবার জায়গা কোথায় ?

স্কুল থেকে মিনুকে তুলে নিয়ে ওরা বাসায় এসে পৌছল। দাদাও ফিরেছেন অফিস থেকে। আবাস জীবনের সমস্ত অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে বলল সোমনাথ।

কিছুই ভাল লাগছে না। তাই এলুম তোমাদের কাছে।

থাকনা এখানে কিছুদিন।

আমার থাকায় বিপদ আছে। লোকে এখনও চেনে আমাকে চেয়ে বলে চেনে। তোমার দু'খানা বই এখনও চলছে এখানকার হাউসে।

তবেই দেখ। তোমরা যেও আমার বাসার মাঝে মাঝে। তবু মুখ পালটাবে।

ফিরবার পথে কি মনে হল আবার চলে এল মিঃ মুখার্জির বাড়ী। মিঃ মুখার্জি আর মিনাক্ষী বাগানে বেড়াচ্ছিল। সোমনাথ এগিয়ে যেতে মিঃ মুখার্জি বললেন,

এই যে সোমনাথ, তোমাকেই খুঁজছিলুম।

কেন দাদা।

চিতা একখানা চিঠি রেখে গেছে। সে নাকি এখানে আর থাকবে না।

কোথায় গেল কিছু বলেনি ?

না।

মিনাক্ষী বলল, যাবে আর কোথায়। হোটেলে টোটেলে উঠেছে আর কি।

না হোটেলে সে যাবার মেয়ে নয়। সোমনাথ বলল।

তারপর মিঃ মুখার্জির দিকে চেয়ে বলল আবার, করবীর ফ্ল্যাটে উঠেছে।

তাই নাকি। যাক বাঁচলুম।

মিনাক্ষী জিজ্ঞাসা করল, সেটা আবার কোথায় ?

করবী আমাদের বন্ধু। সে এখন বিদেশে, সেই বাড়ী।

অঃ তা ওরকম বন্ধু তোমার কজন আছে সোমনাথবাবু !

বিশেষ নেই। আবার দেশজুড়ে রয়েছে।

একেবারে দেশ জুড়ে।

কেন তুমি জাননা। আমাকে দেখবার জন্যে লাইন পড়ে যায়।

মনে ছিল না। তা সেই হিরোর কাজই করছ ত।

সেটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। তবু বলতে পারি, হিরো তৈরী করবার চেষ্টা করছি।

Manufacturer !

না, artist।

সেই নায়ক গড়বার কাজে মেতে উঠেছে সোমনাথ। ওর বাসার নিচের সবটা ভাড়া নিয়েছে। স্কুল, কলেজের বন্ধু আর বান্ধবীদের মধ্য থেকে বেছে নিয়েছে কয়েকটি ছেলে মেয়ে। দিন রাত তাদের নিয়ে রিহার্সাল দেওয়ায়। অভিনয় ক্ষমতা যাদের নেই তাদের মিষ্টি কথায় বিদায় দেয়। টিম ওয়ার্ক ভাল হলেও বাজারে চলতি নাম করা কোন আর্টিষ্ট ও নিল না। এত বড় একটা ঝুঁকি নিল, যা এর আগে কোন ডাইরেকটর কল্পনাও করে নি। ভারতের শ্রেষ্ঠ আলোকচিত্র শিল্পী আর ক্যামেরা ম্যানকে নিয়ে এসেছে। পাজি পুঁথি দেখে দিন ক্ষণ ঠিক করে ছবি তোলার কাজ শুরু হল।

গল্প এমন কিছু নয়। আধুনিক সমাজের অতি উচ্চে এবং অতি নিম্নে যারা অবস্থান করে তাদের নিয়ে ওর কাহিনী। ওদের দৈনন্দিন জীবন যাত্রার ছবি ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছে এই ছবিতে নানা ঘাত প্রতি ঘাতের মধ্য দিয়ে। চলার পথে বার বার দুই পক্ষ মিলবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিফল হয়েছে।

মায়ের সাথে দেখা করতে গিয়েছিল। নিজের জীবনের প্রথম প্রয়াসকে সাফল্যমণ্ডিত করবার জন্য আশীর্বাদ নিতে কিন্তু মা দেখা করেন নি। বলেছেন, তাকে বিরক্ত না করলেই তিনি সুখী হবেন। মায়ের স্নেহ ভালবাসা কোনদিনই পায়নি সোমনাথ। তাই দুঃখ পেলেও আঘাত পায় নি। কাজের মধ্যে নিয়োগ করল সমস্ত সময়।

আউটডোরের কাজ শেষ করে সোমনাথ যখন ষ্টুডিয়োয় এল একদিন মিঃ মুখার্জি ওর কাজ দেখতে এলেন। বললেন, শুধু ফটোগ্রাফী আর আলোছায়ায় খেলায় কি আর দর্শকের মন ভিজবে।

কিন্তু এত ঘটনা।

তা আছে তবে এত সুক্ষ জিনিস ভারতীয় দর্শক সমাজ নেবে কি!

আপনি কি বলতে চাইছেন?

বলছি, আদি রসের ত কোন বালাইই রাখ নি তোমার বই তে। কিছু নাচ গান রাখ।

কিন্তু!

ভাবনা ধরিয়ে দিলুম ত। আচ্ছা আর কিছু বলব না। তুমি নিজেই স্থির কর কি করবে।

তাই ভাবছে সোমনাথ। ষ্টুডিয়ো থেকে ফিরে নিজের স্ক্রিপটা আগা গোড়া পড়ল সে। একবার দুবার তিনবার। তারপর চলে এল চৈতালীর ঘরে।

কি হল, তোমাকে যেন……

না না, কিছু হয় নি। তোমার সময় আছে এখন।

এখন আর কি করব।

আচ্ছা তুমি শোনত এই গল্পটা। কি রকম লাগল বলবে। সোমনাথ পড়তে শুরু করল। চৈতালী দেখছে সোমনাথকে। অপূর্ব্ব সুন্দর মুখখানা যেন উত্তেজিত রাঙ্গা। কপালের উপর কয়েকটা চুল এসে পড়েছে। গায়ে একটা আধ ময়লা গেঞ্জি। পুরোন, কয়েকটা জায়গায় তার ছেঁড়া, ফুটো।

একটা অনির্ব্বান ধূপ শিখা। জীবনে শুধু একটি মাত্র উদ্দেশ্য। মানুষের মঙ্গল করা। আধুনিক রুচি বিগর্হিত

সিনেমায় ছবিগুলি যে সমগ্র জাতিকে একটা ধ্বংসের পথে এগিয়ে দিচ্ছে তারই পুনর্বিন্যাস সাধন। নিজের সুখ দুঃখের, তাপ উত্তাপের কোন বালাই নেই। অতি সামান্য আহার; সাধারণ বেশ ভূষা। এক এক খানা বইতে শুনেছে চৈতালী, লাখ টাকা পেয়েছে সোমনাথ।

সেই টাকা দিয়ে কিছুমাত্র ভোগের উপকরন সাজাতে ইচ্ছা করে না সোমনাথের! দাদা বলছিলেন, যে কটা টাকা পেয়েছিল সিনেমা করে তার সবটাই বোধহয় এবার যাবে। কি নাকি, একখানা অস্বাভাবিক বই তুলবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। অর্থনৈতিক সমস্যা নাই থাক। জীবনে অর্থের প্রয়োজন ত রয়েছে, এত সোমনাথেরই কথা।

মানুর মা এসে কাফির কাপ দিয়ে গেল। সোমনাথ এক চুমুক খেয়ে আবার পড়তে সুরু করল। পড়া প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

চৈতালী বলল, বইটার দুটো দিক রয়েছে······

হ্যা অতি উচু আর হত দরিদ্র।

না, আমি সে কথা বলছি না।

সোমনাথ মুখ তুলে চাইল। ওর চোখে উৎসুক দৃষ্টি।

চৈতালী বলল, শিক্ষিত সমাজে এর চল বা আদর বেশী হবে বলে মনে করি। কিন্তু।

কিন্তু ?

আমাদের দেশের যে সাধারণ দর্শক সমাজ তারা কি ভাবে নেবে বলা কঠিন।

তোমার কি রকম লাগল বল ?

ভাল, খুব ভাল লেগেছে।

ব্যাস, ঐটুকু সম্বল করে ঝাপিয়ে পড়ছি। তারপর যা থাকে

কপালে।

কাদের গল্প পড়ছিলে গো দাদাবাবু।

ওরা চেয়ে দেখল চারু দাড়িয়ে রয়েছে। সোমনাথ জিজ্ঞাসা করল, তুমি শুনেছ চারুদি।

হ্যা শুনলুম।

কি রকম লাগল।

খুব ভাল গো দাদাবাবু। নেখাপড়া জানা নোকের গল্প কি খারাপ হয়।

তুই থাম। কত রাত হল! এবার সব ঠাণ্ডা হতে স্বরু করবে। সব খাবে চল। বলতে বলতে দেখা গেল মাস্থর মা এসে দাড়িয়েছে। চৈতালীর দিকে চেয়ে সোমনাথ বলল, আর কিছু ভাবব না। এখন দুর্গা বলে ঝুলে পড়া।

কলেজ থেকে ফিরে আর চৈতালী কোন কাজ পায় না। ইদানিং পরীক্ষার খাতা দেখবার কাজ নিয়েছে। তাও সব দিন থাকে না। অখণ্ড অবসর। সারাদিন অদ্ভুস রকমের পরিশ্রম করে বাড়ী ফিরেই সোমনাথ শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। সোমনাথকে যদি পাওয়া যেত, কোনদিন চলে যেত বেড়াতে। হাতের কাছেই কত জায়গা রয়েছে। বোটানিক্যাল, বেলুড়, চিড়িয়াখানা, ডায়মণ্ড-হারবার, ফলতা। সোম বলে, সব জায়গায় লোকারণ্য। অত ভীড় তার ভাল লাগে না। সমস্ত কাজের পর কোথাও যেয়ে শুয়ে থাকতে চায়। উপরে থাকবে অসীম নীলাকাশ, চারিদিকে খোলা মাঠ, কিম্বা নদীর ধার। বেশ ঝির ঝিরে হাওয়া থাকেই সব সময় ঐ সব জায়গায়। তাছাড়া অন্য জায়গায় যেতে তার ভাল লাগে না। দিনের বেলা ত নয়ই। ডায়মণ্ডহারবার ছাড়িয়ে নদীর কোলে কোলে গিয়েছিল একবার করবীকে নিয়ে। কিন্তু ওদের দেখতে পেয়ে একটি একটি করে এসে হাজির হয়েছিল অনেকগুলি ছেলে মেয়ে। নানা রকম সৎ অসৎ মন্তব্যে ওরা অতিষ্ট, হয়ে উঠেছিল। তাই কোথাও যাবার নাম করে না আর। বসে নিজের ঘরই ভাল। এখানে আর কেউ এসে বিরক্ত করবে না।

কিন্তু চৈতালীর যে দিন কাটে না। কলেজে কয়েকটি মেয়ে পড়াবার জন্য বলেছিল! কিন্তু বড় বেশী দুর বলে রাজী হয় নি। তাছাড়া আজকাল মনে একটি আশা,—যদি সোমনাথ কোনদিন তাকে ডাকে; তার সঙ্গে গল্প করতে চায়। যদি বলে চল, কোথাও যাই। এখন আর হাতে কোন কাজ নেই।

ওর প্রথম বই শিগগীর রিলিজ করবে। কোন ডিষ্ট্রিবিউটর

নেই। তাই দেরী হচ্ছে। ডিষ্ট্রিবিউটরদের একটা চেইন আছে। তার মাধ্যমে বই হাউসগুলিতে রিলিজ করে। প্রথম বই বলে খরচের টাকার বাইরে কেউ কিছু দিতে রাজী হল না। অবশ্য সোমনাথের যা খরচ হয়েছে সবই মামুলী। আর্টিষ্টের খরচ লাগেনি বললেই চলে। ডাইরেকসনের খরচ নেই। ষ্টুডিওর খরচ এখন দিতে হবে না। কমলেশবাবু সতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এগিয়ে এসেছিলেন। যেন সাহায্য করতে। সোমনাথ জানে সে কথা। বই যদি দাড়িয়ে যায় তখন সোমনাথ চিন্তা করে দেখবে। নিজের ভাগ্যের উপর এত বড় বিশ্বাস এর আগে কেউ করেছে কিনা চৈতালী জানে না। দাদার সঙ্গে থেকে এ লাইনের অনেক খবরই সে রাখত। মনে হচ্ছে বই রিলিজ না করা পর্য্যন্ত সোমনাথ অন্য কোন কথা ভাবতে পারছে না।

দাদা কয়েকদিন এসেছিল, বিয়ে হয়ে গিয়েছে। চৈতালী গিয়েছিল। কয়েকদিন আগে খবর পেয়েছে মিণাক্ষীর ছেলেপুলে হবে। বিবাহের আগের চৈতালীর ধারণা সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। না হলে এত তাড়াতাড়ি মিণাক্ষীর ঐ অবস্থা হতে পারত না। এখন দাদার বাড়ীতে সে অবাঞ্ছিতা। মিণাক্ষীর বাপের বাড়ীর লোকে এখন সে বাড়ী জমজমাট। সেখানে আর চৈতালীর স্থান কোথায়! সে এখন বাইরের লোক। দাদা বলেছিল, মাঝে মাঝে যেতে। গিয়েছিল চৈতালী। কিন্তু আদর আপ্যায়ণ ত দূরের কথা, আবাহনও কেউ করে নি। মনে হয়েছিল, সোমনাথের কথা।

ওরা আধুনিক বড় লোক। পারমিট, চোরা কারবার আর অসাধুতার ঢালাও কারবারে ওরা ধনী। মানবিক চেতনা, নীতি-বোধ ওদের কাছে অর্থহান।

তাই অল্প সময় থেকে সে চলে এসেছিল। এক একদিন ভাবে সোমনাথের ঘুম ভাঙ্গিয়ে তার সাথে গল্প করে। কিন্তু মানুষ

মার জন্য পারে না। সোমনাথের বিশ্রামে কেউ ব্যাঘাত করবে এ সে সইতে পারে না।

আজকাল চৈতালী শুয়ে শুয়ে এই সব কথা ভাবতে থাকে। ঘুম হয় না ঠিক মত। জেগে থেকেও কোন সাড়া দেয় না। চারু, মানুর মায়ের সাথে গল্প করতে তার ভাল লাগে না।

কয়েকদিন পর ওর নামে একটি চেক এবং ব্যাঙ্ক থেকে একখানা চিঠি এল। চিঠিতে বলা হয়েছে, কোলকাতায় বা তার বাইরে ওদের যে সম্পত্তি ছিল, তার আইন সম্মত ভাগ বাটোয়ারার রেজিষ্ট্রিকৃত দলীল ঐ ব্যাঙ্কের কাছে গচ্ছিত আছে। মিঃ মুখার্জ্জি সমস্ত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির চু'লচেরা ভাগ চৈতালীকে দিয়েছেন। সঙ্গে অতিরিক্ত আছে মিঃ মুখার্জ্জির না দাবী পত্র। চৈতালীর সমস্ত সম্পত্তির অছি ঐ ব্যাঙ্ক। শেয়ার বা সরকারী কাগজের সুদ এবং ডিভিডেণ্ট; ঘর ভাড়া প্রভৃতির হিসাব ব্যাঙ্কে তৈয়ারী আছে। যে কোন দিন চৈতালী যেয়ে তা দেখে আসতে পারে। এখন যে চেকটি পাঠিয়েছে সেটা ঘর ভাড়া বাবদ ভাড়াটে দিয়েছে। সই করে দিলে ক্যাশ করা হবে। সোমনাথ বাড়ী ফিরলে সমস্ত কাগজ পত্তর চেক নিয়ে তার ঘরে এসে সোমনাথকে দিল। সব কিছু দেখা-শুনার পর চৈতালী বলল, তোমাকে একবার দাদার সঙ্গে দেখা করতে হবে।

কেন?

কি ব্যাপার, সব জেনে আসতে হবে।

বেশ।

কয়েকদিন পর সোমনাথ বলল, মিঃ মুখার্জ্জি তোমাদের সমস্ত সম্পত্তি ভাগ করে অর্দ্ধেক তোমাকে দিয়েছেন।

কেন, অর্দ্ধেক কেন। বৌদি রয়েছে।

আইন সম্মত ভাবে ঐ সম্পত্তিতে তোমার বৌদিরও কোন

অধিকার নেই।

কিন্তু।

যা হয়েছে, তিনি যা বললেন, তাই বললুম।

কেন এ সব করল দাদা তা কিছু বুঝলে ?

বললেন, বয়স হচ্ছে। বিবাহ করেছেন। পরে কি হবে না হবে বলা যায় না। চিতায় ভাগ তাকে দিয়ে দিলুম। এখন আমি নিশ্চিত।

মিনাক্ষীর যা স্বভাব জানি ত। বোধ হয় দাদাকে টাকা পয়সার জন্যে জ্বালাতন করছে।

তা জানিনে। তবে বললেন, এখন কুকুরের হাওয়া খাওয়ানর জন্যে খরচ হচ্ছে। পরে হয়ত বিড়াল, ছাগল. গরু, মোস, পাখীরাও হাওয়া খাবে আমাদের টাকায়।

কি করে বৌদি ওদের নিয়ে ?

প্রতিদিন গড়ের মাঠে কুকুরকে হাওয়া খাওয়াতে নিয়ে যায় গাড়ীতে করে।

তাই নাকি!

হ্যাঁ, কুকুরের পক্ষে উন্মুক্ত বাতাস নাকি খুব উপকারী।

দাদাকে একদিন আনবে এখানে ?

কি হবে ?

বুঝতে চেষ্টা করতুম।

একটা কথা বলব, চৈতালী চাইল মুখ তুলে। সোমনাথ বলল, বলছিলুম যখন চলে এসেছ; তখন আর ও বাড়ী সম্বন্ধে অত চিন্তা কোরো না।

না তা করছিনা। তবে দাদা কি রকম আছে……… আমি বুঝতে পারছি তোমার মনের অবস্থা, কিন্তু কিছু বলতে গেলেই মিণাক্ষী শুনতে পাবে, আর তাই নিয়ে………

টাকা ফিরিয়ে দেব ?

না একেবারেই নয়। এ তোমার নিজের টাকা। দান নয়।

কিন্তু।

টাকার প্রয়োজন সংসারে রয়েছে। তুমি একা হলেও দেখবে কখন কি ভাবে এই টাকা কাজে লাগবে।

যদি না লাগে ?

তখন যা ভাল বুঝবে করবে। এত তাড়াতাড়ি কিছু করবার দেখছিনে।

তুমি আমায় বাচালে সোম। চিঠিখানা পাবার পর থেকে যা ভাবনা হয়েছিল.........

মিঃ মুখার্জ্জির সঙ্গে আমার প্রায়ই দেখা হচ্ছে। এমন কিছু বললে আমি তোমাকে জানাব। তাছাড়া,

বল।

তোমার বৌদির ছেলে পুলে হবে। এ সময় কোন রকমেই ওদের চিন্তা ভাবনার মধ্যে ফেলা উচিত হবে না...... ..

চল না কোথাও চলে যাই। তোমার ছবি রিলিজের আর কত দেরী।

সামান্যই দেরী আছে। তারপর ভাবব তোমার কথা।

কি কথা !

এই তোমাকে নিয়ে বেড়াতে যাবার কথা।

চৈতালী ভেবেছিল, সোমনাথ বুঝি তাকে অন্য কোন কথা শোনাবে। যে কথা শোনবার জন্য সে এতদিন অপেক্ষা করে আছে। সেই দুষ্মন্ত শকুন্তলার কথা। সেই লায়লা মজনুর কথা। সেই রোমিও জুলিয়েটের কথার মত কোন কথা। শুনতে শুনতে আবেশ অসাবে চৈতালীর সারা শরীরে, তারপর ঘুমিয়ে পড়বে। ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখবে, সোমনাথের বুকে

মাথা রেখে সে ঘুমিয়ে পড়েছে। আচমকা ঘুম ভেঙ্গে সোমনাথ তাকে দেখে নড়তে পারবে না তার ঘুম ভেঙ্গে যাবার ভয়ে। ছুর। তা আর হল না। সোমনাথকে মানুষ করা আর তার পক্ষে সম্ভব হল না। এই ভাবেই জীবনটা যেমন চলে যাচ্ছে তেমনি চলে যাবে। আর কতদিনই বা। বড় জোর দশ, পনর কুড়ি বছর। তার পরই ত চুলে পাক ধরবে। গায়ের চামড়া শিথিল হতে সুরু করবে। চৈতালী বুড়ী হয়ে যাবে। সেদিনের ত আর বেশী দেরী নেই।

সোমনাথের বই রিলিজ করবার প্রথম দু সপ্তাহ সাধারন বিক্রয় ছাড়া টিকিট ঘরে লোক দেখা গেল না। এডভারটাইসমেন্ট ও ভাল ভাবে করা হয় নি। যার ওপর ভার দিয়েছিল সে কিছুই প্রচার করেনি। সোমনাথ তার বই এর একটি প্রিন্ট ওয়ার্লড ফেস্টিভালে পাঠিয়েছিল আগেই। কারণ ঐ মাসেই আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের বৈঠক বসবার কথা ছিল। ভারত সরকারের সাংস্কৃতিক দপ্তরেও একটা পাঠিয়েছে।

প্রথম সপ্তাহে ওর বইএর কোন সমালোচনা বেরুল না। দ্বিতীয় সপ্তাহে সমালোচনা বেরুবার মুখে প্রকাশিত হল আন্তর্জাতিক মেলার খবর! সোমনাথের ছবি প্রথম পুরস্কার পেয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে বেরুল ভারতীয় সমালোচনা। প্রশংসায় মুখরিত হয়ে উঠল সংবাদপত্র, অভিনন্দন স্বীকৃতিতে ভরে উঠল পত্র পত্রিকা। মিঃ মুখার্জি এলেন অভিনন্দন জানাতে। আর তারপরই লাইন বাড়তে লাগল সিনিমার হাউসগুলিতে। সকলে বলতে লাগল, অভিনব। কল্পনা করা যায় না, এত ভাল। সোমনাথ চৈতালীকে নিয়ে পালিয়ে এল কুমারডুবীতে। দাদী ওদের সাদরে ঘরে তুললেন। আকবরের ছেলেটা বেশ মোটা হয়েছে। চৈতালী তাকে কোল থেকে নামাতে চায় না। আকবরের বৌ কাছে এসে বলল,

কত বয়স হল ?

কার !

তোমার গো।

কেন বয়স নিয়ে কি হবে !

দুধের সাধ কি ঘোলে মেটে ?

বুঝলুম না।

ছেলে কোলে উঠে বুক হাতড়ায়, বুঝতে পারে না।

বৌ !

তাই বলছি, একটা বর দেখ।

কাকে দেখব।

এই রকম কথা উঠলেই চৈতালী যেন আজকাল নিজেকে হারিয়ে ফেলে।

ওমা তাও আমাকে বলে দিতে হবে ? এমন সুন্দরী। লেখাপড়া জান। বরের অভাব !

নেই রে ভাই। আমার বর নেই।

সোমনাথ এসে বলল, চল আজ তোমাদের বেড়াতে নিয়ে যাব।

কোথায় ? আকবরের বৌ জিজ্ঞাসা করল।

সে তোমাদের জেনে কাজ নেই। আমার সাথে যাবে, ব্যস।

মাকে বলেছ।

দাদী যাবে না।

না, উনি কোথাও যান না। তাছাড়া এখন সব দাদনের ধান. সরসে আসবে ত।

তাই বললেন।

সোমনাথ ওদের নিয়ে চলে এল শহরে দুপুর বেলায়। একটা সিনেমায় আকবর সমেত ওদের দুজনকে ঢুকিয়ে দিয়ে ছেলে নিয়ে চলে এল বাজারে। ছেলে যে সব জিনিসে হাত দিল সবই কিনে নিল। তারপর ওর এক গাদা সাজ পোষাকে গাড়ী বোঝাই করে সিনেমা হাউসের সামনে এসে দেখল চৈতালী আর আকবরের বৌ

অপর দুটি বৌএর সাথে দাঁড়িয়ে রয়েছে। অপর বৌ দুটি আকবরের বৌএর বান্ধবী। সিনেমায় দেখা হয়েছে। ওদের নিজেদের বাড়ী নিয়ে যাবে। সোমনাথ জিজ্ঞাসা করল।

কতক্ষণ ভেঙ্গেছে, আকবর কোথায় ?

এই ত ভাঙ্গল। তারপর সামনের দিকে চেয়ে বলল আবার। ঐ যে ও আসছে।

কোথায় গিয়েছিলে।

একটা সিগারেট নিয়ে এলাম দাদা।

সিগারেটের ব্র্যাণ্ডটা দেখে বলল সোমনাথ, ওসব ছাই ভস্ম খেওনা, না হয় বিড়ি খেও।

ওরা এসে উঠল মিঠাইএর দোকানে, পেট ভরে খেল সকলে। আকবরের বান্ধবীদের এরপর বিদায় করল। বলল,

জানেন ত আমাকে একবার চিনে নিলে এখান থেকে ফিরতে অসুবিধা হবে। পরে চেষ্টা করব, আপনাদের সঙ্গে দেখা করতে।

তারপর আবার গ্রামের পথে রওনা হল। আকবরের বৌ বলল, এসব আনলে কেন দাদা।

চৈতালী বলল, এত কোথায় ? ছেলের হাতে পড়লে কিছু ভাঙ্গবে ত। তখন পাবে কোথায় ?

তাই বলে, এত !

সোমনাথ বলল, ছেলে কাঁদলে ওগুলো দিবি।

চৈতালী বলল, তোমার দাদা আবার ছেলের কান্না সহ্য করতে পারে না।

না তা নয়, সোমনাথ বলল।

নয় ত কি ! সেদিন তোমার ঘরের তলায় একটা ছেলে খাবার জন্য কাঁদছিল। তারপর আকবরের বৌএর দিকে চেয়ে বলল, ও তাকে একটা টাকা দিয়েছিল।

সোমনাথ বলল, কি জান ভাই, ওরা কাঁদলে, গায়ের ভিতর যেন ছমছম করে।

নিজের ছেলে হলে তখন কি করবে।

তোকে নিয়ে যাব।

বাড়ী ফিরে দাদীর হাতে তুলে দিল এক জোড়া গরদের থান, আর এক হাঁড়ি মিষ্টি। দাদী বললেন,

এসব আবার কেন রে ?

তুমি যখন মরবে, এই গরদের থান পরিয়ে তোমায় কবর দেব।

আমায় অত মরা চাস কেন তুই। সেবার চিঠিতে মরার কথা বলে গেলি, এবার আবার।

তুমি না মরলে, তোমার কোলে জন্ম নেব কেমন করে ?

আকবর এসে বলল, মায়ের বড় সাধ হজে যান। আমি সব টাকা দেব। তুমি যদি ঠিক করে দাও দাদা !

নিশ্চয় দেব। তাছাড়া হজের দেশে আমার চেনা জানা লোক আছে। কোন অসুবিধা হবে না।

কোলকাতায় ফিরেই শুনল, মিঃ মুখার্জি এসেছিলেন। মিনাক্ষী হাসপাতালে। বাথরুমে পড়ে যেয়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। চৈতালীকে নিয়ে সোমনাথ এল মিঃ মুখার্জির বাড়ী। সেখান থেকে হাসপাতালে। বেডের চার পাশে মিনাক্ষীর বাপের বাড়ীর আত্মীয় স্বজনেরা সব বসে রয়েছেন। চৈতালীকে দেখে কেউ বসতেও বলল না। দু-একটা মামুলী কথা বলে সোমনাথ চৈতালীকে নিয়ে চলে এল বাইরে। মিঃ মুখার্জিও ওদের সঙ্গে বাইরে এলেন। গাড়ীর কাছে যেয়ে বললেন।

আমাকে ক্ষমা করিস চিতা। ওরা যে এত ছোট তা আগে ভাবতে পারিনি।

সোমনাথ বলল, সে কি কথা দাদা, ওদের মেয়ের শরীর খারাপ। এখন কি আর হাসি ঠাট্টা করবে!

সোম তুমি ভাই আমার থেকে অনেক ছোট। ওদের ব্যবহার আমি দেখছি। অন্যায় আমি কিছু করিনি। তবে ওরা যদি—

দাদা! মিঃ মুখার্জির দুখানা হাত ধরে বলল, চৈতালী।

না ভাই তোর কোন ভয় নেই। তোর দাদা এমন কিছু করবেনা যাতে তোর মনে কোন কষ্ট হয়, তোরা যা আজ। আমি যাব কাল পরশু একবার।

যেও দাদা। সকালে যেও, ওখানে খাবে; বৌদি ত বাড়ী থাকছে না।

মিঃ মুখার্জি সকালেই এলেন। সোমনাথ বাড়ী ছিল না। ও একটা ইউনিট তৈরী করেছে। সেই জন্যেই ব্যস্ত রয়েছে। সকালেই বেরিয়ে যায়। খায়ও প্রায়ই বাইরে। মিঃ মুখার্জি বললেন,

সোমের মত ছেলে আমি জীবনে দেখিনি।

তোমার শরীর কিন্তু খারাপ হয়ে গেছে দাদা।

যাবে না, তুই নেই। খাবার যা খাই সে আর বলবার নয়।

কেন, ভবেশ, ঠাকুর এদের বলতে পার না।

এসব কথা ত কাউকে কিছু বলিনি কোনদিন। তাছাড়া তোর বৌদি ঐ রকম সব নাকি রাঁধতে বলে।

কি রকম,

ঐ সেদ্য সাদ্যা। সাহেবরা নাকি ঐ রকমই খায়।

যাক গে। আমি বলে আসব ঠাকুরকে। যদি দরকার হয় থাকব কদিন।

না ভাই তোর যেয়ে কাজ নেই

কেন?

ওরা সব থাকেত, কি বলতে, কি বলবে।

বলুক গে, সে আমি বুঝব। তাদেরও বোঝা উচিত?

না ভাই ওরা হঠাৎ বড়লোক। সামলাতে কিছু সময় লাগবে;

বৌদি রান্নাবান্না কিছু জানেনা বুঝি?

রান্নাঘরই জানে না। ওই সব ছাই-ভস্ম খেয়েইত গায়ে একটুও রক্ত নেই।

সোমনাথ এসে বলল, দাদা, আপনাকে আমরা ইউনিটের চেয়ারম্যান করলুম।

কিসের ইউনিট?

একটা কোম্পানী করলুম। সবই এখন থেকে এই কোম্পানীর নামে হবে।

তোমার দাদা কাল ফোন করেছিলেন। তোমার মায়ের শরীর ভাল নয়।

আমি কি করব দাদা। মা আমার সঙ্গে দেখাই করতে চান না।

অভিমান হতে পারে ত?

তা পারে। তিনি মা। আর আমার কিছু হতে পারে না।

পারে ভাই পারে। তবে আমাদের সব বুঝতে হবে। সংসারে সবই কি আর আমাদের মনের মত হবে।

না তা বলছিনে, তবে মায়েরও ত বোঝা উচিত।

এর জন্য তোমার মা দায়ী নন। দায়ী তাঁরা, যাঁরা ওঁকে ছোটবেলার থেকে মানুষ করেছেন।

পরদিন দাদাকে নিয়ে সোমনাথ মায়ের কাছে এল। ডাক্তারবাবু সেই সময় ছিলেন। ওদের দেখে বললেন,

এ সব বাতে, একটু চলে ফিরে বেড়াতে হবে। ওষুধের চাইতে খোলা হাওয়ায় অনেক সময় উপকার করে।

তুমি ছাই ডাক্তার, কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা গিলছ। অথচ সমস্ত শরীর ভেঙে পড়ছে দিন দিন, ঝাঁঝিয়ে উঠলেন মিসেস্ চ্যাটার্জী।

ডাক্তারবাবু বাইরে এসে বললেন, ঐ রকম কথা। আমি অবশ্য ওঁর ছেলের মত, অনেকদিন দেখছি। বড্ড একগুঁয়ে। আপনারা একটু দেখবেন।

দীননাথবাবু বললেন সোমনাথের দিকে চেয়ে, কি করবি, শুনলিত সব।

সোমনাথ বলল, একজন শক্ত দেখে নার্স রাখলে হয় না।

তা হয়, তবে আমাদের নাম করে রাখলে হবে না।

ডাক্তারের নাম করা হবে।

সোমনাথের মামা, তাঁর বড়ছেলে প্রণব ও করবী এসে ঢুকল ঘরে। মামা জিজ্ঞাসা করলেন, কেমন আছেন?

দীননাথবাবু বললেন, বাত তো, ডাক্তার একটু চলে ফিরে বেড়াতে বলে গেলেন?

সোমনাথ করবীকে যে এদের সঙ্গে দেখবে তা সে কোন সময়ই এর আগে ভাবতে পারে নি সে প্রশ্ন করল। করবী, তুমি কোত্থেকে?

মামা বললেন, করবীকে প্রণব বিয়ে করেছে।

তাই নাকি, কোথায় বিয়ে হল?

প্রণব বলল, প্যারিসে।

ভাল ভাল খুব ভাল। তোমার সঙ্গেই বুঝি জার্মানীতে আলাপ হয়েছিল।

প্রণব বলল, হ্যাঁ তখন কি জানতুম, তুমি ওর সঙ্গে ছিলে।

কেন করবী বলেনি।

না।

মিসেস চ্যাটার্জী বললেন ভাইয়ের দিকে চেয়ে, তোদের

কে খবর দিল ?

ভাই বললেন, খবর আমাদের রাখতে হয়। তুমি তো সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে বেশ ভালই আছ দেখতে পাচ্ছি।

ভাল ত আছিই। তারপর করবীকে লক্ষ করে বললেন, উটি কে ?

প্রণবের বৌ।

তা বৌ-ত ভালই হয়েছে। ফুলের ঘায় মুর্চ্ছো যায় না ত !

তোমার কাছে থাকবে কিছুদিন। তাই নিয়ে এলুম।

আমার এখানে কোথায় থাকবে। বিয়ে হল খবর দিলিনে যে বড়।

ওরা বিদেশে বিয়ে করেছে।

হঠাৎ চীৎকার করে উঠলেন মিসেস চ্যাটার্জী, আমার বাড়ীর কি সব মরেছে। শোভা !

দুজন ঝি একজন চাকর ছুটে এল। ওরা পাশেই দাড়িয়ে ছিল।

এই যে মা !

এই যে মা। এতগুলো লোক ঘরে দাড়িয়ে রয়েছে, ওরা কি দাড়িয়েই থাকবে ?

ভাই বলবেন, তুমি ব্যস্ত হয়ো না দিদি।

তুই থাম। বলে পাশে দাড়ান চাকরটি কে ডাকলেন, শরৎ।

আজ্ঞে।

আজ্ঞে বলতে ত বেশ শিখেছ। এখন কি করতে হবে ?।

আঁজ্ঞে ইনাদের বসবার জায়গা এনে দেব ?

কখন সব চলে গেলে !

সোমনাথের মামা বললেন, তুমি যদি এ রকম কর তাহলে আমরা চলে যাই।

যাবিই ত। তোরা কি আর থাকতে এসেছিস।

সোমনাথ এবার এগিয়ে এল। মা, তুমি একটু ওঠ ত।

তোকে কে এখানে আসতে বলল, নায়ক মশাই।

কেউ বলেনি। ওঠ।

হুকুম করছিস।

করবী ধর ত ভাই।

ও আবার কি করবে?

তোমাকে বাইরের বড় ঘরে নিয়ে যাব।

জোর করে?

হ্যা জোর করে।

দীননাথবাবু বললেন, কি করবি সোম।

এখানে জায়গা কম। এতগুলো লোক। মাকে না হলে তোমাদের গল্প জমবে না। তাই বড় ঘরে নিয়ে যাব। ধরত করবী।

আমি হেঁটে যেতে পারব, তোমাদের আর কষ্ট করতে হবেনা।

বেশ চল তাহলে।

কিন্তু নামতে যেয়েই বাতের ব্যাথায় শরীর টলমল করে উঠল। বলে উঠলেন, উহু হু, মরে গেছি রে। একেবারে মরে গেছি।

যাবেই ত। নিজেও জ্বলছ। আমাদেরও জালাচ্ছ। বলে সোমনাথ কোলে তুলে নিল মাকে। প্রনব আর করবী এগিয়ে এসে মিসেস চ্যাটার্জ্জিকে ধরে বাইরের বড় ঘরে নিয়ে এল। মাকে একখানা বড় সোফায় বসিয়ে দিয়ে বলল সোমনাথ।

কাল থেকে আমাদের কথা মত চলতে হবে।

তোর কথায়! আমি তোর মুখ দেখব না বলেছিলুম না।

আমার মুখ ঢেকে আসব। এখন আমি যাচ্ছি, কাজ রয়েছে।

কাল সকালেই আসছি আবার।

রাত্রে বাসায় ফিরে দেখল তিনজন বেশ জাদরেল প্রডিউসর বসে রয়েছেন। সোমনাথ একজনকে ছাড়া দুজনকে চেনে না। বলল, আপনারা কখন এসেছেন?

তা ঘণ্টা খানেক হবে।

আপনি?

অপরজন বললেন। আমি সকালে একবার এসেছিলুম। এখন এসেছি ঘণ্টা খানেক হবে।

বেশ, আর একটু অপেক্ষা করুন, আমি একটু ভিতর থেকে মুখ হাত ধুয়ে আসি।

সোমনাথ ঘরে এসে ঢুকতেই চৈতালী বলল, তোমার ঐ মোটা হিন্দুস্থানী ভদ্রলোক আমাকে দেখেই......

সিনেমা আর্টিষ্ট ভেবে নিয়েছে ত।

হ্যাঁ বলছিল, ওর অফার নিলে পঞ্চাশ হাজার টাকা দেবেন।

তা দিন, জলে পড়বে না নিশ্চয়। যাক তোমার কথা পরে শুনব। আজ অনেক কথা আছে।

তারপর মানুর মাকে জিজ্ঞাসা করল, ভদ্রলোকদের কিছু চা জলখাবার দেওয়া হয়েছে কি না? মানুর মা বলল, হ্যাঁ দিয়েছি। চা বিস্কুট, কেক আর সন্দেশ।

বেশ করেছ। আজ রাত্রে একটু ভাল কিছু খাওয়ান চাই।

তুমি খাবে?

হ্যাঁ গো মানুর মা। আমিই খাব। অবশ্য সেইসঙ্গে চৈতালীও থাকবে আর তোমরাও।

সোমনাথ ড্রইংরুমে এসে বসতে বসতে বলল, হিন্দুস্থানী ভদ্রলোক দুজনের দিকে চেয়ে। বলুন, আপনারা আগে এসেছেন, আগে আপনাদের কথাই শুনি।

হামরা দোখানা বই করবে, হাপনি ডিরেকশন দিবেন।

বেশ। দক্ষিনা কত ঠিক করেছেন।

পচিশ হাজার দিব হামার বইতে।

কিন্তু আমার রেট একলাখ।

হাপনি তো ঐ একখানা বই ডিরেক্ট করিয়েছেন।

ওইখানার পরই দামটা স্থির করেছি।

কিছু মাপ জোক করিয়ে লিন।

পারব না। কারণ বিদেশে গিয়ে পড়াশুনায় আমার যা খরচ হয়েছে সেটা তুলতে হবে ত।

ওত ঠিক বাত আছে। হামাদের পরথম বই হিট করলে দুসরা বার দিব হাপনি যাহা বলিবেন।

আর একটা কথা, বই কার ?

বহি হামরা দিব।

তা দিতে পারেন, কিন্তু আমি আমার মত করে নেব।

তা নিবেন বৈকি। তোবে দুটা ডুয়েট গান রাখতে হোবে হ্যা।

না ডুয়েট একদম থাকবে না। আর দেখুন আজ অনেক রাত হয়েছে আপনারা স্ক্রীপটা রেখে যান। পরশু আসবেন।

বেশ। বলে হিন্দুস্থানী ভদ্রলোক দুজন চলে গেলেন।

অপর ভদ্রলোক বাঙ্গালী, বললেন, আমি তা হলে উঠি সোমনাথ বাবু। লাখ টাকা ত আমি দিতে পারব না।

হাসতে হাসতে সোমনাথ বলল, অনিমেশ বাবু, আপনাকে আমি আর ব্লাফ দেব না। আমি নিজের ছাড়া অপরের বই এখন করব না কিছু দিন।

তাহলে ওরা⋯ ⋯

ওদের একটু বাজাতে চাই, তবে বাজবে না। আমি জানি

ওদের স্ক্রীণ ; দেখবেন ? বলে কাগজের বাণ্ডিলটা হাতে নিয়ে সেটা খুলে এক জায়গায় এসে দেখে বলল। এই দেখুন। অনিমেশ বাবু রুচি ওদের।

আপনি পড়ুন।

সোমনাথ পড়তে লাগল। নায়িকাকে ভিলেন তাড়া করে নিয়ে যাচ্ছে। ছুটতে ছুটতে মেয়েটির গায়ের জামা কাপড় খুলে গেল। শেষ পর্যন্ত আচল ধরে টানাটানি। মেয়েটির দেহের প্রায় সবটাই দেখা যাচ্ছে। একটু থেমে সোমনাথ বলল। কল্পনা করতে পারেন!

কিন্তু এই সবই ত চলছে এখন।

চলছে না। আমরা চালাচ্ছি। কারন আমাদের কেউই দেশকে দেখছি না। দেখছি না নব যুব সমাজকে। ভাবছি না এই ভাবে সমাজকে আমরা কোথায় নিয়ে যাচ্ছি।

কিন্তু ও সব না থাকলে বই হিট করে না।

অনিমেশ বাবু, মনে করুন বড়ুয়া সাহেবের ছবির কথা। পথের পাচালীর কথা কি এর মধ্যে ভুলে গিয়েছেন।

ওঁরা সব প্রতিভা। নিজেরাই সৃষ্টি করতে পারেন, অপরের সে ক্ষমতা কোথায়।

তাই বলে স্থূল বুদ্ধির কতকগুলি বিকৃত রুচির ছবি বার করতে হবে।

আমি তাহলে এখন উঠি।

আচ্ছা, ভবিষ্যতে যদি কখনও আপনাদের দরকার হয় খবর দেব।

ভদ্রলোক চলে যেতে সোমনাথ চৈতালীর ঘরে চলে এল। মায়ের বাড়ীর সব ঘটনা বলে বলল, করবী ফিরেছে।

কোথায় দেখা হল।

মায়ের ওখানেই। আমার মামাত ভাইকে বিবাহ করেছে।

তাই নাকি। কোথায় বিয়ে হল।

বলল ত প্যারিসে।

যাক ভালই হল। ও চেয়েছিল সংসার।

যাবে নাকি কাল মাকে, করবীকে দেখতে।

আমি কেন যাব ?

সিঁদুর পরে করবীকে কেমন দেখাচ্ছে, দেখবে না।

না কাল যেতে পারব না, দাদার ওখানে যাব একবার।

পরদিন সকালে সোমনাথ মায়ের কাছে এসে দেখল করবী ফিরে যায় নি। প্রনবও রয়েছে। সে তার অফিসে বেরুবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। অল্প এই সময়টুকুতে এই বাড়ীর যে পরিবর্তন হয়েছে তা লক্ষ করে সোমনাথ বিস্ময় বোধ করল। মায়ের ঘর পালটান হয়েছে। সব থেকে বড় ঘরে তিনি বদলী হয়েছেন। বাড়ীর সমস্ত চাকর বাকর ঝি করবীর কথায় ওঠা বসা করছে। করবী সোমনাথকে বলল, পিসিমা ভীষণ রেগে গেছেন।

কারন ?

আমি সব একটু চেঞ্জ করলুম ত। বলছেন সব উঠকো আপদ।

বলুন, তুমি ঠিকই করেছ। শক্ত না হলে ওনাকে বাগান যাবে না। আর সেইটাই আগে দরকার।

কিছু খেতে চাইছেন না।

তাই নাকি। চলত দেখি। নার্স একটা দেখব ?

কি হবে আর ! সারাদিন আমার ত কোন কাজ নেই।

আচ্ছা করবী, একটা কথা জিজ্ঞাসা করব ?

বল।

আজ কি তুমি পরিপূর্ণ সুখী ?

এর চাইতে সুখ আমি কল্পনা করতে পারি না। তোমাকে গুরুর আসনে বসিয়ে যে শিক্ষা আমি তোমার কাছ থেকে পেয়েছি।

আর .....

আর ?

এদের ব্যবহারে আমি মুগ্ধ। তোমার সঙ্গে একটা সম্পর্কও আমার হয়েছে। তাই তোমাকে দাদা বলে ডাকতে চাই। তোমার বিবেক, বুদ্ধি, বিচারের পরিপূর্ণ প্রকাশ আমি দেখতে চেয়েছিলুম। আজ তাই দেখে তোমার মত আমিও সুখী। চল এবার মাকে দেখি।

কিছু ফলের রস, হরলিক্সের গ্লাস নিয়ে ওরা এল মায়ের কাছে। ওদের দেখে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন মিসেস চ্যাটার্জী। সোমনাথ রসের গ্লাসটা হাতে করে মায়ের কাছে এসে বলল, এটা খেয়ে নাও মা।

কি ওটা।

বেদানা, আঙুরের রস

আমার কি মরণ রোগ যে রস খাব !

কি খাবে বল, সব এনে দেব।

কিছু খাব না।

আচ্ছা, খেও না, এদিকে ঘোরাও দেখি মুখটা।

মিসেস চ্যাটার্জী সেই রকম বসে রইলেন, সোমনাথ আবার বলল,

এরপর ঘুম পাড়িয়ে খাওয়াব,

ঘুম হলে ত বাঁচতুম।

মনের গ্লানি না কাটলে ঘুম হবে কেমন করে !

তুই চলে যা, তোকে কে ডেকেছে।

কেউ ডাকেনি, কই ফিরলে।

খাবনা কিছু।

খাবে, সোমনাথের গলার এই স্বর এর আগে মিসেস চ্যাটার্জী শোনেন নি কোনদিন। সোমনাথ বা অন্য কেউ যে তাঁর ওপর হুকুম করবে এ তার কল্পনার অতীত। তবুও কি ভেবে মুখ ঘোরালেন। বললেন, জোর করে খাওয়াবি!

দরকার হলে তাই।

করবীর দিকে চেয়ে বললেন মিসেস চ্যাটার্জী, দাও কি দেবে।

খাওয়ান হলে সোমনাথ বলল, এই ত লক্ষ্মী মেয়ে, এবার বল কোথায় বেড়াতে যাবে।

যমের বাড়ী।

সেখানে নিয়ে যাবার জন্য আমাদের দরকার হবে না। আমরা যেখানে নিয়ে যাব, যাবে, ব্যাস।

তোর কথায়।

না ডাক্তারের কথায়।

ও একটা ছাগলের ডাক্তার।

তা হলে আমরা সব ছাগল, যাক তোমার সঙ্গে ঝগড়া করতে চাই নে। বিকেলে গাড়ী পাঠাব। করবী বেড়াতে নিয়ে যাবে।

উনি কি এখানে থাকবেন নাকি!

হ্যা তোমার নার্স হয়ে। ও খুব ভাল নারসিং জানে।

ওরে আমার কে রে। নার্স রাখতেন বাবা, ডেলি পঞ্চাশ টাকা করে গুনে দিতেন।

ওর দাম আরও বেশী, তুমি ভেব না, বিকেলে আসব আবার। চলে এল সোমনাথ।

মিঃ মুখার্জীর মেয়ে হয়েছে। মিনাক্ষী অত্যন্ত দুর্ব্বল। ওর স্বভাবের ধার গুলো আরও বেড়েছে। মিঃ মুখার্জীর সমস্ত উপদেশ উপেক্ষা করে সে এগিয়ে চলেছে নিজের উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তিকে নিয়ে।

মেয়ে রয়েছে আয়ার কাছে, সেই মানুষ করছে। মিঃ মুখার্জী একদিন বলেছিলেন, তুমি যা করছ আমি ভাবতে পারছি না।

না পার চুপ করে থাক।

শরীরটা অন্ততঃ সুস্থ রাখবে ত।

মেয়েদের ছেলেপুলে হলে তারা বুড়ি হয়ে যায়।

কিন্তু তুমি তো আর বুড়ি হওনি।

হইনি, হতে চাইও না। তাই তোমার কাছ থেকে দূরে থাকতে চাই।

তা থাক, তবে ক্লাব টাব গুলো এবার ছাড়।

তা হলে বাঁচব কি করে!

আর পাচ জনে যেমন করে বেঁচে রয়েছে।

তোমার ঐ মেয়ে মানুষ করা, তার নোংরা কাঁথা কানি কাচা, তোমাদের গেলবার যোগাড় করা!

ও সব না করেও অনেকেই সংসার করছে।

তাই বল, সংসারের ঘানিতে আমাকে জুড়ে দিতে চাও। তোমারই সংসার।

যাক, তোমার সঙ্গে এই সব বাজে কথা আমি বলতে চাইনে। আমার কোন কাজে কেউ কোন দিন বাধা দেয় নি। আমি পছন্দ করি না।

মিনাক্ষী চলে গিয়েছিল ঘর ছেড়ে।

এসব কথা সোমনাথ শুনেছে চৈতালীর মুখে। দাদার বাড়ীর লোকেই বলেছিল ওকে। সোমনাথ আর কি করবে! ব্যথা, বেদনা, দুঃখ নৈরাশ্যে ভরা পৃথিবী। তার কতটুকু ক্ষমতা যে সে সকলকে সুখী করবে! তাছাড়া মিনাক্ষী ঝড়ের গতিতে এগিয়ে চলেছে ধংসের দিকে। ফেরবার কোন কিছু দূর ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে দেখতে পাচ্ছে না সোমনাথ।

হাজার কাজের মধ্যেও মাকে একবার এসে দেখে যায়। একটু একটু করে করবী তার সংসারের সব কাজ নিজের হাতে তুলে নিয়েছে। এখন আর করবীকে না হলে মায়ের চলে না। প্রতিদিন বিকালে বেড়াতে যান করবীর সাথে। প্রথম প্রথম করবীর হাত ধরে চলা ফেরা করতেন। এখন নিজেই কোন অবলম্বন না হলেও হাঁটা চলা করতে পারেন। প্রনব অবশ্য সংসারের কিছুই বোঝে না। বোঝবার দরকারও নেই। ওর বাপ উচ্চ মধ্যবিত্ত হলেও কোন উগ্র আধুনিকতা নেই তাঁদের মধ্যে। করবীকে ভাল লেগেছিল। বিবাহ করেছে। তারপর সব ভার করবীর। সে নিজের কাজ নিয়েই আছে, থাকে। অফিসে ওর অজস্র কাজ। করবীও সারাদিন অবসর পায় না। দুজনেই নিজের কাজ নিয়ে সুখী।

করবী আর সোমনাথের ভাবনার মধ্যে পড়ে না। তার ভাব মূর্তি করবীর মধ্যে মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে। কিন্তু মিঃ মুখার্জীর জন্যে সোমনাথের চিন্তার অন্ত নেই। সেদিন মিঃ মুখার্জি ওর বাসায় এসে বলেছিলেন,

কি যে করি, কিছুই বুঝতে পারছি না।

চৈতালী জিজ্ঞেস করেছিল, মেয়ে কি রকম আছে ?

কি রকম থাকবে, বুকের দুধ একটুও পেল না।

তুমি বল না!

বলে কি হবে। ওর মা হওয়াই অন্যায় হয়েছে।

চৈতালী চুপ হয়ে ছিল। মিঃ মুখার্জি বলেছিলেন,

সেদিন ত স্পষ্টই বলল, ছেলে মেয়েকে দুধ খাওয়াবার জন্য আমি শরীর তৈরী করিনি।

বলল এই কথা, বলতে পারল!

ও নাকি শুনেছে ইউরোপের মেয়েরা তাদের সন্তানদের

নিজেদের দুধ খাওয়ায় না।

ও ত আর মেম সাহেব নয়। তাছাড়া ও তাদের জানে কি ?

ওই সব দিশি সাহেব মেমদের কাছে শোনেত।

যেতে দাও কেন বাইরে।

ডাক্তার সেনগুপ্ত ওর অসুখের সময় বলেছিলেন, বাইরে বেরুতে না দিলে পাগল হয়ে যেতে পারে।

তা এও ত একরকম পাগলই।

তুই একবার যাবি, যদি বোঝাতে পারিস।

নিশ্চয় যাব।

সোমনাথকে সব বলে এসেছে চৈতালী। তাই আবার ভাবছে সোমনাথ। আঁস্তাকুড়ের আবর্জ্জনা থেকে কুড়িয়ে নিয়ে এসে করবীকে প্রতিষ্ঠিত করেছে স্বমহিমায়। দুর্দ্দম, দুর্দ্দান্ত একগুঁয়ে নিজের মাকে তাঁর বিবেক বুদ্ধি, বিচার বোধে জাগ্রত হতে সাহায্য করেছে। কিন্তু কু-শিক্ষা, কু-আবহাওয়া, কু-পরিবেশ আর বাপের সংসারে বিকৃত রুচির মধ্য দিয়ে যে মেয়ে লালিত পালিত হয়ে বড় হয়েছে তার মনে শুভ বুদ্ধি জাগানো কি সম্ভব! তাছাড়া প্রধান কথা সময়ের। মিনাক্ষীকে নুতন করে গড়তে হলে সারাদিন রাতের সাহচর্য্য দরকার। কিন্তু সময়ের একান্ত অভাব সোমনাথের। দ্বিতীয় বই ওর প্রায় শেষ হয়ে এল। তৃতীয় বই করবার আগে ভারত সরকারের কতকগুলি ডকুমেণ্টারী ছবি করে দিতে হবে। তাঁরা তাগাদা দিচ্ছেন। চৈতালী গিয়েছে মিনাক্ষীকে বোঝাতে। দেখা যাক্ কি করে আসে।

বিকেল বেলা ঠিক যখন মিনাক্ষী বেরুচ্ছে চৈতালী যেয়ে পৌছিল দাদার বাড়ী।

কি গো ননদ ঠাকরান, কি মনে করে।

এলুম, মেয়ে কোথায় ? চল ভিতরে যাই !

তুমি যাও, আমি বেরুচ্ছি।

এস না ভাই বৌদি, একটু আলাপ করি।

তোমার সঙ্গে ! প্রফেসর মানুষ, গুরু, গম্ভীর, আমার সাথে কি তোমার গল্প করতে ভাল লাগবে।

দাদা নেই। সোমও বাইরে, একলা ভাল লাগছিল না, তাই তোমার কাছে চলে এলুম, তা তুমিও .....

দাদা নেই মানে, কোথায় গেছে।

ঐ যে সোম বলল, কি একটা ছবির ব্যাপারে ওদের হঠাৎ মাদ্রাজ যেতে হচ্ছে।

কিন্তু আমি ত কিছুই জানি না।

ওরা কাউকেই জানাতে পারেনি, আমি কলেজে থাকলে আমিও জানতে পারতুম না।

সোমের কি কপাল বল।

কেন ?

নয়ত কি, ঠিক সময় কি রকম তোমাদের পায়।

তোমাদের আবার কে !

কেন, কিছুদিন আগে ছিল ভারতের সেরা সুন্দরী অভিনেত্রী ; এখন সুন্দরী প্রফেসর।

যার যেমন ভাবনা, চল ভিতরে যাই।

আমি আর যাব না। এমনিতেই আমার দেরী হয়ে গেছে। আয়া মেয়ে নিয়ে বাইরে এল। মেয়ে প্যারাম্বুলেটরে বসে রয়েছে। চৈতালী এগিয়ে এসে কোলে তুলে নিয়ে বলল,

এই ফুল ছেড়ে তোমার বাইরে যেতে ইচ্ছা করে বৌদি ! কেন করবে না, ও আমার কি কাছে আসবে।

মা বলে ডাকবে যখন তখনও কাজে লাগবে না।

তোমার সঙ্গে বকবক করতে পারি না। বলে এগিয়ে যেয়ে গাড়ীতে উঠল মিনাক্ষী, চৈতালী সেখানে দাঁড়িয়ে মেয়ের হাত তুলে বাই, বাই করে ছিল।

মেয়েটা যে কি ভাল হয়েছে! সারাক্ষণ চৈতালীর কোল থেকে নামল না; রাত্রি বাড়তে মেয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। নটা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করে চৈতালী ফিরে এল। সমস্ত রাত ঘুমোতে পারল না। মেয়েটা সারাক্ষণ তার বুক খুজেছে। ঘুমের ঘোরে আচমকা চমকে উঠেছে চৈতালী আকবরের বৌএর কথা মনে হয়েছে বার বার।

দুধের সাধ কি ঘোলে মেটে। বর দেখতে বলেছিল আকবরের বৌ। কোথায় খুজবে তাকে। সমস্ত হৃদয় মন জুড়ে যে একখানা ছবী আঁকা হয়ে গেছে। মুখ খুলে ত তাকে কিছু বলা যাবে না। যদি না সে নিজে কিছু বুঝতে পেরে থাকে। ধ্যান মগ্ন মহা যোগীর তপস্যা ভাঙ্গাতে সে শুধু নিজের মনেই পূজার ফুল সাজিয়ে যাচ্ছে। মদনের ফুল ধনুর তীর নিক্ষিপ্ত হবে কিনা তা ত সে জানে না।

পরদিনই সকালে সোমনাথ এসে জিজ্ঞাসা করল, কি দেখলে! যথা পূর্ব্বং, আমি প্রতিদিন যেতে পারি। কিন্তু কোন ফল হবে না।

দাদার সংসারে যদি তুমি মিনাক্ষীকে ফিরিয়ে দিতে পার সেইটাই হবে তোমার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার।

সোমনাথ হঠাৎ এরকম কথা বলছে কেন কিছু বুঝবার আগেই আবার চৈতালী বলে উঠল: সকলের ভাঙ্গা মন, ভাঙ্গা সংসার জোড়া লাগাব আমরা। কেন, আমাদের কিছু চাওয়া পাওয়া নেই।

চৈতালী।

না না তুমি বুঝবে না। তোমরা কেউ বুঝবে না। মুখে কপড় চাপা দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল চৈতালী ঘর ছেড়ে। হতভম্ব

করে বসে রইল সোমনাথ চৈতালীর চলে যাবার পথের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে।

রাতের অন্ধকারে চৈতালীর চোখ দিয়ে জল পড়ছে। একি ছেলেমানুষী করল সে সোমের সামনে। দাদার মেয়েকে বুকে নিয়ে আজ সে সারা সময় কেঁদেছে নিজের মনে। চলে আসতে ইচ্ছা করছিল না। মনে করেছিল মেয়েকে বুকে জড়িয়ে ঘুমিয়ে থাকবে সারারাত। ওটাও ত ওরই বাড়ী। কিন্তু আয়া যখন বলল, মেয়ে রাতে জাগে না। বেশ ঘুমায়। তখন আর থাকতে মন চাইল না। ভেবেছিল মেয়েটা ঘুমোতে ঘুমোতে হাত দিয়ে তার বুক খুজবে। সমস্ত শরীরে আসবে একটা শিহরণ। আবেশে সেও ঘুমিয়ে পড়বে। কিন্তু আয়া ঐ সব কথা বলতে মনটা আবার খিঁজে গিয়েছিল। তারই রেশ সোমের সামনে প্রকাশ পেয়েছে। মন না মতি, মানুষের মন যে সব সময় একইভাবে চলবে তার কোন ঠিক নেই। চৈতালী চেয়েছিল কিছু। কিছু চায় সে, কি চায়? ছেলে চায়! নিজের ছেলে! মা হতে চায়। দাদাকে ত বললেই পারে। সাত দিনের মধ্যে তিনি ছেলে যোগাড় করে নিয়ে আসবেন।

জোগাড় করা ছেলে! নয় ত কি। সকলেরই বর যোগাড় করতে হয়। নিজেরা পছন্দ করা বিবাহ আর কটা হয়! বাপ, দাদা কাকারাই বিবাহ দেয়। ছিঃ ছিঃ সোম কি মনে করল! করুক মনে। মানুষ না পাথর, একটা মেয়ে তার বাসায় রয়েছে। সে সম্বন্ধে কোন হুঁস পর্ব্ব আছে। কুকুর বেড়াল থাকলেও লোকে ডেকে হেসে কথা বলে।

তা কথা কি আর বলে না! বলে বৈকি। গদ্যে বলে। কাষ্ঠ গদ্যে। আচ্ছা, দেখত চৈতালী, এই জায়গায় কি রকম হবে। কি ভাবে এটা হলে ভাল হয়। আলোটা কি এখানে

আরও একটু কম করাব ? বা, বন জঙ্গলের সিনারী। আউটডোর স্যুটিংয়েই ভাল হবে। কি বল! ষ্টুডিয়োর ভিতর ঠিক ন্যাচারাল হয় না। আরও আছে। আচ্ছা চৈতালী, জংলী মেয়েরা কি হাটুর ওপর কাপড় পরে।

তা কেন পরবে! সব সময় সকলে বিবি সেজে থাকে আর কি।

সেদিন সোম বলল জান চৈতালী আমার বইতে ছ্যাবলামী পাবে না।

ওঁরু-বই ছাড়া আর সবই যেন ছ্যাবলামী !

ভালবাসা বাসি, বা প্রেম প্রেম খেলা,—সে সব না হয় নাই করলে, তাই বলে ফিরে চাইবে না একবার। ভাববে না একবার মেয়ে বলে, নারী বলে। এই ত সব এত মেয়ে ঘুরে বেড়ায়। চায় না লোকে তাদের দিকে! চাওয়াতে হয় না। এমনিতেই চোখ যেয়ে পড়ে। এটা প্রবৃত্তি, এটা ধর্মও বলা যায়। তাই বলে সকলেই কিছু আর অসৎ চরিত্র নয়। তোমার কথায় ছ্যাবলা নয়।

বালিশটা ভেজা ভেজা লাগছে। কাঁদছিল নাকি চৈতালী এতক্ষণ। চোখ দিয়ে নিশ্চয় জল পড়েছিল। নাহলে বালিশ ভিজবে কি করে! গালে হাত দিয়ে দেখল।

সত্যি তা হলে কেঁদেছিল। কেন কাঁদল, কান্নায় কি হল! হয়েছে, হয়েছে। সোমের ঘরের কথা মনে পড়ল, আবার ভরে উঠল চোখ জলে। উঠে পড়ল চৈতালী। আলো জ্বালল, চারু বলল, কে, দিদি নাকি !

হ্যাঁ।

কি হল, ঘুম আসছে না।

না বড্ড মাথা ধরেছে।

তাই নাকি, এস বারান্দায়, বেশ ঠাণ্ডা, ঘরে যা গুমোট।

চৈতালী বারান্দায় এসে বসল, চারু মাথাটা নিজের কোলের উপর টেনে এনে টিপতে লাগল। ধীরে ধীরে ঘুমিয়ে পড়ল চৈতালী।

সকাল বেলা সোমনাথ উঠে বাইরে এসে দেখল চৈতালী বারান্দায় শুয়ে রয়েছে। তখনও ঠিক পরিষ্কার আলো ফোটেনি দিগন্তে। কা-কা শব্দে কাকের মিছিল বের হয়নি। সুরু হয়নি পাখীর দলের ছুটোছুটি। সুরু হয়নি রাস্তায় জলের কলের কাছে কলহ। পুব দিকটা ওদের বাড়ীর সামনে, সূর্য্য উঠতে দেরী আছে। দু একটা রিক্সায় ঠুন ঠুন শব্দ ভেসে আসছে। সারা রাতের অসহ্য গরমের পর এখন ভোর বেলা বেশ ঝির ঝিরে বাতাস উঠেছে।

গরমের জন্য হয়ত বাইরে এসে শুয়েছে চৈতালী। কিন্তু এরকম বেশ বাস! মাথায় চুল সব যেন তাল গোল পাকান। এই রকম অগোছাল হয়ে শোয় নাকি চৈতালী! পায়ের কাপড়টা কতটা উঠে গিয়েছে, বুকের ওপর কাপড় নেই। জামার বোতামও খুলে গিয়েছে। সোমনাথের গা ছমছম করে উঠল। নীচু হয়ে পায়ের কাপড়টা ঠিক করে বুকের ওপর আঁচলটা তুলে দেবার জন্য টানতেই চৈতালীর ঘুম ভেঙ্গে গেল। দেখল ওর মুখের ওপর সোমের মুখ। মুহূর্তে টেনে নিল সোমনাথকে তার বুকের উপর।

চৈতালী, কি করছ! অস্ফুটে বলে উঠল সোমনাথ কিছুই করছি না, চুপ করে থাক শুধু, প্লিজ।

চৈতালী, বেলা হচ্ছে, মান্নুর মা, চারু এসে পড়তে পারে।

না পারে না। ওরা কাল অনেক রাতে শুয়েছে এখনই উঠবে না।

কি আর করা। সোমনাথ শুয়ে রইলে কিছু সময়। ঘরের

মধ্যে একটা শব্দ শুনে উঠে পড়ল সোমনাথ।

কলেজ থেকে ফিরবার পথে চৈতালী দাদার বাড়ী এসে আজও দেখল, মিনাক্ষী নাই। ও পৌছবার আগেই বেরিয়েছে। এমনি ৩দিন এল সে। মিনাক্ষীর জন্য না হলেও মেয়েটার জন্যই আসে। তাছাড়া মিনাক্ষীকে বাগ-মানান, তার কাজ নয়। কিছু সময় মেয়েটাকে নাড়াচাড়া করে চলে এল।

মিনাক্ষী আজ ক্লাবে যায় নি। সে এসেছে মিসেস চ্যাটার্জ্জির কাছে। করবীকে সে চেনে না। সিনেমায় সেই যা দেখেছে। ছবীর পর্দায় যাদের দেখা যায় বাইরে এসে কি আর চেনা যায় তাদের। তাছাড়া করবীও আর সেই করবী নেই। তার আমূল পরিবর্ত্তন হয়েছে। সোমনাথের মায়ের ঘরে সে এখন সর্ব্বময়ী, সোমনাথের মায়ের কথায় রূপে-গুনে লক্ষী সরস্বতী। মিসেস বাগানে বেড়াচ্ছিলেন। পাশে পাশে একটা ছোট্ট ফুট ফুটে ছেলেকে ছোট একখানা গাড়ীতে নিয়ে বেড়াচ্ছে একজন মালী গোছের লোক। মিনাক্ষী এসে প্রণাম করে দাড়াল।

তুমি আবার কে! মিসেস চ্যাটার্জ্জি প্রশ্ন করলেন।

আমাকে আপনি চিনবেন না মা। চৈতালীর বৌদি আমি। চৈতালী, সোমনাথবাবুর সঙ্গে পড়ত।

তা হবে। চল বসি কোথাও।

বাগানেই একখানা বেঞ্চিতে বসে বললেন, বস।

মিনাক্ষী বসতে আবার বললেন, বল এবার।

এবার আমাকে চিনতে পেরেছেন।

চিনব না আবার! সেই ট্যাঁক টেকে কথা বলা মেয়েটার দাদার বৌ ত তুমি।

একটু হেসে ঘাড় নেড়ে সায় দিল মিনাক্ষী।

তা কি হয়েছে তার!

কিছু হয়নি। তবে হতে পারে।

কি রকম!

সেই চৈতালী এখন আপনার ছেলে সোমনাথের কাছে থাকে।

বৌদির জ্বালায় বুঝি দাদার বাড়ী ছেড়েছে।

আজ্ঞে না, সে সব কিছুই নয়।

তবে কি? বিয়ে করেছে।

না, তাহলে ত মিটেই যেত।

ঢলাঢলি করছে।

খুব বেশী দৃষ্টিকটু না হলে উনি আমাকে আপনার কাছে পাঠাতেন না।

তা আমি কি করব?

সোমনাথ আপনার ছেলে, আপনি কিছু না করলে আমরা কার কাছে যাব।

সোম কি তার সঙ্গে লটঘট কিছু করেছে।

তাকে ত আপনি জানেন। তার যা চরিত্র, এর আগে একজন সিনেমার মেয়ে ছিল তার কাছে।

সিনেমায় কাজ করে, থাকতেই পারে।

কিন্তু আমাদের যে মুখ দেখান ভার হয়ে উঠেছে। ভদ্র ঘরের মেয়ে নিয়ে.......

রাখ তোমার ভদ্রঘর। কোলকাতায় কত তা বড় ভদ্রলোক ওকে মেয়ে দেবার জন্য পাগল জান!

দেখে আমার কাজ নেই। আপনি আমার ননদকে ফিরিয়ে দিন।

কি করে মেয়েটি?

ঐ কোন কলেজের প্রফেসর।

কি বললে, প্রফেসরী করে?

আজ্ঞে।

আর তাকে আমি ফিরিয়ে দেব ?

আপনিই পারেন।

না পারিনে। তারপর হাকিম যখন বলবে ওরা সাবালক।

আজ্ঞে, একবার চেষ্টা করলে হত না ?

না হত না। যা হবার তা হয়েই গেছে।

মিনাক্ষী ওঁর মুখের দিকে চেয়ে রয়েছে দেখে আবার বললেন, বুঝতে পারলে না, ও রূপে ভুলেছে। ও আর ফিরবে না।

সোমনাথকে গাড়ী থেকে নামতে দেখে মিনাক্ষী উঠে দাড়াল। বলল, তাহলে আর কি বলব। আমি যাচ্ছি।

একটু চা খেয়ে যাবেন না। করবী এসে দাড়াল।

না। দ্রুত পায়ে বেরিয়ে যেয়ে নিজের গাড়ীতে বসল মিনাক্ষী।

গেটের কাছে দাঁড়িয়ে গাড়ীটা চলে যাওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করল সোমনাথ। তারপর মায়ের কাছে এসে দাঁড়াতে করবী বলল, বাবা, কি রাগ।

কার ?

ঐ ভদ্রমহিলার, তোমার সঙ্গে সিনেমার মেয়েরা থাকে।

তাতে কি হল !

তোর চরিত্রের ওপর দোষ দিয়ে গেল। এবার বললেন মিসেস চ্যাটার্জ্জি।

তা জিনিষ থাকলেই তার দোষ গুণ থাকে। তাছাড়া উনি খুব চরিত্রবতী মহিলা।

তুই চিনিস নাকি ?

চিনব না ! চরিত্রটা ঠিক কি রকম আছে যাচাই করতে ওদের ক্লাবে যাইত মাঝে মাঝে।

মার সামনে ওসব কথা বলতে লজ্জা করে না।

পিছন থেকে মায়ের গলা ধরে বলল সোমনাথ। তুমি ভুলে যাচ্ছ মা। তোমার ছেলে একজন নাম করা অভিনেতা। এখন ত রীতিমত অভিনয় শেখাই।

ও মেয়েটার কথা কি বলে গেল!

ও হ্যাঁ, চৈতালী। তোমার বৌ তাকে চেনে।

হ্যাঁরে, এতক্ষণ ত কই কিছু বলিস নি বৌ!

বারে, ফুরসৎ পেলুম কোথায়!

সোমনাথ ততক্ষণ মায়ের গলা ছেড়ে দিয়ে করবীর ছেলেকে কোলে তুলে নিয়েছে। কোলে তুলতেই ছেলেটা খিল খিল করে হেসে উঠল। সোমনাথ মায়ের দিকে চেয়ে বলল, দেখছ মা, কি রকম দস্যি হয়েছে।

তাই ত দেখছি, একটুও ভয় ডর নেই।

না ভয় ডর থাকবে না, 'লাজ লজ্জা ভয়, তিন থাকতে নয়।'

করবীর দিকে ফিরে বলল, কিছু খেতে দাও করবী।

চল ঘরে চল।

ওরা দুজনে ঘরের দিকে পা বাড়াল, সোমনাথ ছেলে শুইয়ে এল তার গাড়ীতে।

সিনেমার মেয়েদের কথা কি বলছিলে তখন।

ঐ মিসেস মুখার্জ্জি বলে গেলেন, সিনেমা মেয়েদের সঙ্গে থেকে থেকে তোমার চরিত্র একেবারে গোল্লায় গেছে।

সুতরাং চৈতালীকে সরাবার জন্য অনুরোধ।

কি করে বুঝলে?

ওদের আমি চিনি করবী। মিনাক্ষীর মাতাল দাদামনির সঙ্গে চৈতালীকে গেঁথে দিতে চায়।

সোমনাথ বাসায় ফিরেই দেখল মিঃ মুখার্জি বসে রয়েছেন। বলল, না দাদা। তোমার বৌ-এর ক্ষমতা আছে।

কি রকম ?

মায়ের কাছে গিয়েছিলেন, চৈতালীকে আমার কাছ থেকে সরানোর আবেদন জানাতে।

তারপর ?

মা অবশ্য বলেছিলেন, উপযুক্ত ছেলে মেয়ে। তাঁর করবার কিছু নেই।

কিন্তু হঠাৎ এই অভিযান ?

বুঝলুম না ঠিক। মিনাক্ষীর দাদার সাথে চৈতালীর বিবাহের কথাটা আর বলল না।

আমি জানি, চৈতালী বাইরে এসে দাঁড়িয়ে ছিল। কথা কটি বলে ঘরে ঢুকল। মিঃ মুখার্জি জিজ্ঞাসা করলেন, কি জানিস ?

বৌদি তার দাদার জন্যে আমাকে কনে স্থির করেছে।

সেই মোদো মাতালটা।

হ্যাঁ সেই।

কি ভাই বোন! সোনায় সোহাগা!

ও নিয়ে আর তুমি মন খারাপ কোরো না।

সোমনাথ যোগ করল, এক কোনায় পড়ে আছি দাদা। আর উদ্বাস্তু হতে চাইনে।

না করব আর কি। প্রবৃত্তির তাড়নায় যে বিষ গলায় নিয়েছি, নিলকণ্ঠ না হয়ে উপায় কি!

কয়েকদিন পর মিঃ মুখার্জি তাঁর ড্রইং রুমে বসে আছেন, মিনাক্ষী এসে বসল সামনের সোফায়। বলল, মাদ্রাজে গেলে, আমাকে জানালে না।

না, তার আগে বল মিসেস চ্যাটার্জিকে কি বলেছ?

তুমি কি শুনেছ, আগে শুনি ?

সোমনাথ একটা চরিত্রহীন, বলনি একথা ?

এ কথা সকলেই জানে।

কি জানে ?

সিনেমায় যারা কাজ করে তাদের আবার চরিত্র বলে কিছু আছে নাকি ?

আর যারা সোসাইটি গার্ল হয়ে Saturday club, Sunday club, ক্যাবারে নাচের মজলিশে রাত কাটায় তারা খুব চরিত্রবান তাই না !

ও সব জায়গায় যেতে হলে অর্থ দরকার হয়, রুচি দরকার হয়, কালচারের দরকার হয়, প্রগতিশীল হতে হয় ।

আর সেই প্রগতির দোহাই দিয়ে যখন অবৈধ সন্তানের মা হতে হতে ফুরিয়ে যায় মেয়েরা তখন কোন একজনের ঘাড়ে বসে তার রক্ত চুষে খায়

Modernism সম্বন্ধে তোমার কোন ধারণাই নেই, সুতরাং তোমার সঙ্গে ও আলোচনা নিস্ফল !

বেশ সোমনাথ না হয় চরিত্রহীন, কিন্তু চৈতালীকে এখানে নিয়ে আসবার উদ্দেশ্য কি ?

উদ্দেশ্য আবার কি, বাড়ীর মেয়ে কতদিন বাইরে থাকবে !

তা এতদিন এ দরদ কোথায় ছিল ?

আমি নতুন বৌ। বলে জানতে চিনতেই মানুষের কতদিন কেটে যায় ।

সোমনাথকে তুমি কতদিন জান ?

আমার জানার কি দরকার, ছায়া, সবিতা, মামি, দাদা সকলেই বলাবলি করে ।

দাদারও নজর পড়েছে ।

কথা উঠলেই কথা হয় ।

সোমনাথ সম্বন্ধে কিছুই জান না, অথচ তার মায়ের কাছে তার নামে নালিশ করে এলে ।

নিজের সংসারের জন্যই করেছি।

সোমনাথকে চিনতে শুধু তুমি কেন তোমাদের ঐ সোসাইটির কেউই পারবে না।

নিজের বোনের ভালর জন্য করছি, তাতে এত কথা কিসের!

সেই ভাল কতদূর যেতে পারে আমিও দেখতে চাই।

মিঃ মুখার্জি একটা জিনিস ভাল ভাবে লক্ষ্য করলেন, মিনাক্ষী আজ একবারও চটেনি। যা তার স্বভাব বিরুদ্ধ। মনের গভীরে বেশ বড় রকমের কোন দ্বিধা বা অভিসন্দি না থাকলে পারত না। কি সেই মতলব! নিজের দাদার সঙ্গে চৈতালীর বিবাহ! চৈতালী প্রচুর সম্পত্তি, অর্থের মালিক, বিয়ে হয়ে গেলে সেগুলো ওর দাদা পেতে পারে। তবে কি ওদের আর্থিক অবস্থা ভাল নয়! আর সেইটাই কারণ! দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বাজারে কালো টাকার কিছু মিনাক্ষীর বাপের মত অনেকেই লুটে ছিল। কিছু কিছু চোরা কারবারী ধরা পড়েছে। সেই দলে মিনাক্ষীর পিতৃকুল পড়ল নাকি! মেয়েকে একটু আদর করে মিঃ মুখার্জি চলে এলেন কমলেশবাবুর বাসায়। কমলেশবাবু ষ্টুডিও বেচে দেবেন। সোমনাথের সঙ্গে যৌথভাবে ওটা কিনবার ইচ্ছা আছে মিঃ মুখার্জির। ঘরে ঢুকে বসতেই কমলেশ বাবু বললেন, শুনেছ হে, তোমার শ্বশুরের বাড়ী বিক্রী হয়ে যাচ্ছে। কথাটা শুনেই মিঃ মুখার্জি উৎসুক চোখে চাইলেন, বললেন,

না আমি কিছু শুনিনি। কি ব্যাপার বলত।

ইনকাম-ট্যাক্স, ইনসিওর কোম্পানীর লোন, সব জায়গাতেই কারচুপি করেছিলেন ওঁরা।

মানে।

মানে সব জায়গায় ভুল হিসাব, ভুল, অসত্য তথ্য দিয়েছিলেন আর কি। কমিশন বসেছিল, রিপোর্ট বেরিয়েছে।

তারপর।

টাকা ফিরৎ দিতে না পারলে, কারাবাস ঠেকান যাবে না। হঠাৎ মিঃ মুখার্জি বলে উঠলেন, ঠাকুর আলো দাও। আলো দেখাও।

কি হল, হঠাৎ।

না কিছু হয়নি কমলেশ। ভাবছিলুম ··

কি ?

ঠাকুর যে আমাকে এ রকম করে দয়া করবেন; ভাবতেই পারিনি।

বস, বস মুখার্জি উঠছ কেন ?

উঠছি, উঠতে হবে বলে। তোমার সঙ্গে কথা বলব, এখন আমি যাচ্ছি। একটু আনন্দ করব। বুঝলে একটু আনন্দ করব।

মিঃ মুখার্জি চলে এলেন সোমনাথের মায়ের কাছে। করবী এগিয়ে এসে বলল, দাদার কি শরীর খারাপ ?

না তেমন কিছু নয়।

অমন ফিট ফাট সাহেবটি হয়ে থাকতেন সব সময়। আর আজ একি চেহারা হয়েছে !

কিছুই হয়নি করবী, সেই সকালে বেরিয়েছি ত। তোমার ছেলে কোথায় ?

পিসিমার কাছে।

চল, মিসেস চ্যাটার্জির সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।

মিসেস চ্যাটার্জির ঘরে এসে দেখলেন তিনি ছেলের খেলনা নিয়ে তার সঙ্গে খেলা করছেন। মিসেস চ্যাটার্জি বললেন, আসুন মিঃ মুখার্জি। কতদিন আসেন নি !

আমি আপনার ছেলের মত। আমাকে আর আপনি বলবেন না।

তুমি চিতা বাঘের দাদা। রেগে মেতে যাবে নাত!

আপনার কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছি।

কেন কেন! ক্ষমা কিসের!

সেদিন মিনু এসে সোমের নামে যা তা বলে গেছে।

যা তা আর কি বলেছে। আমার মনে হয় তোমার বৌ ঠিকই করেছে।

বুঝলুম না।

একেবারে পর ওরকম দুজনকে দেখলে লোকে অনেক কথাই বলে।

তারা বলতে পারে, কিন্তু

তোমার বোন সম্বন্ধে অনেক কথা আমিও শুনি, তবে বৌমার কাছে সব শুনে আর কান দিই না।

কি কথা বলেছে আপনার বৌমা?

ঐ ওকে কি করে লেখাপড়া শিখিয়েছে। সিনেমা করিয়েছে।

মিসেস চ্যাটার্জি, এই করবীকেই আপনি একদিন,

বোলো না, বোলো না। সে সব কথা আর মনে করতে চাইনে। দুঃস্বপ্নে ভরা সেই অতীত অন্ধকারেই মুখ লুকিয়ে থাক।

সোমের মত ছেলে আমি জীবনে আর দেখিনি।

আর আমার বৌমা এই করবী আর সেই করবীই কি এক। তা বটে!

সেই আমি আর এখন কার আমিও কি এক!

আপনাদের ভাল হোক, এই কামনাই করি। আচ্ছা আমি যাচ্ছি।

ঘরের বাইরে এসে দেখলেন করবী দাড়িয়ে রয়েছে। ওঁকে দেখে বলল, খাবার দেওয়া হয়েছে, খেয়ে যান।

কিছুক্ষণ করবীর দিকে চেয়ে বললেন মিঃ মুখার্জি, চল।

খাবারের টেবিলে এসে দেখলেন, দুপুরের আহার্য্য সাজান রয়েছে। বললেন, কি করে জানলে ভাই যে আমি এ সব খাব।

সেই সকালে বেরিয়েছেন, এত বেলা হল, না খাইয়ে কেউ ছাড়ে না।

কেউ ছাড়ে না, না!

আর একটি কথাও না বলে খাবার টেবিলে গিয়ে বসলেন মিঃ মুখার্জি। যাবার আগে করবী জিজ্ঞাসা করল; আবার কবে আসবেন দাদা।

ফিরে দাড়ালেন মিঃ মুখার্জি, আচ্ছা করবী, তোমাকে আর সোমকে জড়িয়ে মিনাক্ষী যে সব কথা বলে গেছে, তাতে তোমার কষ্ট হয় নি।

উনি ত আমাকে চিনতে পারেন নি।

তবু

বললে সত্যি কথাই বলছেন।

কি সত্যি কথা।

আমি ত সোমের কাছেই থাকতুম।

শুধু এই টুকু।

আর কি!

না ভাই, আর কিছু নয়। আচ্ছা এবার আমি যাচ্ছি।

মিঃ মুখার্জি বুঝতে পারলেন। সোমনাথের কোন ছবিই আর করবীর মনে নেই। সে নিজের মনে সোমের যে ভাব মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেছিল তাই নিয়েই সন্তুষ্ট। আর কিছু ও চায় না। সোমনাথ ওর সোম হয়েই থাক। স্বামী পুত্র নিয়ে সুখে থাক মেয়েটা। অথচ কিনা হতে পারত ওর। অগাধ ঐশ্বর্য্যের মধ্যে তিলে তিলে মৃত্যু বরণ। তার চাইতে এই ওর এখনকার জীবন! কত সুন্দর কত পবিত্র! অতীত ওর কাছ থেকে ধুয়ে মুছে গেছে।

ফিরে এলেন মিঃ মুখার্জি নিজের বাড়ী। নিজের ঘরে।

সারাদিন কোথায় থাক? এগিয়ে এল মিনাক্ষী।

সোমনাথের মায়ের কাছে গিয়েছিলুম।

সেখানে আবার কি।

করবীকে দেখে এলুম।

করবী।

হ্যা, সিনেমার নায়িকা করবী, তুমি দেখনি?

আমি আবার কোথায় তাকে দেখলুম।

দেখেছ, চিনতে পারনি।

মিনাক্ষী চেয়ে রয়েছে। নিজের ঘরে শুয়ে মিঃ মুখার্জি কথা বলছেন। মিসেস চ্যাটার্জির বাড়ীর বৌটিই করবী।

তাই নাকি! ওঁর কোন ছেলের সঙ্গে……

না, ওঁর ভাই-এর ছেলে ওকে বিয়ে করেছে! প্যারিসে।

প্যারিসে।

হ্যা সোমের সঙ্গে ও দেশ ভ্রমণে বেরিয়েছিল সেখানেই ভাইএর ছেলের সঙ্গে দেখা হয়।

আর অমনি গেঁথে ফেলে।

আচ্ছা, মিনাক্ষী, তোমার বাপ ঠাকুর্দ্দা কি চামার ছিল!

কেন?

না হলে মানুষকে এত ছোট ভাব কি করে!

যারা যা তাদের তাই ভাবি।

চুপ কর। যা জান না তাই নিয়ে তর্ক কোরো না।

তুমি আমায় চোখ রাঙ্গাচ্ছ?

কেন তোমাকে ভয় করে কথা বলতে হবে নাকি!

তোমার এত বড় সাহস!

সাহস আমার নয়, সাহস তোমার। আজ এই দুটি বছর

তোমার সব অত্যাচার আমি মুখ বুজে সহ্য করেছি, আর নয়।

কি করবে, তুমি আমায় !

ঘরে থাকবে, ঘরের মানুষ হয়ে।

যদি না থাকি !

যাবে কোথায় ? ওদিকে ত ঘুঘুর ডাক শোনা যাচ্ছে।

কি বললে ?

তোমার বাপের বাড়ীর কথা বলছি! চোরা কারবারের দায়ের এবার সব শুদ্ধ জেলে যেতে হবে যে !

হয় তারা যাবে, আমার কি !

মিনাক্ষী ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল, মিঃ মুখার্জি বললেন, কোথায় যাচ্ছ।

দেখি কোথায় যাই।

না কোথায় যাওয়া হবে না।

তোমার হুকুম !

তাই।

যদি না শুনি !

এ বাড়ীর দরজা চিরতরে বন্ধ হয়ে যাবে।

মিনাক্ষী বেরিয়ে গেল।

মিঃ মুখার্জি ড্রইং রুমে এসে ফোন তুলে কমলেশ বাবুকে ডাকলেন, অল্পক্ষণ পরেই কমলেশ বাবু এসে গেলেন। মি. মুখার্জি তাকে নিয়ে শোবার ঘরে ঢুকে ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিলেন। কমলেশ বললেন, কি ব্যাপার ?

সমস্ত ঘটনা বলে মিঃ মুখার্জি বললেন, তুমি আমার ছোটবেলার বন্ধু। বল এখন আমি কি করব !

স্থির হয়ে বস।

স্থির হতে পারছি কই। তুমি জান ওরা ভাই বোনে এক সাথে মদ খায়।

জানি।

তাহলে!

আমি, আমরা একবার চেষ্টা করে দেখি, তারপর যা হয় কোরো। এখন একটু ঘুমোবার চেষ্টা করো, সারাদিন ত ঝগড়া করেই কাটল।

ধীরে ধীরে দরজা বন্ধ করে কমলেশ বাবু বেরিয়ে এলেন, পুরোন চাকর হরিকে ডেকে বলে এলেন একটু সাবধানে থাকতে।

রাত যতই বাড়তে লাগল মিঃ মুখার্জি ততই চঞ্চল হয়ে উঠতে লাগলেন। তিনি স্থির করেছিলেন, সমস্ত সম্পত্তির একটা ট্রাষ্ট করে বিদেশে কোথাও চলে যাবেন। মেয়ে থাকবে মিশনারী স্কুলে। কিন্তু সব কি আর মানুষের ইচ্ছা মত হয়! ঝি ঠাকুর খাবারের কথা বলতে এসে ধমক খেয়ে ফিরে গেল।

রাত প্রায় একটার সময় মিনাক্ষীকে নিয়ে তার দাদা এসে নামল গাড়ী থেকে। মিঃ মুখার্জি তখন বারান্দায় বসে আবার পাইপ ধরিয়েছেন।

দুজনে দুজনকে ধরে একটু একটু করে এগিয়ে আসছে। বারান্দায় উঠে ভূত দেখার মত চমকে উঠল দুজনে। দাদা বলল, এ্যাই যে মুখুজ্জে মশায়, দিদিকে নিয়ে এলাম।

কেন তোমাদের বাড়ী!

আরে দে খু ন না, বা বা টা একটা লোফার বাড়ীটা বি ক্রী ক রে দিল।

তোমরা আছ কোথায়?

টালিগঞ্জে বাড়ী ভাড়া করা হয়েছে।

সেইখানেই যাও

আমি ত যাবই, মিনুকে দিয়ে গেলুম।

ওকেও নিয়ে যাও।

এটা কি রকম রসিকতা হল দাদা।

মিনাক্ষী এতক্ষণ একটা থাম ধরে দাঁড়িয়েছিল, বলল, চল দাদা, রাস্তায় ঘুরব।

তাই যাও।

মিঃ মুখার্জি ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলেন। বাইরে দাদা তখন সুর করে বলে যাচ্ছে, এর ফল কিন্তু ভাল হবে না মুখুজ্জে মশাই, লোক ডেকে আপনার গুনের কথা প্রকাশ করব। একটু থেমে আবার সুরু করল, মাইরী বলছি দাদা রাতটুকু থাকতে দাও। সকালেই চলে যাব। মিঃ মুখার্জি দরজা খুললেন আবার। এবার হাতে তাঁর একটা বড় চাবুক। গেট আউট!

সেই চীৎকারে বাড়ীর সকলে বাইরে চলে এসেছে। মিঃ মুখার্জি বলে চলেছেন। পাঁড়ে, ঘাড ধরে এই মাতাল ছুটোকে বার করে দাও।

দাদা বলে উঠল, ভাল করলেন না দাদা।

তবে রে হারাম জাদা! চাবুক তুলে মারবার জন্য এগিয়ে আসতে গেলেন, উঁচু করা হাত থেকে চাবুকটা পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে মিঃ মুখার্জিও পড়ে গেলেন একটা শব্দ করে।

কি ঝামেলা বাবা, তোর জন্যে এখন খুনের দায়ে পড়ি আর কি। সরে পড়ি বাবা

বলতে বলতে দাদা ছুটে পালিয়ে গেল।

মিঃ মুখার্জি পড়ে যেতে মিনাক্ষীর হুঁস হল। এমনিই হয়। অতি বড় আঘাত মানুষকে এমনি করেই সচেতন করে তোলে। ছুটে এসে রিসিভার তুলে কমলেশ বাবুকে ডাকল। তিনি এসে বললেন,

এত রাত্রে আর কোন ডাক্তার পাওয়া যাবে না, হসপিটালে রিমুভ করতে হবে।

মিঃ মুখার্জিকে নিয়ে ওরা চলল হাসপাতালে। পৌছল যখন রাত দুটো দশ।

ভোরের পুব আকাশ একটু একটু করে লাল হয়ে উঠছে। আর সেই লালিমার মধ্যে জেগে উঠছে আজকের পৃথিবী কালকের রাতটা দুঃস্বপ্নে কেটেছে চৈতালীর। সারা রাত ঘুমোতে পারেনি, একটা পুঞ্জিভূত জ্বালা অন্তরটাকে ঘিরে রয়েছে কয়েকদিন। দাদার জন্যেও চিন্তা ছিল। তার সাথে দেখাও হয়নি কদিন। কলেজে ঠিকমত লেকচার দিতে পারেনি। মাথা ধরার অজুহাত দেখিয়ে ফিরে এসেছিল বাসায়। সোমনাথ ছিল না। একবার ভেবেছিল দাদার বাড়ী যাবে। কিন্তু মিনাক্ষীর দাদার কথা মনে পড়তে আর যেতে পারেনি। কি দুঃসাহস! অত বড় একটা Scoundrel! তাকে কিনা ওর গলায় বেধে দিতে চায়! সেদিন ওর কলেজের এক বন্ধুর কাছে কথাটা শুনে সমস্ত শরীর রি রি করে উঠেছিল। রাত্রে শোবার পর বহুক্ষণ চোখের পাতা দুটো এক করতে পারে নি! শেষ রাতে কমলেশ বাবু যখন মিঃ মুখার্জির খবর দিলেন। চৈতালী বলল, আমি জানতুম, এই রকম কিছু একটা হবে।

কমলেশ বাবু বললে, স্থির হও ভাই।

কি করে স্থির হব! অমন মহাদেবের মত দাদা আমার। বলতে বলতে কেঁদে ফেলল চৈতালী।

হাসপাতালে গিয়ে জানতে পারল মিঃ মুখার্জির জ্ঞান তখনও ফেরেনি। সোমনাথ বলল, একবার ওঁর বাড়ী যাওয়া দরকার। সঠিক ব্যাপারটা ত আমরা কিছুই জানি না।

মিঃ মুখার্জির বাড়ী এসে পৌঁছলে হরি এসে কেঁদে পড়ল।

আমি আর এখানে থাকব না দিদি।

চল ঘরে চল। বলল চৈতালী।

ঘরে এসে সকলে বসতে হরি গতকালের সমস্ত ঘটনা বলে বলল।

ঘরের বৌ যদি প্রতি রাত্রে মদ খেয়ে মাতাল হয়ে বাড়ী ফেরে কোন মানুষ ঠিক থাকতে পারে!

বৌদি আছে বাড়ীতে?

না সকালেই বেরিয়েছেন।

খুকী কোথায়?

তিনি ভালই আছেন।

ওরা ফিরে গেল যে যার জায়গায়। এরপর দুসপ্তাহ চলে গিয়েছে। মিঃ মুখার্জ্জি ফিরে এসেছেন। তবে বেশ দুর্বল। ডাক্তার সাবধান থাকতে বলেছেন। দুশ্চিন্তা আর রক্তহীনতাই তাঁর অসুখের কারণ বলেছেন বিশেষজ্ঞ।

সোমনাথের দ্বিতীয় বই রিলিজ করেছে এবং একইভাবে সম্মানিত ও পুরস্কৃত হয়েছে। দুএকটা পার্শ্ব চরিত্র ছাড়া সব আর্টিষ্টই নতুন। সকলেই শিক্ষিত, ভদ্রবংশের ছেলে। সোমনাথের যা কিছু খরচ সবই প্রায় টেকনিক্যাল। ছবির আলোকচিত্র আবহ সঙ্গীত, দৃশ্যপট, সঙ্গীত এবং অভিনব বাস্তব কাহিনীর চরিত্র বিন্যাসের সফলতা সোমনাথকে ভারতীয় চলচিত্রের শীর্ষে এনে পৌছে দিল। এরপর সোমনাথের বাড়ীতে চিত্র প্রযোজকদের ভীড় বাড়তেই লাগল। সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরলে মানুর মা এগিয়ে এসে বলল, একটা কথা বলব বাবা।

নিশ্চয় বলবে।

তুমি একটা লোক রাখ

কেন পরেশ ত রয়েছে।

ওরও ত কাজ আছে।

আর সেই লোক কি করবে?

দরজায় বসে থাকবে। সব সময় বেল বাজছে ত বাজছেই! একটু ঘুমোতে পারিনে দুপুরে।

তা আর কি করা যাবে।

একটা লোক থাকলে সেই সকলকে বলে দেবে, বাবু বাড়ী নেই দেখা হবে না।

হাসতে হাসতে বলল সোমনাথ। আচ্ছা দেখব, এখন খেতে দাও।

সোমনাথ আজ কোথাও বেরুল না। চৈতালীর কাছে শুনেছে মিঃ মুখার্জ্জি ভাল আছেন। এখানকার ডাক্তারের ওষুধেই কাজ হচ্ছে। চৈতালীর ইচ্ছায় সোমনাথ বিদেশ থেকে একজন বিশেষজ্ঞকে তার করেছে। দুএকদিনের মধ্যে তিনি এসে পড়বেন। খবর পেয়েছে। কোন্ পাপে ভদ্রলোকের এই শাস্তি! চেনা জানা ঐরকম চরিত্রের মেয়েকে কেউ বিবাহ করে! মায়া, মমতা, স্নেহ, ভালবাসা ত্যাগ করে যাযাবর বৃত্তি ভালই। চারিদিকে অজস্র অসংখ প্রলোভনের মধ্য দিয়ে চলে এসেছেন। হয়ত কোন নিষ্পাপ মেয়ে ওঁর কাছে বলি হয়েছে। সেই পাপে এই শাস্তি! নিজেই বলতেন: মেয়েরা অমৃত।

অমৃতে আমার অরুচি নেই। আবার বলতেন, সোম, তুমি যে পুরুষ মানুষ তাই আমি মাঝে মাঝে ভুলে যাই।

কি রকম!

না হলে চারিদিকে এত ফুল, একবার শুঁকতেও ইচ্ছা করে না।

সত্যিই করে না দাদা।

আমার কিন্তু ভাই ঝালে ঝোলে অম্বলে কিছুতেই অরুচি নেই।

অরুচি না থাক, স্বেচ্ছায় আসে সে এক রকম। কিন্তু আজ-কাল ভদ্রঘরের মেয়েরা অর্থনৈতিক চাপে জর্জরিত হয়ে আসে

আমাদের কাছে। তারা হয়ত জেনেই আসে, এ লাইনে চরিত্রের কোন বালাই নেই। মূল্য নেই। কিন্তু আমরা ত মানুষ! দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়ে কোন কিছু ভোগ করা ত মনুষ্যহীনতা। ব্যবহারিক জীবন ওঁর ভাল হতে পারে কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে উনি যে নিষ্কলঙ্ক নন তাত উনি নিজেই স্বীকার করেন। কার দুর্ব্বলতার সুযোগে কি অনিষ্ট করেছেন, উনিই জানেন। আর ওই অসহায় শিশু। মায়ের কোল পেল না। জানল না মা কাকে বলে। হয়ত কন-ভেন্টে পরের মত মানুষ হবে। জীবনের একটা দিক থেকে যাবে অজানা।

চৈতালী এসে ঢুকল ঘরে।

কি ব্যাপার কলেজে যাওনি?

না, ডাক্তার নাকি কাল আসছেন?

সেই রকমই খবর পেয়েছি।

বৌদির খবর কি?

আমি কি করে জানব!

হরি বলছিল, সারাদিনই নাকি বাড়ীতে থাকে।

কিন্তু নেশার জিনিষ না পেলে খারাপ হতে পারে।

অতশত বুঝিনে যা শুনলুম তাই বলছি।

রেগে গেছ মনে হচ্ছে?

না রাগ করব কার ওপর।

হঠাৎ এ সব কথা!

কিছু ভাল লাগছে না সোম। চল দিনকতক দাদীর কাছে ঘুরে আসি।

তিনি ত হজ করতে গিয়েছেন।

আচ্ছা, আমরাও ঐরকম তীর্থ করতে যেতে পারি!

তা পারি, তবে সে বয়স কি হয়েছে।

হয়নি নাকি, তা হবে। চলে গেল চৈতালী নিজের ঘরে। এই রকম কথা হয়েছে আজকাল চৈতালীর। সেই সেদিন ভোর-বেলা সোমনাথকে বুকে টেনে নেবার পর থেকে। সোমনাথের কাছে কোন সাড়া পায়নি, তাই ভাবছে সোমনাথ নিজের বিছানায় শুয়ে। সোমনাথেরও রক্তমাংসের শরীর। সেদিন চৈতালীর বুকে কিছু সময় থেকে বুঝতে পেরেছিল প্রবৃত্তির তাড়না কি ভয়াবহ! কিছু সময়ের জন্য যেন সমস্ত দেহের রক্ত টগবগ করে ফুটতে সুরু করেছিল। দেহের উত্তাপ যেন হয়ে উঠেছিল একশো দশ ডিগ্রী। কিছু সময়ের জন্য ইচ্ছা হয়েছিল চৈতালীকে বুকের মধ্যে পিশে ফেলে দেয়। কিন্তু পারেনি। সেই দিনই বুঝতে পেরেছিল চৈতালী তার কি! চৈতালী তার কে! চৈতালী আজ কয়েকদিনই ঐরকম কথা বলছে। মনের কথা মুখ ফুটে বলতে পারছে না। তাই আজেবাজে চিন্তা মনের মধ্যে বাসা বাধতে সুরু করেছে। মনের অশুভ চিন্তা দেহের উপরও কাজ করে। কিন্তু শরীর ওর ভালই আছে। এখানে এসে যেন আরও পুরন্ত, আরও সুন্দর হয়েছে। কিন্তু এখনও কিছু দেরী আছে চৈতালীর মানষিক অস্থিরতাকে প্রশমিত করতে। সোমনাথ তাই চুপ করে আছে।

চৈতালী নিজের ঘরে শুয়ে রয়েছে, সোমনাথ গতকাল দিল্লী গেছে, তার বই-এর জন্য নির্ধারিত পুরস্কার আনতে। মিনাক্ষী এল।

কি খবর বৌদি?

এলুম। তোমাকে বাড়ী যেতে হবে।

কি করব যেয়ে

তোমার দাদা আমার সঙ্গে কথাই বলছে না।

সে তোমার ব্যাপার তুমি বুঝবে।

তাই বুঝব। তোমার জন্য ছেলে দেখা হচ্চে।

ভাল কথা।

এখানে থাকলে তোমার বিবাহ দেওয়া সম্ভব হবে না।

যদি বলি বিয়ে আমি করব না।

কেন সোমনাথ কোন কথা দিয়েছে নাকি ?

বৌদি !

কি হল এতে চটবার কি আছে ?

সোমের সম্বন্ধে খুব সংযত হয়ে আমাদের কথা বলা উচিত।

নাম ধরেই ডাক বুঝি ?

হ্যা আমরা কলেজের বন্ধু। অনেকদিন ধরেই ডাকছি। তুমিও শুনেছ।

শুধু বন্ধু না আর কিছু ?

আর কিছু হতে পারলে আমার মত সুখী কেউ হত না।

বাঃ চমৎকার। আর এই বোনের জন্যে ভাই-এর যত দুশ্চিন্তা।

তোমার আর কোন কথা আছে ?

বুঝতে পারছি তুমি আর বাড়ী যাবে না। কিন্তু এ রকম ঢলাঢলী না করে মাথায় সিঁদুরটা দিয়ে নিলেই হয়।

চলে এল মিনাক্ষী নিচে। সেখান থেকে একেবারে রাস্তায়।

নিজের ঘরে ঢুকে চৈতালী দেখল, সোমনাথ তার বিছানায় শুয়ে ঘুমোচ্ছে। চারু এসে বলল, ডেকো না দিদি, দাদা ঐরকম মাঝে মাঝে ঘুমোয়। কেউ ডাকলে সেদিন আর ঘুম হয়না। ওরা দুজনে কথা বলতে বলতে সোমনাথের ঘরে চলে এল। চারু জিজ্ঞাসা করল, উনি কেগা দিদিমনি ?

আমার বৌদি।

আমি ভাবলুম কোন বাইজি টাইজি হবে। দাদার কাছে এসেছে।

দাদাবাবু কটায় ফিরলেন ?

এই ত কিছু আগে।

দরজা খুলে দিল কে ?

পরেশ মিষ্টির দোকানে গিয়েছিল, দরজা খোলা ছিল।

আচ্ছা তুমি যাও। দাদাবাবু জাগলে আমাকে ডেক।

চারু চলে গেল।

*　　　*　　　*

এই নাও, আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। বলতে বলতে সোমনাথ এসে চৈতালীর গলায় তার প্রথম বই-এর জন্য পাওয়া পদকটী পরিয়ে দিল। আধশোয়া অবস্থায় উপুড় হয়ে শুয়েছিল চৈতালী। চোখ দিয়ে বোধ হয় জলও পড়ছিল, হঠাৎ সোমনাথের এই রকম উচ্ছ্বাসে আবাক হয়ে ফিরে চাইতেই সোমনাথ বলল,

কি হয়েছে চৈতালী ?

এমন একটা সহানুভূতির সুরে কথা বলল সোমনাথ যে চৈতালী আর কান্না চাপতে পারল না, মুখের ওপর কাপড় চাপা দিয়ে ছুটে চলে এল নিজের ঘরে। তারপর বিছানায় শুয়ে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল। সোমনাথ নিশ্চুপ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কিছু সময়। তারপর নিচে এসে নিজের গাড়ীতে উঠে বসল।

অবাক সোমনাথ হল না। কারণ সে ওদের সব কথাই শুনেছিল। ওরা এমন কিছু আস্তে কথা বলছিল না। আর দুটি ঘরের দুরত্বও এমন কিছু বেশী নয়। চৈতালীর মনের কথা সে জানে। মানুষের মন নিয়েই নাড়াচাড়া করছে আজ এই ছ সাত বছর। চৈতালী অধৈর্য্য হয়ে উঠছে দিন দিন। সব দিক দিয়েই চৈতালী তার বাঞ্ছিতা মেয়ে। চৈতালী তৈরী মেয়ে। করবীর মত তাকে কিছু শেখাতে হবেনা।

গাড়ী নিয়ে চলে এল মিঃ মুখার্জ্জির বাড়ী। তাঁকে কয়েকটা

কথা বলে এল গঙ্গার ধারে। গাড়ীটা রেখে গঙ্গার ধার ধরে হাঁটতে লাগল।

এই বইটা শেষ হলে সোমনাথ বাইরে যাবে কিছুদিন। কয়েকটা আন্তর্জাতিক মেলায় ওকে জুরির কাজ করতে হবে। তারপর দেখবে, বিভিন্ন ষ্টুডিয়ো। দেখা করবে নামকরা আর্টিষ্ট ডাইরেকটরদের সঙ্গে। তারপর দেশ বিদেশের সংমিশ্রনে একখানা ছবি করবে। চৈতালীকে আর ঝুলিয়ে রাখবে না। আজই বলবে সব চৈতালীকে তার মনের একান্ত বাসনার কথা। কত রাত হল! একটা আলোর সামনে দাড়িয়ে হাতের ঘড়িটা দেখল। তারপর চলে এল গাড়ীর কাছে।

বাসায় ফিরতে মানুর মা, চারু, পরেশ সকলে একসাথে জিজ্ঞাসা করল; কোথায় গিয়েছিল সে! মানুর মা বলল, হ্যা বাবা কিছু বলে গেলে না। কোথায় গিয়েছিলে?

একটু ঘুরে এলুম মানুমা।

সেই কোন দিল্লী থেকে এলে; আবার বেরিয়ে গেলে।

চারু যোগ করল, কিছু বলে গেলে না।

কি জান মানু-মা, decision, মানে, একটা সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলুম না। দেরীও হচ্ছিল। তাই ঠিক করে এলুম।

হল?

হয়েছে।

দেখদিকি কাণ্ড। এদিকে দিদিমণি কেঁদে কেটে অস্থির।

সেকি, কেন?

বলছিলেন, তিনি নাকি কি বলেছিলেন।

ওর সঙ্গে আমার কোন কথাই হয় নি। চল।

তিনি তো তোমায় খুঁজতে গেলেন।

নিচে গাড়ীর শব্দ পেয়ে চারু বলল, ওই বোধহয় ফিরলেন।

চৈতালী ওপরে আসতে সোমনাথ বলল, এই যে এসেছে। চল খেতে দাও। খাওয়ার পর মানুষ মাকে বলল সোমনাথ, তোমরা শুয়ে পড়। আমি আর চৈতালী একটা কাজ করব। চৈতালীর দিকে চেয়ে বলল আবার। এস চৈতালী, তারপর নিজের ঘরে চলে এল।

একটা বালিশের ওপর একখানা হাত রেখে সোমনাথ শুয়ে রয়েছে। চৈতালীর আসতে একটু দেরী হচ্ছে। শোবার আগে একবার সে প্রায়ই স্নান করে। চৈতালী এলে নিজের বালিশটা একটু পিছিয়ে তাকে জায়গা করে দিয়ে বলল, বস চৈতালী।

কি ব্যাপার! এত রাতে আবার কি কাজ পড়ল।

বস বলছি।

চৈতালী বসল। সোমনাথ আবার বলল, ইচ্ছে করলে শুয়ে পড়তে পার।

ঘরের সমস্ত জানালা খোলা। চাঁদের আলো এসে পড়েছে সারা বিছানায়। শুক্লা ত্রয়োদশীর চাঁদ-স্নিগ্ধ হাওয়ার সাথে ভেসে আসছে চামেলি ফুলের গন্ধ। সোমনাথ দেখল, চৈতালী সহজ নয়, স্বচ্ছন্দ নয়। ওর মনের কথা শুনেছে নিজের কানে। আজই শুনেছে। তাছাড়া সেদিন ভোরে চৈতালীর ব্যবহার ওর মনের দরজা উন্মুক্ত করে দিয়েছিল। সেই সময় সোমনাথের দেহের মধ্যে দিয়ে এক বিদ্যুতের তরঙ্গ স্রোত বয়ে গিয়েছিল। তাই স্থির করে ছিল চৈতালীকে একটা Surprise দেবে। নিজের সিদ্ধান্তের কথা জানাতে গিয়েছিল একটু আগে। কিন্তু চৈতালী তখন প্রস্তুত ছিল না। তার অন্তরে ছিল দ্বন্দ্ব। সেই দ্বন্দ্বের অবসান ঘটাতে সোমনাথ ওকে ডেকে এনেছে নিজের ঘরে।

কি কাজের কথা বলছিলে?

হ্যা বলছি। আচ্ছা চৈতালী প্রেমের গল্প তোমার ভাল লাগে।

হঠাৎ এত রাতে ঐ রকম একটা প্রশ্ন শুনে চৈতালী ফিরে চাইল। ভাবল আবার হয়ত কোন বই হাতে নিয়েছে। তারই কথা শোনাতে চায় বলল, ভাল যে একেবারে লাগে না তা কি করে বলি। কিন্তু এত রাত্রে······

রাত আর এমন কি বেশী হয়েছে। তোমার যদি অসুবিধা হয় তাহলে থাক।

না না আমার কোন অসুবিধা হচ্ছে না।

দেখ জীবনে যেকটি সিদ্ধান্ত আমি নিয়েছি তা যে ঠিক সে কথা নিশ্চয় তুমি স্বীকার করবে।

নিশ্চয় করি।

আমাদের পরিচয় বোধহয় বছর দশ এগার হবে।

তাত হবেই। সেই কলেজ লাইফ থেকে।

তাহলে সেই সুদূর অতীত থেকে আমরা পরস্পর চিনি জানি; শুধু জানি বললে ভুল বলা হবে, বল ভাল করে জানি।

না। তাই যদি হত তাহলে আমাদের মনে কোন গোপন কথা থাকত না। কোন দ্বন্দ্ব থাকত না।

কি বলতে চাইছ!

এত ভনিতা কেন করছি, তুমি পরে বুঝবে, তুমি শিক্ষিতা। অন্তত আমার থেকে বেশী ত নিশ্চয়।

বেশ মেনে নিলুম।

কিন্তু অভিনয় লাইনে এসে আমি যা শিখেছি তা হল মনের দ্বন্দ্ব ভাষায় প্রকাশ করতে না পারার মত কষ্ট মানুষের জীবনে আর কিছু নেই।

ভালবাসার কথা কি বলছিলে?

বলছি, সবই বলব। আমি যা আজ তোমাকে বলছি, বলব, তোমার মনে হতে পারে সেগুলো, আত্মগর্ব, আত্মস্তরিতা বা ঐ রকম কিছু।

তোমার সম্বন্ধে কখনও আমি ওসব কথা মনে করি না। বেশ, তোমাকে দুটি ছেলে মেয়ের প্রণয় সম্বন্ধে কিছু বলতে বলা হল, তুমি কি রকম বলবে শুনি।

কিসের প্রণয়!

যুবক যুবতীর। একটু একটু করে তাদের ভাব হল, তারপর ভালবাসা। পরস্পর নিজেদের জানল, বুঝল, তারপর বিয়ে করল। এই রকম আর কি!

না বাপু, তোমাদের ঐ সিনেমার মত ভাব ভালবাসা আমার ভাল লাগে না।

কেন লাগে না?

স্বামী স্ত্রীর ভালবাসায় এত বাহ্যিক প্রকাশ একটুও ভাল নয়। তুমি আমাকে বাঁচালে চৈতালী। তারপর জানালার দিকে চেয়ে বলল সোমনাথ, তুমি শুয়ে পড় না জানালার দিকে মাথা দিয়ে, বেশ হাওয়া আসছে।

কোন কথা না বলে চৈতালী শুয়ে পড়ল, সোমনাথ বলতে লাগল। জান চৈতালী, জীবনের একটা পরম সিদ্ধান্ত আজ নিতে চলেছি। তোমার সাহায্য দরকার।

কি হচ্ছে কি! স্পষ্ট করে বলতে পার না।

পারছি কই।

কেন পারছ না।

চারিদিকে ভাবের জোয়ার লেগেছে যখন তখন আমার এই দার্শনিক ব্যাখ্যা শুনলে লোকে যে পাগল বলবে।

আর একটু খোলসা করে বল।

আচ্ছা, বাবা মায়ের দেওয়া যে বিবাহ তাতে সুখ আছে কিনা ?

নিশ্চয় আছে।

আর আজকালের এই আগে ভাব করে বিবাহ, একে তুমি কি বলবে ?

দুটোই চলছে : তবে পরেরটার হিসেব নিকেস আমাদের দেশে এখনও হয় নি।

কিন্তু আগেরটা ভাল বলে প্রমাণিত হয়েছে !

তা হয়েছে বলা যেতে পারে।

আচ্ছা এমন যদি হয় দুজনে দুজনকে চায়, কিন্তু কেউই আগে মুখ খুলতে সাহস করছে না, ভাবছে যদি ফসকে যায় ! তখন ?

তৃতীয় পক্ষের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে।

নিজেরা কিছু করবে না।

তুমিই ত বললে ফসকে যাবার ভয়।

তাহলে তারা কি দেখল ! কি শিখল ! কি জানল ! দশ বছরের চেনা জানা !

সোম ! চৈতালী উঠে বসল।

কেন সোম কেন। সোম কি করবে ! সোম কিছু করবে না, সে পালিয়ে যাবে।

তার সঙ্গে যাবে সেই মেয়েটি যে তার কথা বলতে পারে না।

কেন পারে না।

তারও যে হারাবার ভয় আছে।

তাহলে তার কিসের ভালবাসা ! বুকের ওপর টেনে নেয় কেন সে !

সোম কেন বলে না তার কথা।

এতদিন তার চারিদিকে অসংখ অজস্র কাজের মধ্যে জড়িয়ে

ছিল স

আর আজ!

আজ দেখল, সোনার খাঁচায় বন্দী পাখিটা ছটফট করছে অথবা বিরাট জলাশয়ের ঘূর্ণাবর্তে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছে।

কিন্তু একটু আভাসও কি দেওয়া যেত না?

তুমিই ত বললে প্রেমের বাহ্যিক প্রকাশ তোমার ভাল লাগে না। তাছাড়া সেদিন বুকে শোবার পরও বোঝা উচিত ছিল।

আমি ক্ষমা চাইছি সোম।

চোখের জল মুছে ফেল, ওটা আমি তুচোখে দেখতে পারি না।

কিন্তু কান্নাও রয়েছে পৃথিবীতে।

থাকুক, কাঁদব অন্যায় করলে, পাপ করলে দণ্ড নেব। দাদাকে কাল বলে দিও।

আমি!

নয় ত কি আমি! বিয়ে করবে তুমি আর···

না না, সে আমি পারব না।

বেশ আমার দাদাকে দিয়েই বলব।

তাই বোলো।

হ্যা বলতেই হবে, সময় বেশী নেই। আর তোমার চাকরীটি ছাড়তে হবে।

কেন?

বাইরে যাব, কয়েকটা জুরী, বিচারকের কাজ আছে, তাছাড়া নতুন বইটার জন্যেও ওদের কাছে যেতে হবে।

বাঁচলুম বাবা, যে কষ্ট করে চাকরী করতুম।

কেন কষ্ট কিসের?

কষ্ট নয়! বাছুড় ঝোলা হয়ে যাওনি ত কখনও।

যাও ঘরে যেয়ে শুয়ে পড়।

না, আজ এখানে শোব।

সকালে, মানুর মা তাহলে···

মানুর মা জানে।

কি জানে ?

সেদিন বলছিল, আমিই নাকি তার দাদা বাবুকে ঘরে ফেরাতে পারি।

দাদা বাবু কি বাইরে রয়েছে ?

না, মানে, সংসার করাতে পারি।

ওঠ ত। বড্ড ঘুম পেয়েছে।

এই না বললে রাত জেগে কাজ করবে।

সে ফুলশয্যার দিন করে ওসব।

বেশ গল্প না করো, একটু শুই।

শোও, আলোটা কিন্তু নিবিয়ে দেব।

দাও। বাইরের আলোর আর দরকার নেই। মনের আলোয় সব দুপুর রোদ্দুর।

যত সব। কথায় কথায় চোখে এত জল আসে কি করে বুঝতে পারি না।

পাশ বালিশটা টেনে নিয়ে সোমনাথ পাশ ফিরে শুল।

সোমনাথের কাহিনীর এইখানেই শেষ। কিন্তু হাসির মধ্যে যেমন কান্না, আনন্দের মধ্যে যেমন বেদনা, সুখ দুঃখ নিয়ে যেমন মানুষের জীবন তেমনি চৈতালী আর সোমনাথের জীবনে মিনাক্ষী রইল সারা জীবন একটা কাঁটার মত। যখনই মনে পড়েছে তার কথা দুজনের মন ভারাক্রান্ত হয়েছে। না হলে সোমনাথ কেন মিঃ মুখার্জির বাড়ী আসতে দেরী করবে তাঁর মেয়ের অন্নপ্রাশনের ভোজ খেতে। প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী মেয়ের মুখে ভাত দেওয়া হয় নি। তাই আজ এই ব্যবস্থা। খাবার সময় দেখা গেল মিনাক্ষী বাড়ী নেই। একজন বলল, সোমনাথের দেরী হচ্ছে দেখে ডাকতে গেছে।

বাড়ীর সমস্ত কাজের শেষে সকলে এসে বসল ড্রইং রুমে। টেলিফোন বেজে উঠল। মিঃ মুখার্জি রিসিভার রেখে বললেন, মিনাক্ষী এ্যাক্সিডেন্ট করেছে। সোম টেলিফোন করল।

কোথায় ?

শ্যামবাজারের কোন জায়গায়। এখন হাসপাতালে আছে।

কারমাইকেল মেডিকেল কলেজে এসে সকলে দেখল সোমনাথ দাঁড়িয়ে রয়েছে। সে বলল, আমার বাসায় যাবার আগে বোধ হয় ড্রিঙ্ক করেছিলেন।

তারপর !

উনি বেরিয়ে পড়তে আমি ভাবলুম ড্রিঙ্ক করে গাড়ী ঠিকমত চালাতে যদি না পারেন! হলও তাই। অত্যন্ত র‍্যাস ড্রাইভ

করছিলেন। মুখোমুখি একখানা লরীর সঙ্গে ধাক্কা লাগে পাঁচ মাথার মোড়ে।

তুমি কোথায় ছিলে।

ঐ যে বললুম, আমি ওঁর অবস্থা দেখে পিছু নিয়েছিলুম।

পরদিন ডাক্তার বললেন, প্রাণের ভয় নেই। তবে কোন হ্যামারেজ হয়েছে কিনা বলতে সময় লাগবে।

এদিকে সোমনাথের বিবাহ আর দশদিন পর। তারপরই ওরা বিদেশে যাবে। মিঃ মুখার্জি বললেন, এর মধ্যে ফিরে আসে ভাল না হলে আর কি করা যাবে?

কমলেশ বাবু বললেন, ওদের বিদেশ যাবার দিনও ঠিক কুড়ি দিন পর।

সুতরাং বিবাহ হয়ে গেল।

আগামী কাল সোমনাথ আর চৈতালী বিদেশ যাবে। বিকেল বেলা চৈতালী গেছে দাদার কাছে বিদায় শুভেচ্ছা নিতে। সোমনাথ শুয়ে রয়েছে নিজের ঘরে। সন্ধ্যার কিছু পর চৈতালী ঘরে ঢুকেই কেঁদে উঠল।

কি হল?

বৌদি পাগল হয়ে গেছে। রাঁচী পাঠান হয়েছে। সোমনাথ উঠে বসেছিল। আবার পূর্বের অবস্থায় ফিরে শুল।

কি হল, কিছু বলবে না।

কি বলব।

যাহয় কিছু বল।

নিয়ম অনিয়ম, নীতি কথা নীতি বাক্য সত্য অসত্য সব জেনেও যদি মানুষ ভুল করে, কর্মফলের শাস্তি তো তাকে পেতেই হবে।

তাই বলে।

উত্তেজনার বসে দেহের ভিতরকার শিরা উপশিরা ছিঁড়ে

মারা যেতে পারে মানুষ, পাগল হওয়া তো ছোট কথা।

কিন্তু।

না কোন কিন্তু নয়। মিনাক্ষী চেয়েছিল তার দাদার সঙ্গে তোমার বিয়ে দিতে।

চাইলেই বা।

শুধু চাইনি, অন্তর দিয়ে চেয়েছিল। চেয়েছিল তোমার টাকার ভাগ। তাই যখন

কি হল থামলে কেন ?

তার বড় আশায় ছাই পড়ল তখন চৈতালীর উপর রাগে দিশেহারা হয়ে সোমনাথের চরিত্রে কলঙ্ক ধরাতে চাইল।

কি বলছ তুমি

হ্যাঁ, সেদিন আমার কাছে এসেছিলে কেন জান ?

সে তো তোমার দেরী হয়েছে বলে ডাকতে।

না, প্রায় সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল।

বল কি ?

হ্যাঁ তোমার টিকিটে কাল তাকে সঙ্গে নিতে বলেছিল

কারণ

সারাজীবন সে এক পঙ্গু স্বামীর কাছে থাকতে পারবে না।

তাই তোমার ওপর ভর করতে চেয়েছিল।

তুমিও ভুল কোর না চৈতালী। তার জীবনটাকে বিশ্লেষণ করলে আর এই ভুল তুমি করবে না।

তাই বলে

না চরম দায়িত্বজ্ঞানহীন এক উশৃঙ্খল পরিবারের ও মানুষ। পরবর্তী কালে জীবন যাত্রার কোন পরিবর্তন হয়নি। তারপরে একটু থেমে আবার বলল, চল একটু মায়ের কাছে যাব।

এত রাত্রে

হ্যাঁ আর সময় হবে না। করবী, তার ছেলেকেও একবার দেখে আসব।

চল

ওরা দুজনে ঘর ছেড়ে বাইরে এসে নিজেদের মোটরে উঠে বসল।

ঃ সমাপ্ত